Extent
Medical & Surgical Centre
24x7-Multi Speciality Medical facility
Barabazar, Chandannagar, Hooghly
Near_ (HDFC BANK)
033-26832115, 6290205359
E-MAIL- info@wwhc.in

আজকাল

SREMON JEWELLERS
সোনার কেনাকাটায়
এবার আরও বড় সাহায্য!
মাত্র
৮%
মেকিং চার্জ
সীমিত সময়ের বিশেষ সুযোগ
7439287442

www.aajkaal.in
কলকাতা ১৯ কার্তিক ১৪৩৩ শুক্রবার ৬ নভেম্বর ২০২৬ শহর সংস্করণ* ৫.০০ টাকা ১৬ + ৮ পাতা
পশ্চিমবঙ্গের বাইরে অতিরিক্ত বিমান মাশুল ১ টাকা

প্রতিটি কেনাকাটা সুরক্ষিত রাখে

হলমার্ক

রুপো হলমার্কিংয়ের ৩টি চিহ্ন

SILVER — বিআইএস স্ট্যান্ডার্ড মার্ক, যার মধ্যে 'SILVER' লেখা থাকে
990 — বিশুদ্ধতার গ্রেড
AAAAAA — ৬ অঙ্কের অনন্য এইচ ইউ আই ডি আলফানিউমেরিক কোড

সোনা হলমার্কিংয়ের ৩টি চিহ্ন

বিআইএস স্ট্যান্ডার্ড মার্ক
22K916 — ক্যারাট এবং সূক্ষ্মতায় সোনার বিশুদ্ধতা
AAAAAA — ৬ অঙ্কের অনন্য এইচ ইউ আই ডি আলফানিউমেরিক কোড

* রুপো হলমার্কিং ঐচ্ছিক প্রকৃতির

মানকঃ পথপ্রদর্শকঃ
ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ডস
ভারতের জাতীয় মানক সংস্থা

বিআইএস কেয়ার অ্যাপ ডাউনলোড করে আপনার সোনা ও রুপোর গয়নার বিশুদ্ধতা যাচাই করুন বা অভিযোগ দায়ের করুন।
আমাদের ফলো করুন: @Indianstandards

বিআইএস কেয়ার অ্যাপ
ডাউনলোডের জন্য স্ক্যান করুন
GET IT FROM Google Play
GET IT FROM App Store

কর্মখালি

● **ARYA BHARAT COLLEGE OF PHARMACY.**
Vill. + P.O. - Kahankia, Dist.-24 Pgs(N), Pin-743245
Admission Notification for D.Pharm Applications are invited from eligible candidates for admission to D.Pharm. (2 Years), Affiliated by State Medical Faculty of West Bengal and Recognized by PCI. Eligibility: Higher Secondary (10+2) passed in Physics, Chemistry, Biology or Mathematics. Eligible and interested candidates visit our campus. For further details contact us Ph: 9062183488/ 9433106541 Email: contact.absp@gmail.com

বিজ্ঞপ্তি

● আমার মক্কেল পল্লব রায়, পিতা পবিত্র রায়, সাং শগুনা মোমিনপুর, স্বরূপনগর, গত ২৬/১১/২০২৫ খাটুরা মৌজায় JL ১৬৫ , LR ১২১ দাগে, LR ৬০৭/১, ৪২৭, ৫৪৭ নং খতিয়ান থেকে ৩ শতক জমি DSR-III রেজিস্ট্রিকৃত ১২৬৫০ নং দলিলমূলে মুক্তি সিকদার হইতে ক্রয় করে যাহা উক্ত ব্যক্তি ১৭/১২/২০২১ ADSR- হাবড়া রেজিস্ট্রিকৃত ৬২৭১ নং দলিলমূলে রুমা আশ , রুপম আশ, মন্দিরা আশ, পদ্মরানী আশ নিযুক্ত ADSR- হাবড়া ২৮৭/২০১৯ নং আমমোক্তার ও দীপঙ্কর আশ, অতীশ আশ, মনিমঞ্জুশা নন্দী আশ, অঞ্জনা সরকার আশ, শাশ্বতী চন্দ্র আশ, শেফালিকা আশ নিযুক্ত ADSR- হাবড়া ২৮৬/২০১৯ নং আমমোক্তার ও রেখা রক্ষিত আশ, দিপারানী সেন আশ, শিখা দাস আশ, স্বপনকুমার আশ নিযুক্ত ADSR- হাবড়ার ৩০২/২০১৯ নং আমমোক্তার তুষার দাঁ র থেকে কিনে মিউটেশনের আবেদন করবেন। বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১মাসের মধ্যে BL&LRO হাবড়া-১ নিকট কারো আপত্তি থাকলে জানাতে পারেন, অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হবে। **চিরঞ্জিত ঘোষ, এ্যাডভোকেট, বারাসাত জাজেস কোর্ট**

● আমার মক্কেল রাধা মন্ডল ও রিঙ্কু মন্ডল, পিতা গোপাল মন্ডল সাং+পোঃ হাটখুবা, থানা হাবড়া, উঃ ২৪ পঃ অমিত রায় ও সুমিত রায়ের নিযুক্ত ADSR- হাবড়ার (I)3221/25 আমমোক্তারগন গোপাল দাস, নয়ন ঘোষ ও মৃত্যুঞ্জয় আইচের নিকট থেকে মৌজা হাটখুবা, JL 78, দাগ 1279 খতিয়ান 1927, 1926 থেকে 3.30 শতক জমি ADSR- হাবড়ার 4431/26 রাধা মণ্ডল এবং উক্ত মৌজায় 1276 নং দাগে 0.99 শতক ও 1279 নং দাগে 02.31 শতক 1927,1926 নং খতিয়ান থেকে মোট 3.30 শতক জমি ADSR- হাবড়ার 4430/26 দলিলে রিঙ্কু মন্ডল দুইটি দলিলমূলে উভয়ই কিনে নামপত্তনের আবেদন করেন। এবিষয়ে কারোর আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১মাসের মধ্যে BL &LRO হাবড়া-১ নিকট জানাতে পারেন। অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হইবে। **দেবরাজ দাস, এ্যাডভোকেট বারাসাত কোর্ট।**

● এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে আমার মক্কেল, নন্দিতা সরদার, স্বামী- ধনঞ্জয় সরদার, কার্ত্তিক চন্দ্র সরদার গং এর পক্ষে ডি.এস. আর. ৩ নং আলিপুর অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ইংরাজী ১৩/১২/২২ তারিখে ১৬০৩১৯৪১ নং এককেতা আমমোক্তার নামা দলিল মূলে নিযুক্ত আমমোক্তার ধনঞ্জয় সরদারের নিকট হইতে ইংরাজী ২৮/০২/২৩ তারিখে ডি.এস. আর. ৩ নং আলিপুর অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ১৬০৩০৩০৬২ নং এককেতা খরিদা দলিল মূলে নান্দাভাঙ্গা মৌজায় আর.এস. ৫৯২ নং দাগের স্থলে এল.আর. ৫৫৩ নং দাগে ৪.৯২ শতক শালি জমিজমা খরিদ করিয়া ভোগদখল রহিয়াছে । উক্ত জমিজমা নিজ নাম বরাবর মিউটেশন করিবার জন্য আবেদন করা হইয়াছে । উক্ত বিষয়ে কাহারও কোনো প্রকার আপত্তি থাকিলে তাহলে ৩০ দিনের মধ্যে বি.এল. এান্ড এল.আর.ও. বিষ্ণুপুর-২ অফিসে যোগাযোগ করিবেন । ধনঞ্জয় সরদার এ্যাডভোকেট আলিপুর পুলিশ কোর্ট কলকাতা-২৭ মোঃ ৭৬৮৫০৮৮০৮৫

● আমার মক্কেল শ্রীমতী মিনতী রায়, স্বামী- শ্রী পিরনাথ রায়, সাং- রুইয়া নালির মাঠ, পোঃ পাতুলিয়া, থানা- খড়দহ, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, কোল-৭০০১১৯, এ.ডি. এস. আর. ও বারাকপুরে রেজিস্ট্রিকৃত ৩০৩/২০১৫ আমমোক্তার নামামূলে শ্রী বিজয় কুমার সাউ, পিতা- শ্রী হরি শংকর সাউ দ্বারা নিযুক্ত আমমোক্তার শ্রী সঞ্জিব দাস হইতে এ. ডি. এস. আর. ও সোদপুরে ২০১৫ সালে রেজিস্ট্রিকৃত ৬৩৯২ দলিলের মূলে মৌজা- রুইয়া গ্রাম, জে.এল নং- ২০, রে.সা.নং- ৪১, আর এস খতিয়ান নং- ৭২৩ তথা এল. আর. খতিয়ান নং- ৮৮৩, ২৪৮,৯৪৫,১১১০,১৪১১,১৪১২,৩৮৫,৯৪৬ এবং আর.এস দাগ নং-৮২২ থানা - খড়দহ, অন্তর্গত এক কাঠা সাত ছটাক বারো বর্গফুট শালি জমি ক্রয় করেন, উক্ত জমির নাম পত্তনের আবেদন করিতে ইচ্ছুক, উক্ত বিক্রেতা বা স্বার্থসংশ্লিষ্ট কাহারও আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বি.এল আন্ড এল. আর. ও বারাকপুর -২ এর নিকট আপত্তি জানাতে পারেন অন্যথায় ইহা নিয়ম অনুসারে কার্যকর হইবে। অরুণিমা ধর,আইনজীবী বারাকপুর আদালত

বিজ্ঞপ্তি

● আমার মক্কেল আবু সাইদ সাঁফুই সোনারপুর থানার (বর্তমানে নরেন্দ্রপুর) অন্তর্গত জে.এল. নং ৫৬, উকিলা পাইক পাড়া মৌজায় এল.আর ২৭৬/১ খতিয়ান ভুক্ত এল.আর ২২৭ নং দাগে ৩০ শতক জমি খরিদ করিতে ইচ্ছুক। এই বিষয়ে যদি কারো কোন অভিযোগ বা আপত্তি থাকে তাহলে 9674291587 নাম্বারে যোগাযোগ করুন। **Santanu Das, Advocate, Calcutta High Court**

● ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, ব্যারাকপুর, ২৪ পরগনা (উঃ) সাকসেশন কেস-১২৬/২০২৫
প্রেম নাথ রায়, পিতা- মৃত তীরথ প্রসাদ রায়, সাং ৭৫, মজুমদার মাঠ, মনিরামপুর, দাস পাড়া, থানা ও ডাকঘর-ব্যারাকপুর, জেলা- ২৪ পরগনা (উঃ), কলি-৭০০১২০।
—আবেদনকারী
এতদ্দ্বারা সর্বজনকে জ্ঞাত করা যায় যে, আবেদনকারীর পিতা মৃত তীরথ প্রসাদ রায়, পিতা মৃত অম্বিকা প্রসাদ রায়, সাং- ৭৫, মজুমদার মাঠ, মনিরামপুর, দাস পাড়া, থানা ও ডাকঘর-ব্যারাকপুর, জেলা- উত্তর ২৪-পঃ, কলি-৭০০১২০ -এর ত্যক্ত পঃ বঙ্গ রাজ্য কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ এর অধীন একটি সেভিংস ও একটি ফিক্সড ডিপোজিট এ গচ্ছিত মোট ০৭,৩২,৯৩০.৯৭/- টাকা পাইবার জন্য আবেদনকারী উক্ত সাকসেশন কেস রুজু করিয়াছেন। ইহাতে কাহারো আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে অত্রাদালতে জানাইবেন, নচেৎ আইন আমলে নিষ্পত্তি হইবে।
আদেশানুসারে, Quazi Md. Imtiaz Ali সেরেস্তাদার

● জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা । মোকাম ব্যারাকপুর ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট কোর্ট । সাকসেশন কেস নং- ২১/২০২৫
দরখাস্তকারীগণ :-
১। দীপ্তিমান সেন, পিতা- মৃত ওঙ্কার প্রসাদ সেন, দিদা - মৃত কল্পনা দত্ত গুপ্ত, ২। শুভলক্ষী সেন, পিতা- মৃত ওঙ্কার প্রসাদ সেন, দিদা - মৃত কল্পনা দত্ত গুপ্ত, ৩। রাজ্যলক্ষী সেন, পিতা- মৃত ওঙ্কার প্রসাদ সেন, দিদা - মৃত কল্পনা দত্ত গুপ্ত, সকলের সাং- ৯৪, গ্রাউন্ড ফ্লোর, ফ্ল্যাট নং- এ-২, নির্মল সেনগুপ্ত সরণি, নন্দন পাড়া, পোঃ- ইটালগাছা, থানা- দমদম, কোলকাতা- ৭০০০৭৯, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা । এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, উপরিলিখিত দরখাস্তকারীগণ তাহাদের দিদা কল্পনা দত্ত গুপ্ত, স্বামী মৃত কালীপদ দত্তগুপ্ত, সাং- ২৪/১১১, যশোহর রোড, পোঃ- কমলপুর, থানা- দমদম, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, কোলকাতা- ৭০০০২৮- নামে থাকা ষ্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, ক্যালকাটা এয়ারপোর্ট ব্রাঞ্চে পিপিএফ অ্যাকাউন্টে- ১,৪৫,৬৪৬/- টাকা এবং কমলপুর পোষ্ট অফিসে ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেটে বিভিন্ন নম্বরে সর্বমোট- ১,২১,৩০০/- টাকা একুনে সর্বমোট- ২,৬৬,৯৪২/- টাকা রাখিয়া পরলোকগমন করেন । এক্ষনে দরখাস্তকারীগণ তাহাদের দিদা কথিত কল্পনা দত্ত গুপ্তের বৈধ উত্তরাধিকারীগণ বিধায় তাঁহার ত্যক্ত উক্ত ১,৪৫,৬৪৬/- এবং ১,২১,৩০০/- টাকা পাইবার জন্য উপরোক্ত আদালতে উক্ত নম্বর সাকসেশন কেস রুজু করিয়াছেন। উক্ত মোকদ্দমায় কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে উপরোক্ত আদালতে আপনি স্বয়ং অথবা আপনার নিযুক্ত উকিলবাবুর মাধ্যমে লিখিত আপত্তি দাখিল করিবেন। নচেৎ মেয়াদ শেষে কাহারও কোন আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না।
অনুমত্যানুসারে- Quazi Md. Imtiaz Ali সেরেস্তাদার, ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট কোর্ট ব্যারাকপুর, উত্তর ২৪ পরগণা। Sheristadar District Delegate Barrackpore, 24 Pgs. (N)

● আমার মক্কেল সঞ্জয় কুমার সাউ এবং রিঙ্কি সাউ, গত ইংরাজী ১১/০৮/২৬ তারিখে 4299 নং দলিল মূলে অনিমা বাগুই এর পক্ষে নিযুক্তীয় আমমোক্তার (নং ৫০৩৩/২৪) সেখ আজিজুল ইসলাম–এর নিকট হইতে ২.৪৮ শতক জমি প্রাপ্ত হয়েন। মৌজা- উদয়রাজপুর, জে.এল ৪৩, দাগ ২৯৯৫, খতিয়ান নং- ৭৪৪৩। তিনি মধ্যমগ্রাম বারাসাত II বি.এল & এল.আর. ও অফিসে ২৯৪৩১ এবং ২৯৪৩২ নং কেস মূলে রেকর্ড করাবেন, যদি আপত্তি থাকে ৩০ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করবেন।
Pulak Sarkar Advocate District Judges Court Barasat

● আমার মক্কেল সীমা সরদার, পিতা- সুরেশ সরদার,ইং ২০২৬ সালে (সোনারপুর রেজিস্ট্রি অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত) ৫৩৬৪ নং কোবালা দলিল মূলে ২৯৮৮/২০১৯ নং আমমোক্তার(শ্রী অসিত মন্ডল)দলিল দ্বারা বর্তমানে খরিদ করেন,মৌজা-খুড়িগাছি (২১), এল আর ১৯৭ নং দাগে এল আর ৫৪০ নং খতিয়ানের নামপত্তনের জন্য আবেদন করেছেন,উক্ত আবেদনে কারোর কোনো আপত্তি থাকলে সোনারপুর BLRO অফিসে যোগাযোগ করুন। Prabir Kumar Roy, alipore Criminal Court.

বিজ্ঞপ্তি

জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগণা
আলিপুর ডিস্ট্রিক্ট জজ আদালত
এ্যাক্ট ৩৯ কেস নং ০৭ / ২০২৬ (প্রবেট)
শ্রী প্রদীপ কুমার ছই,
পিতা স্বর্গীয় মনোতোষ কুমার ছই, সাকিন - ৩৭, এস.আর. দাস রোড, পোঃ কালিঘাট, থানা টালিগঞ্জ, কোলকাতা ৭০০০২৬।
—— **আবেদনকারী**
এতদ্বারা সর্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **মৃত মনোতোষ কুমার ছই**, পিতা মৃত আশুতোষ ছই, সাকিন - ৩৭, এস.আর. দাস রোড, পোঃ কালিঘাট, থানা টালিগঞ্জ, কোলকাতা ৭০০০২৬, পশ্চিমবঙ্গ, মহাশয়ের, শেষ উইলের এক্সিকিউটর **শ্রী প্রদীপ কুমার ছই**, উক্ত উইলের প্রবেট নেওয়ার জন্য উক্ত মোকর্দ্দমা দাখিল করিয়াছেন।
তাহাতে যদি কাহারও কোন দাবী বা আপত্তি থাকে তবে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে আপত্তি জানাতে অনুরোধ করা যাইতেছে, অন্যথায় অত্র মোকর্দ্দমা এক তরফা শুনানী হইবে।
অনুমত্যানুসারে
স্বাঃ/- সেরেস্তাদার
আলিপুর ডিস্ট্রিক্ট জজ আদালত, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, ১০.০৯.২৬

বিজ্ঞপ্তি

খসড়া বিজ্ঞপ্তি

● মোকাম ব্যারাকপুর এডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট এন্ড সেসন্স জজ, থার্ড কোর্ট, জেলা: উত্তর ২৪ পরগনা, ও.এস.-৪১/২০২৫
শ্রীমতি অঞ্জনা দত্ত .....দরখাস্তকারিনী
বনাম
শ্রীমতি সুনিতী রানী মন্ডল ও শুভাশীষ মণ্ডল .....বিবাদীগণ
এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, মৃত গোপাল চন্দ্র মন্ডল, পিতা- মৃত হরেন্দ্র নাথ মন্ডল, দ্বারা একটি উইল সম্পত্তির লেটার অব এডমিনিস্ট্রেশন পাইবার নিমিত্তে উপরে উল্লেখিত দরখাস্তকারিণী অত্র আদালতে একটি মিস কেস করে যাহার নাম্বার-৫৩/২০২৪। উক্ত মামলাখানি পরবর্তী সময় ও.এস. ৪১/১০২৫ হিসেবে পরিবর্তীত হয়। উক্ত নাম্বারের মামলায়, অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে আবেদন জানানো হইতেছে যে, উপরোক্ত বিবাদীগণ ব্যতীত উক্ত বিষয়ে যদি অন্য কাহারো কোনো প্রকার ওজরাপত্তি থাকে, তাহা হইলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে আগামী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উপরে উল্লেখিত আদালতে নিজ ভাবে স্বয়ং অথবা উকিলবাবু মারফৎ আপত্তি দাখিল করিবেন, নতুবা উক্ত ও.এস. মামলাটির যথাযথ শুনানী করা হইবে শুধুমাত্র উপরোক্ত পক্ষদ্বয়ের উপস্থিতিতে।
উইলকৃত সমগ্র তপশীলের পরিচয়:
জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, পোঃ অফিস- মতিঝিল, থানা- নাগেরবাজার, পূর্বতন- দমদম, মৌজা- বাগজোলা, জে. এল. নং ২১, দাগ নং ১৭২(অংশ) ও ১৭৩(অংশ), ই/পি. নং ৪৬, এস.পি. নং ১১, সাবেক প্রিমিসেস নং ৪/৪৩, সুরেনবাগ কলোনী, বর্তমানে ৪/৪৩, মডিকাই লেন, দক্ষিণ দমদম পৌরসভার অধীনে, ওয়ার্ড নং-১০, হোল্ডিং ৮১/এ/১, সুরেনবাগ কলোনী, বর্তমানে মডিকাই লেন, কোলকাতা-৭০০০৭৪ স্থিত রেসিডেন্সিয়াল বিল্ডিং এর উত্তর-পূর্ব দিকে গ্রাউন্ড ফ্লোরস্থিত ফ্ল্যাট যাহার নাম্বার 'এ', মোট আয়তন কমবেশী ৫৭১ বর্গফুট, যাহাতে ২(দুই) টি শয়ন কক্ষ, ১ (এক) টি খোলা রান্নাঘর, লবি ও ১(এক)টি টয়লেট বর্তমান। উক্ত ফ্ল্যাটের চৌহদ্দী: উত্তরে: ই.পি. নং ৪৭, দক্ষিণে: ছয় ফুট কমন রাস্তা, পূর্বে- ১৫ ফুট প্রশস্ত কলোনী রাস্তা এবং পশ্চিমে- ই.পি. নং ৪৮ এর বাই লেন। উপরোক্ত মামলা সংক্রান্ত সম্পত্তির পরিচয় উইলকৃত সম্পত্তি রূপে পরিচিত রহিয়াছে। **অনুমত্যানুসারে, মলয় কুমার কুণ্ডু, সেরেস্তাদার, ১৭.৯.২৬, এ.ডি. জে. কোর্ট নং-৩, ব্যারাকপুর, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা**

● আমার মক্কেল মলিনা পাল স্বামী রবীন পাল ৭৭৩৮/২০২২ দলিলমূলে ADSR-1 Barasat বিক্রেতা কার্তিক পাল পিতা-অবনী পাল কেনে। তার পূর্বে ২২৫৯/২০১৬ এবং ২২৫৮ দলিলমূলে ADSR Habra অফিসে ৺গোবিন্দ চন্দ্র দত্তের ওয়ারেশগণ বিকাশ চন্দ্র দত্ত, দীপক দত্ত, ভীম নারায়ণ দত্ত, সুমিত্রা দত্ত, মৌ দে দত্ত এবং ৺অনিল দত্ত এর ওয়ারেশগণ বিশ্বজিৎ দত্ত, তারক দত্ত, মলয় দে এরপক্ষে আমমোক্তার শংকর সরকার পিতা-শশধর সাং + পোঃ- হিজলপুকুরিয়া থানা - হাবড়া আমমোক্তারনং- ২৮২/২০১৪ ADSR এরমাধ্যমে কেনে। জয়গাছি মৌজা JL-79, দাগ 1906, KH-480 মোট 4.95শতক, 3.3শতক জমিকিনে হাবড়া-1 BL & LRO মিউটেশনের জন্য আবেদন করেন। কারও অভিযোগ থাকে আগামী ১মাসেরমধ্যে যোগাযোগ করবেন অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হইবে। **Rupanjan Ghatak, Advocate**

● I, Sudeepa Chanda, W/o Ajit Kumar Mandal, D/o- Bankim Chandra Chanda, residing at Barabagan, P.O.- Barabagan, P.S. Suri, Dist.- Birbhum, Pin-731103, do hereby solemnly affirm and declare that, in my Voter Card and Aadhaar Card my name has been recorded as Sudeepa Chanda and in my Marriage Certificate and in my daughter Udita Mandal's birth Certificate my name has been recorded as Sudeepa Chanda Mandal. That Sudeepa Chanda and Sudeepa Chanda Mandal same and one identical person, sworn before the Ld. Executive Magistrate at Suri, Birbhum vide Affidavit no.-3341 dated 04/11/2026. **Digitally signed by Sumit Banerjee (Advocate) Date-04/11/2026 PH. No-8617012532 Birbhum District Judges Court**

আমার মক্কেলগণ ১) অর্পিতা বিশ্বাস ইংরাজী ১৮/০৮/২০২৬ তারিখে এডিএসআর বারাসাত অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ০৪৫৫৬ নং দলিল মূলে, ২) বিশ্বজিৎ মল্লিক ঐ তারিখে ঐ অফিসে ০৪৫৫৪ নং দলিল মূলে ও ৩) গৌরাঙ্গ ঘোষ ঐ তারিখে ঐ অফিসে ০৪৫৪২ নং দলিল মূলে দিপান্বিতা রায় দিগরের পক্ষে ইংরাজী ২১/১১/২০২৫ তারিখে এ.আর.এ-১ কোলকাতা অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ০৯৯৫১ নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে নিযুক্তীয় আমমোক্তার সুদীপ্ত চৌধুরীর নিকট হইতে মৌজা উদয়রাজপুর, জেএল ৪৩ খতিয়ান ১৪৭৬২, ১৪৮৩৯ ও ১৪৮৮২ ভুক্ত ২৫৭৬ দাগে মোট ১২.৭৬ শতক জমি ক্রয় করেন। অর্পিতা বিশ্বাসের কেস নং ২৫১৮৫/২৬ জমির পরিমান ৭.০৪ শতক, বিশ্বজিৎ মল্লিকের কেস নং ২৪৬১০/২৬ জমির পরিমান ৩.৩১ শতক ও গৌরাঙ্গ ঘোষের কেস নং ৩৫১০৭/২৬ জমির পরিমান ২.৫১ শতক। উল্লেখিত সম্পত্তি আমার মক্কেলগণের নামে মধ্যমগ্রাম বিএলওএলআর অফিসে রেকর্ড নিমিত্তে কাহারোর আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১০ দিনের মধ্যে অফিসে করিবেন। অন্যথায় দাবী অগ্রাহ্য হইবে।
ইতি—**নাসিমউদ্দিন আহমেদ, এ্যাডভোকেট, বারাসাত জর্জ কোর্ট**

স্মরণে



আসা ১৯৪৪–এর হেমন্ত সন্ধ্যায় | যাওয়া ২০২৫ –এর হেমন্ত সকালে

ডাঃ তারকনাথ ঘোষ
(এম.ডি.এফ.আই.সি.পি.)
প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান (মেডিসিন)
এস.এস.কে.এম. হাসপাতাল

''মান অপমান উপেক্ষা করি দাঁড়াও কণ্টকপথ অকুণ্ঠ পদে মাড়াও ছিন্ন পতাকা ধূলি হতে লও তুলি রুদ্রের হাতে লাভ করো শেষ বর আনন্দ হোক দুঃখের সহচর নিঃশেষ ত্যাগে আপনারে যাও ভুলি''

প্রথম প্রয়াণ বার্ষিকীতে অশ্রুসজল বিনম্র প্রণতি
পরিবারস্থ সকলে

বিজ্ঞপ্তি

● মোকাম ব্যারাকপুর ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, উত্তর ২৪ পরগনা
মিস কেস (সাকসেশন) নং- ১৯৬/২০২৪
শ্রীমতি পুরবী রায় ...দরখাস্তকারীনী
এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, উপরোক্ত শ্রীমতি পুরবী রায়, স্বামী– স্বর্গীয় দেবাশীষ রায়, সাং- গণপতি এ্যাপার্টমেন্ট, ৯৫ মিলনপল্লী, পোষ্ট– ইটলগাছা, থানা- দমদম, কলিকাতা– ৭০০০৭৯, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, তাহার স্বামী স্বর্গীয় দেবাশীষ রায় মহাশয়ের ত্যক্ত ২০,৮২ ৯৮৩/- (কুড়ি লক্ষ বিরাশি হাজার নয়শত তিরাশি) টাকার সাকসেশন সার্টিফিকেট লইবার জন্য উপরোক্ত আদালতে উক্ত মামলা রুজু করিয়াছি। উক্ত মামলায় কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে তিনি নিজে অথবা আইনজীবী মারফৎ অত্র আদালতে হাজির হইয়া এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে লিখিত আপত্তি দাখিল করিবেন, নচেৎ অন্যথায় একতরফা শুনানি হইয়া যাইবে।।
অনুমত্যানুসারে Quazi Md. Imtiaz Ali Sheristadar, District Delegate Barrackpore, 24 Pgs. (N)

আমার মক্কেল শ্রীমতী শিবানী মন্ডল, স্বামী - পরিতোষ মন্ডল ,ইং ২০২৬ সালে (সোনারপুর রেজিষ্ট্রি অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত)৭১০৩ নং কোবালা দলিল মূলে ৫১২১/২০২২ নং আমমোক্তার(শ্রী মাধাই ঘোষ)দলিল দ্বারা বর্তমানে খরিদ করেন, জমির পরিমাণ ৪ কাঠা,২ ছটাক,২০বর্গফুট,মৌজা-বৈকুণ্ঠপুর (৩৭), এল আর ৩৪০৩ নং দাগে এল আর ১০১৬,১০২৭,১৭৮২,২৩২৫,২৫৯ ৯,২৯৮১,৩৩১০,৩৮৭৭ নং খতিয়ানের নামপত্তনের জন্য আবেদন করেছেন, কেস নং MN/2026/1615/33273,উক্ত কেসে কারোর কোনো আপত্তি থাকলে সোনারপুর BLRO অফিসে যোগাযোগ করুন। Prabir Kumar Roy, Alipore criminal court.

আমার মক্কেল **শুভঙ্কর পাল** পিতা- উদয় পাল, সাং-হুমাইপুর (শরৎ কানন), পোঃ-আব্দালপুর, থানা-মধ্যমগ্রাম, কলি-১২৯ নিবাসী ইংরাজী ৪/৮/২১ তারিখে বারাসাত এ ডি এস আর অফিসে ৪৩৬৩ নং দলিল মূলে সাং সারদানগর, পোঃ কৃষ্ণপুর চণ্ডিবেড়িয়া, কলি-১০২ নিবাসী অনিতা দাস স্বামী কাশীনাথ দাস এর পক্ষে নিযুক্ত ইং ২১/১/১৯ তারিখে বারাসাত ডি আর-III অফিসের ৫৬নং আমমোক্তার বিশ্বনাথ সেন পিতা-রামপদ সেনের নিকট হইতে জে.এল -৫২ হুমাইপুর মৌজার এল আর ৫০৯৩ নং খতিয়ান ভুক্ত আর এস ১২২৫ এল আর ২৩৭২ নং দাগে ১ কাঠা ৩৩ বর্গফুট জমি খরিদ করেন, বারাসাত ব্লক-II বি এল এন্ড এল আর ও অফিসে রেকর্ড এর জন্য আবেদন করেন যদি কাহারো কোনো অপত্তি থাকে উক্ত অফিসে যোগাযোগ করিবেন অন্যথায় কেসটি নিষ্পত্তি হয়ে যাবে। **শুভজিৎ কর, এ্যাডভোকেট, বারাসাত জাজেস কোর্ট।**

আমার মক্কেল **(১) মসিউর আলি (২) মইনুর আলি** উভয়ের পিতা- ইয়াকুব আলি সাং কেমিয়া পালপাড়া, পোঃ-কীর্তিপুর, থানা-মধ্যমগ্রাম, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, কোলকাতা -৭০০১২৮ নিবাসী ইংরাজী ১৮-০৩-২৬ তারিখে বারাসাত এ.ডি.এস.আর অফিসে রেজকৃত ১২৪১ নং দলিলমূলে নওসার আলি ওরফে নওসের আলি মণ্ডল ওরফে নওসার আলি মণ্ডল পিতা-মৃত করিমবক্স মণ্ডল সাং-মুড়াগাছা, পোঃ-যুগবেড়িয়া, থানা-ঘোলা, পিন নং-৭০০১১০ পক্ষে ৬-৩-২০২৬ তারিখের ০৩৪০৫ নং আমমোক্তার দ্বারা নিযুক্ত আমমোক্তার মোঃ আমিনুল হক এর নিকট হইতে বারাসাত থানার অন্তর্গত কায়েম্বা মৌজার জে.এল - ১৭১, এল.আর - ৩৮৫১নং খতিয়ানভুক্ত ৩৬২ দাগের ১ শতক ৩৬৫ নং দাগের ৩.৯৬ শতক জমি খরিদ করিয়া বারাসাত-II বি.এল. এান্ড এল.আর. ও অফিসে রেকর্ড করিবার আবেদন করেন। উক্ত বিষয়ে যদি কাহারো কোন আপত্তি থাকে উক্ত অফিসে যোগাযোগ করিবেন অন্যথায় কেসটি নিষ্পত্তি হয়ে যাবে। **শুভজিৎ কর, এ্যাডভোকেট, বারাসাত জাজেস কোর্ট।**

DISTRICT CONSUMER DISPUTE REDRESSAL COMMISSION HOWRAH 20,Round Tank Lane,P.O. & P.S.- Howrah, Dist-Howrah-711101.Office(033)26380892
Complaint Case No. 140 of 2023
SRI BISWANATH BISWAS .....**COMPLAINANT**
Vs
M/S. SUJAL DEVELOPERS & OTHERS
.....OPPOSITE PARTIES
NOTICE
To
1.Smt. Paramita Mukherjee, wife of Late Binay Kumar Mukhopadhyay @ Binay Bhusan Mukhopadhyay, by faith-Hindu, by occupation-Household duties, residing at 21/4, Dr. Priya Nath Ghosh Road, P.S-Bally,District-Howrah-711201; 2.Smt. Mahua Ghosh, wife of Arnab Ghosh (daughter of Late Binay Kumar Mukhopadhyay @ Binay Bhusan Mukhopadhyay), by faith-Hindu, by occupation-Household duties, residing at I-D, Kaiser Bunglows, Dindli Road, B.H. Ara, Kadma Jamshedpur, Jharkhand-831005 and also at 21/4, Dr. Priya Nath Ghosh Road, P.S-Bally, District-Howrah-711201. Whereas the petitioner viz. Biswanath Biswas has instituted the Complaint Case, being No.140 of 2023 against the developer including you being made as opposite party No. 6 and 7. Therefore, as per order of the commission you are hereby summoned to appear before this Commission in person or by a pleader or by authorized representative on the 27th day of November, 2026 at 10:30 O'clock in the forenoon in default the case will be heard and considered in your absence. Given under my hand and seal on the District Commission, this 27th day of October, 2026. By Order
Sd/-Registrar, D.C.D.R.C. Howrah

নাম পদবি পরিবর্তন

● আমি Kalpana Majumder (Samadder) W/o Bidhan Majumder গ্রাম মেনা, পোঃ সমুদ্রপুর, থানা অশোকনগর, জেলা উঃ 24 পঃ। আমার পুত্র Apon Majumder এর বার্থ সার্টিফিকেটে ভুলবশত আমার নাম Kalpana Majumdar, W/o Bidhan Majumdar এবং পুত্রের নাম Apon Majumdar হয়েছে । গত 14/10/2026 বারাসাত ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের এফিডেভিট (নং 13035) বলে উক্তভুল সংশোধন করা হইল। আমি সর্বক্ষেত্রে Kalpana Majumder (Samadder) W/o Bidhan Majumder এবং আমার পুত্র Apon Majumder হলাম।

● ড্রাইভিং লাইসেন্সে ভুলবশত: আমার নাম Md Sazzad S/o U Sazzad রেকর্ড আছে (WB-2320060230505)। গত ০৪/১১/২০২৬ তারিখে ব্যারাকপুর 1st Class J. M কোর্টের এফিডেভিটে আমি Md Sajjad S/o Abdul Samad নামে পরিচিত হইলাম।

● আমি Omprakash Gupta, গত ০৩/১১/২০২৬ তারিখে বারাকপুর ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এফিডেভিট দ্বারা আমি Omprakash Gupta S/O Gangaprasad Gupta ও Omprakash Shaw S/O Ganga Prasad Shaw উভয় নামগুলি একই ব্যক্তি বলে পরিচিত হইলাম।

● ড্রাইভিং লাইসেন্সে ভুলবশত: আমার নাম Peer Md. Ashrafi S/O Lt. SK. Md. Hussain আছে। (WB 23 19940031209) গত ১৪/১০/২০২৬ তারিখে ব্যারাকপুর 1st Class J.M কোর্টের এফিডেভিটে আমি Peer Mohammad S/O Lt. SK. Mohammad HUSSAin নামে পরিচিত হইলাম।

● ড্রাইভিং লাইসেন্সে ভুলবশত: আমার নাম Tarun Adhikari S/O Lt. N Adhikari আছে। (WB-23 20060079202) গত ০৩/১১/২০২৬ তারিখে ব্যারাকপুর 1st class J. M কোর্টের এফিডেভিটে আমি Tarun Adhikary S/o Lt: Netai Adhikary নামে পরিচিত হইলাম।

● আমি Kishan Lal Das পিতা Late Durga Das নিবাস: Netaji Udyan Millennium House, থানা: Rahara, পিন:700119,গত 4/11/2026তারিখে বারাকপুরকোর্টে ফার্স্টক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট এফিডেভিটবলে জানাইতেছিযে আমার ড্রাইভিংলাইসেন্সে WB23 19950064496 পিতার নাম Lt. D Prasad হয়েছে। আমার পিতা Late Durga Das ও Lt. D Prasad এক ও অভিন্নব্যক্তি।

● আমি Abhoy Kumar Roy নিবাস: 23/1,Cabin Road, থানা: Jagatdal,জেলা: North24Pgs. পিন:743125,গত 13/10/2026তারিখে বারাকপুরকোর্টে ফার্স্টক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট এফিডেভিটবলে জানাইতেছিযে আমার পুত্রের (Aritra Roy) জন্মশংসাপত্রে (Regd No:1605/08 date of 10/12/2008) আমার নাম Abhay Kr Roy হয়েছে। আমি Abhoy Kumar Roy এবং Abhay Kr Roy এক ও অভিন্নব্যক্তি।

● আমি BISWAJIT KAPURIA, পিতা- NITAI KAPURIA , সাং- ১৮৫৬/বি, ৫ন

আজকাল

www.aajkaal.in

কলকাতা ১৯ কার্তিক ১৪৩৩ শুক্রবার ৬ নভেম্বর ২০২৬ শহর সংস্করণ* ৫.০০ টাকা ১৬+৮ পাতা

পশ্চিমবঙ্গের বাইরে অতিরিক্ত বিমান মাশুল ১ টাকা

স্কুল সার্ভিসে গ্রুপ সি, গ্রুপ ডি-র ফল প্রকাশ

আলুচাষিদের বিমার টাকা লাগবে না

৬ হাজার কোটি টাকা লগ্নি করবে জয় বালাজি

আজকালের প্রতিবেদন

রাজ্যে ৬ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগের পরিকল্পনা করেছে জয় বালাজি গ্রুপ। বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে প্রতিরক্ষা, মহাকাশ ও বিশেষ ধরনের ইস্পাত খাতে। এর ফলে রাজ্যে অতিরিক্ত ২০ হাজারেরও বেশি নতুন কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা রয়েছে।

সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, এ রাজ্যে শিল্প ও উৎপাদন পরিকাঠামো উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে জয় বালাজি গ্রুপ আগামী কয়েক বছরে রাজ্যে প্রায় ৬ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে। রেল, প্রতিরক্ষা ও মহাকাশ শিল্পের জন্য বিশেষ ধরনের অ্যালয় ও ইস্পাত, প্রিসিশন ইঞ্জিনিয়ারিং (সূক্ষ্ম প্রকৌশল), অ্যালুমিনিয়াম ও তামার সঙ্কর ধাতু এবং সংশ্লিষ্ট পণ্য, প্রচলিত ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে এই বিনিয়োগ করা হবে। তারা জানিয়েছে, রাজ্য সরকার শিল্পোন্নয়নের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ তৈরির প্রচেষ্টা এবং আসন্ন শিল্প নীতি রাজ্যের শিল্প বিকাশে নতুন গতি সঞ্চার করবে। এর ফলে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ও বিনিয়োগকারীরা আরও বেশি মাত্রায় এগিয়ে আসার উৎসাহ পাবে। প্রস্তাবিত বিনিয়োগ রাজ্য সরকারের তৈরি করা ব্যবসা-বান্ধব পরিবেশের প্রতি জয় বালাজি গ্রুপের আস্থার প্রতিফলন।

জাজোদিয়া পরিবারের প্রতিষ্ঠিত জয় বালাজি গ্রুপ ইস্পাত ও উৎপাদন শিল্পে নিজেদের শক্তিশালী অবস্থান তৈরি করেছে। পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা ও ছত্তিশগড়ে তাদের ১০টি উৎপাদন কেন্দ্র রয়েছে। যার মধ্যে ৮টিই এ রাজ্যে।



বারাসত শিমুলতলা শ্রীকৃষ্ণপুর সাংস্কৃতিক চক্রের পুজো উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। রয়েছেন সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য, বিধায়ক পীযূষ কানোড়িয়া, লেক কালীবাড়ির সেবায়েত নিতাই বসু, বিজেপি নেতা দীপঙ্কর চক্রবর্তী প্রমুখ। বৃহস্পতিবার। ছবি: আজকাল

নতুন শিল্পনীতি ঘোষণা রাজ্যের ১ লক্ষ কোটির বিনিয়োগ কয়েক মাসেই: মুখ্যমন্ত্রী

সব্যসাচী সরকার

নতুন শিল্পনীতি ঘোষণা করল রাজ্য সরকার। বৃহস্পতিবার শিল্পনীতি ঘোষণার দিনই মুখ্যমন্ত্রী জানিয়ে দিলেন, আগামী কয়েক মাসে ১ লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগ আসবে। সেই সঙ্গে তিনি জানান, শিল্পের জন্য জমি সরকার কিনবে। ল্যান্ডব্যাঙ্ক গড়বে। শিল্পের নিরাপদ পরিবেশ বজায় রাখার কথাও তিনি এদিন বলেছেন। শিল্পনীতি নিয়ে রাজ্যের ভাবনা এদিন তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'আমরা সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে রাজ্যে শিল্প-বান্ধব পরিবেশ গড়তে চাই। কর্মসংস্থান বাড়াতে চাই।' এদিন মঞ্চ থেকে শিল্পপতিদের উদ্দেশেও বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেছেন, 'যাঁদের বিরুদ্ধে ইডি বা সিবিআইয়ের মামলা আছে বা ব্যাঙ্কের টাকা আত্মসাৎ কিংবা জালিয়াতির অভিযোগ রয়েছে, তাঁদের সঙ্গে কাজের সম্পর্ক থাকবে না। ব্যক্তিগত সৌজন্য ও প্রশাসনিক বিষয় এক নয়। সামনে দেখা হলে নমস্কার, হ্যালো বলব, কিন্তু ওয়ার্কিং রিলেশন রাখা সম্ভব নয়।'

এদিন ইকো পার্কে আয়োজিত শিল্পনীতি ঘোষণার অনুষ্ঠানে ছিলেন শিল্পমন্ত্রী তাপস রায়, অর্থমন্ত্রী ড. স্বপন দাশগুপ্ত, স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ শারদ্বত মুখার্জি, পরিবহণমন্ত্রী অর্জুন সিং, পর্যটনমন্ত্রী ড. শঙ্কর ঘোষ, শিল্প-বাণিজ্য দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী মৌমিতা মিশ্র বিশ্বাস।

● এরপর ৭ পাতায়

এক নজরে

- জমি কিনে ল্যান্ড ব্যাঙ্ক
- বিনিয়োগে সর্বোচ্চ ১২০ শতাংশ আর্থিক সহায়তা
- বড় শিল্প ও মেগা প্রকল্পে ইপিএফ
- কারখানায় তোলাবাজি করলে ১৫ মিনিটে থানায়
- বন্ধ ও রুগ্‌ণ শিল্প পুনরুজ্জীবনে বিশেষ ছাড়
- পরিবেশ-বান্ধব বিদ্যুতে ছাড়
- ১৫টি বিশেষ শিল্পকে গুরুত্ব
- প্রতি ১৫ দিন অন্তর আলোচনা করবেন মুখ্যসচিব
- পুনর্নবীকরণযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে সারচার্জ মকুব



ছবি: সংগৃহীত

- শিল্পপতিদের সহায়তার জন্য ৫ হাজার কোটি টাকা ইনসেন্টিভ
- অনলাইন আবেদন, কাজ হবে সময় বেঁধে
- খুশি বণিক-মহল





আজকাল

৪৬ বর্ষ ২২১ সংখ্যা ১৯ কার্তিক ১৪৩৩ শুক্রবার ৬ নভেম্বর ২০২৬

প্রিয়রঞ্জনের স্বপ্ন

প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি উত্তরবঙ্গ থেকে এসে বাংলার রাজনীতি জগতে বড় জায়গা নিয়েছিলেন। প্রথমে ছাত্রনেতা, তারপর যুবনেতা, তারপর কংগ্রেস দলের নেতা। অসাধারণ সংগঠক। ছাত্র-যুব নেতা হিসেবে টিম তৈরি করেছেন, কংগ্রেসের ক্ষমতায় ফেরার ক্ষেত্রে যাঁরা বড় ভূমিকা নিয়েছিলেন। দুর্দান্ত বাগ্মী। জনসভায়, লোকসভায়, সেমিনারে— সর্বত্র তাঁর বক্তৃতা শোনার মতো ছিল। লোকসভায় তাঁর বক্তৃতা শুনে বিপক্ষ দলের সাংসদরাও মুগ্ধ হতেন। ছাত্র-যুবনেতা হিসেবে তাঁর সহযোগীদের অনেকের বিরুদ্ধে ১৯৭২-৭৭ সালে 'গুন্ডামি'র গুরুতর অভিযোগ ছিল। কেউ কখনও এ বিষয়ে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে পারেননি। যে-কোনও মিছিলে হাজার হাজার কর্মীকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে তাঁর জুড়ি ছিল না। ব্যক্তিগত ভাবেও তাঁর রসিকতা থাকত ভরপুর। কেন্দ্রে মন্ত্রী হিসেবে থাকার সময়ে দক্ষতা ছিল প্রশ্নাতীত। দুর্নীতির সামান্যতম অভিযোগ কেউ তুলতে পারেননি। শেষ দিকে জীবন্মৃত থাকায় মানুষ দুঃখ পেয়েছেন। স্ত্রী দীপা শূন্যস্থান কিছুটা ভরাট করলেও, রায়গঞ্জে প্রিয়র অভাব সবটা পূরণ করা কারও পক্ষে সম্ভব ছিল না। অনেক রাজনীতিক ক্রীড়া সংস্থার নেতৃত্বে এসেছেন। কিন্তু সর্বভারতীয় ফুটবল সংস্থার সভাপতি হিসেবে তিনি ছিলেন অনন্য। জাতীয় দল জিতলে মাঠে তাঁর উল্লাস ছিল সাধারণ সমর্থকদের মতো। অনেক স্বপ্ন ছিল তাঁর। একটা হল, রায়গঞ্জে যেন এইমস হয়। বাম মুখ্যমন্ত্রী, কেন্দ্রে নিজের দলের মন্ত্রী, সবার কাছে দরবার করেছেন। হয়নি। সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ঘোষণা করলেন, রায়গঞ্জে হবে এইমস। প্রিয়রঞ্জন দেখে যেতে পারলেন না, কিন্তু তাঁর দীর্ঘলালিত স্বপ্ন পূরণ হল। আবার মনে পড়ছে তাঁর কথা।

প্রিয় সম্পাদক

অগ্নিপরীক্ষা

চাই সবুজ বাজি। এ দাবি আজকের নয়, বেশ কয়েক বছর আগে থেকেই একটা ধুম উঠেছে। বিগত কয়েক বছরে সরকারি ও প্রশাসনিক স্তরে কিছু পদক্ষেপ করা হয়েছিল বটে, তবে তা যে যথেষ্ট ছিল না বলাই বাহুল্য। পুলিশ-প্রশাসনের সতর্কতা এবং সবুজ বাজি ব্যতীত অন্য যে কোনও বাজির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের নির্দেশিকা অধিকাংশ সময়েই মাঠে মারা গিয়েছে। কালীপুজো আসন্ন, তাই শহর বা শহরতলি তো বটেই, একটু দূরের গ্রামাঞ্চলেও দেদার বিকিয়েছে 'বিষাক্ত' বাজি। সেভাবে রাশ টানা যায়নি শব্দবাজারি দৌরাত্ম্যেও। কালীপুজো বা তার আগে পরের দু'-চারদিন রাত যত বেড়েছে, পাল্লা দিয়ে পুড়েছে বিকট শব্দের চকোলেট বোমা, দোদোমা বা কালীপটকা। এবারও কি সেই ছবিই দেখতে চলেছি আমরা, নাকি নতুন সরকার আসার পর পরিস্থিতি অনেকটাই পাল্টে যাবে? রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের কাছে কিন্তু এবার সত্যিই অগ্নিপরীক্ষার মতোই হতে যাচ্ছে।



● *তরুণ সেনগুপ্ত*
বেদিয়াপাড়া, দমদম

হয়ে উঠলেন ঘরের মেয়ে

নিঝুম হেমন্তের ঝিম-ধরা হিমেল রাতে দেবী কালিকার আরাধনা সম্পন্ন হয়ে থাকে এ বঙ্গে। তাই বাংলা পঞ্জিকা অনুসারে কার্তিকী-অমাবস্যার এ তিথি বড়ই পবিত্র। বাংলার এবং আপামর বাঙালির অন্যতম প্রাণের উৎসব কালীপুজো। মা করালবদনা, রক্তলোলুপা কিন্তু একইসঙ্গে তিনি অভয়প্রদায়িনী। শাক্ত মতে, চতুর্ভুজা দেবীর পুজো হয়ে থাকে। তিনি শক্তির প্রতিভূ। দশভুজা দেবী দুর্গার আরেক রূপ। কিন্তু, আম-বাঙালির কাছে উমার মতোই এই উগ্রচণ্ডী দেবী কালিকাও কখন যেন ঘরের মেয়ে হয়ে গিয়েছেন। অসুরদলনী মায়ের আরাধনায় আমরা প্রতি বছর ওই একটা দিনেই ব্রতী হই, তা কিন্তু নয়। বঙ্গীয় বর্ষপঞ্জীর নানা তিথিতে দেবী কালিকার পুজোর চল রয়েছে। রটন্তী কালীপুজো, ফলহারিণী কালীপুজো, এছাড়াও কৌশিকী অমাবস্যাতেও শক্তিময়ী দেবীর উপাসনায় নিবিষ্ট হন ভক্তকুল। তবে, দীপান্বিতা কালীপুজোর মাহাত্ম্য একটু হলেও অন্যরকম। সাধারণত, আমরা কালীপুজো বলতে কার্তিকের এই তিথিকেই বুঝে থাকি। গোটা বাংলায় দিনটি প্রবল উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে পালিত হয়ে থাকে। শুভশক্তির জয়, অশুভের বিনাশ-বার্তা ঘোষিত মায়ের শাণিত খড়্গের রক্তলোলুপ হুঙ্কারে। এ বঙ্গের নানা প্রসিদ্ধ কালীমন্দির ছাড়াও অজস্র বারোয়ারি পুজোমণ্ডপেও ভক্তিপূর্ণ শ্রদ্ধায় মায়ের আরাধনা হয়ে থাকে। এবারের উৎসবেও তার কোনও ব্যতিক্রম ঘটবে না। তবে, সাম্প্রতিক চোরবাগানের মর্মান্তিক মৃত্যু-মিছিলের কথা স্মরণ করে শহর বা সংলগ্ন শহরতলির বড় পুজোগুলোর ভিড় সামলানোর বিষয়ে আরও ভাল প্রস্তুতি নেওয়াও কিন্তু খুব জরুরি।

কালীপুজো এল বলে



● *শৌর্য রায়চৌধুরি*
সাঁতরাগাছি, হাওড়া

কোথায় হারাল সেই সব রাত?

কালীপুজোর রাতটা ছোটবেলায় আমাদের কাছে অপার্থিব ভাললাগার জন্ম দিত। এর পিছনে অন্যতম বড় কারণ ছিল, মামার বাড়িতে গিয়ে অন্য ভাই-বোনদের সঙ্গে দেদার বাজি ফাটানো। মহড়া চলত অন্তত হপ্তাদুয়েক আগে থেকেই। কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো মিটতেই পাড়ার হরেনদা-র মুদিখানার দোকানে গিয়ে 'বাজি কবে আনবে' বলে তাড়া দেওয়া শুরু হত। ওদিকে, বাড়িতে বাবা-মায়ের রক্তচক্ষু— 'পুজো মিটে গেছে, এবার মন দিয়ে পড়তে বোস। নইলে ডিসেম্বরের ফাইনাল পরীক্ষায় লবডঙ্কা নিশ্চিত।' শুনে একটু যে ভয়-ভয় করত না, সে বললে সত্যের অপলাপই হবে! তবুও বইয়ের ফাঁক থেকে আমাদের নৈহাটির পুরনো বাড়ির জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেই মনটা কেমন উড়ু-উড়ু করত। হেমন্তের সোনাঝরা রোদ, আকাশের গায়ে কার যেন ঢেলে দেওয়া নীল কালির দোয়াত আর বিকেল হলেই ঝুপ করে অন্ধকার নেমে ঠান্ডা হাওয়ার ঝাপটা— সবটা মিলিয়ে প্রকৃতিদেবীও এ সময়টাতে কেমন যেন একটা 'ম্যাজিক' করে চলেন। যাই হোক, পড়াশোনার বিপুল (!) চাপ সামলে কালীপুজোর দিন সাতেক আগে বাবার সঙ্গে গিয়ে বাজি-বাজার করে বাড়িতে ফিরতাম। তারপর চলত সেগুলো রোদ্দুরে দেওয়া। আচমকা আকাশ একটু মেঘলা হলে দুদ্দাড় দৌড়ে বাজিগুলোকে তুলে এনে নিরাপদ জায়গায় রেখে দেওয়ার কাজটাও সারতে হত যত্ন করেই। অবশেষে, সেই কালীপুজোর রাত। মামাবাড়িতে দীপান্বিতা লক্ষ্মীপুজোর পর্ব সারা হলেই আমরা ভাই-বোনেরা সটান তিনতলার ছাদে। ঘণ্টাদু'য়েক টানা বাজি ফাটানোর পর আমাদের ঘরে ফেরাত বড়দের বকুনি। তারপর লক্ষ্মীপুজোর ভোগ-প্রসাদ খেয়ে মামার বাড়িতেই রাতটা কাটিয়ে দেওয়া। জীবনে সবকিছু ফিরে-ফিরে আসে। সময় কখনও ফেরে না। কিন্তু আবারও যদি ফিরে পেতাম সেই হারিয়ে যাওয়া কালীপুজোর রাতগুলোকে!



● *দীপায়ন বসু*
ব্যারাকপুর, উঃ ২৪ পরগনা

উৎসবে সতর্ক থাকুন

কালীপুজো একেবারেই দোরগোড়ায়। কয়েকটি বিনম্র প্রস্তাব —

(১) প্রশাসন কর্তৃক নির্দেশিত আতসবাজি ব্যবহারের সময়সীমা অনুসরণ করা হোক এবং সেই সঙ্গে অবশ্যই মহামান্য আদালত কর্তৃক নির্ধারিত শব্দকম্পাঙ্ক নিয়ন্ত্রিত হোক।

(২) ঘরে ঘরে আলোকসজ্জার জন্য গ্রামবাংলা থেকে আগত মাটির প্রদীপ যতটা সম্ভব বেশি ব্যবহৃত হোক।

(৩) পশুপাখিদের শরীরে আতসবাজি নিক্ষেপ থেকে বিরত থাকা হোক।

(৪) বহুতল বাড়ির দোতলা, তিনতলা থেকে চলার পথে আতসবাজি ছুড়ে দেওয়া অমার্জনীয় অপরাধ।

(৫) রকেট-ফানুস জাতীয় আতসবাজি জনবহুল এলাকায় না ব্যবহার করাই শ্রেয়।

(৬) অতি কম্পাঙ্কের বাজি ব্যবহারের ক্ষেত্রে পুলিশের সঙ্গে সঙ্গে জনগণেরও সচেতন থাকা বাঞ্ছনীয়!

(৭) মণ্ডপে মণ্ডপে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা জোরদার করা হোক।

(৮) মণ্ডপে প্রাথমিক চিকিৎসার প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সুরক্ষিত থাকুক।

(৯) বৈদ্যুতিক তারের অবস্থান থেকে আতসবাজির ব্যবহারের ব্যাপারে সচেতন থাকা আবশ্যক।

(১০) বিশেষ করে ছোটদের গতিবিধি এবং কী ধরনের আতসবাজি ব্যবহার করবে, সে ব্যাপারে অভিভাবকরা সতর্ক থাকুন।



● *বিশ্বজিৎ কর*
গড়িয়া, কলকাতা

চিঠি লিখুন ইমেলেও priyo_sampadak@aajkaal.net

নির্দেশ নির্বাচন কমিশনের
আলাদা হল ফর্ম-৬ এবং এসআইআর ঘোষণাপত্র

আজকালের প্রতিবেদন
দিল্লি, ৫ নভেম্বর

অবশেষে অনলাইনে ফর্ম-৬ থেকে এসআইআর ঘোষণাপত্র আলাদা ডি-লিঙ্ক করার সিদ্ধান্ত কার্যকর করল নির্বাচন কমিশন। সমস্ত রাজ্যেই এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে। এমনকী, যে সমস্ত রাজ্যে এসআইআর প্রক্রিয়া চলছে সেই সমস্ত রাজ্যেও এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে বলে জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন।

এই বিষয়টি ২৬ অক্টোবর সুপ্রিম কোর্টে হলফনামা দিয়ে জানিয়েছিল নির্বাচন কমিশন। এসআইআর ঘোষণাপত্রের সঙ্গে ফর্ম-৬ যুক্ত করা নিয়ে আগে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন অন্য দুই নির্বাচন কমিশনার। সংশোধিত নিয়ম অনুযায়ী, ভোটার তালিকায় নাম তোলার জন্য প্রয়োজনীয় অনলাইন আবেদনের সঙ্গে দিতে হবে না। এবার থেকে পৃথক ভাবে ঘোষণাপত্র জমা দিতে হবে নাগরিকদের। যে সমস্ত রাজ্যে এসআইআর প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে, সেখানে ইতিমধ্যেই ফর্ম-৬ পৃথক করা হয়েছে। ১৬ মে, কোনও আনুষ্ঠানিক বদল না করেই এসআইআর ঘোষণাপত্রকে ফর্ম-৬-এর সঙ্গে যুক্ত করার সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছিলেন নির্বাচন কমিশনার বিবেক যোশি। ১৩ আগস্ট আরেক নির্বাচন কমিশনার সুখবীর সিং সান্ধু এসআইআর ঘোষণাপত্রের সঙ্গে ফর্ম-৬ যুক্ত করার সিদ্ধান্তকে অবৈধ এবং অনুমোদনহীন বলে মন্তব্য করেন। ২৬ সেপ্টেম্বর কমিশনের ফুল বেঞ্চ সিদ্ধান্ত নেয়, যে সমস্ত রাজ্যে এসআইআর পর্ব চলছে সেখানে এই ঘোষণাপত্র প্রযোজ্য হবে। তবে যেখানে এসআইআর পর্ব শেষ হয়েছে সেখানে ঘোষণাপত্রের সঙ্গে ফর্ম-৬ যুক্ত হবে না। একই ভাবে ২১ অক্টোবর কমিশন সিদ্ধান্ত নেয় যে, অনলাইন আবেদনে ৬ এবং এসআইআর ঘোষণার বিষয়টি পৃথক করে দেওয়া হবে। তারপরেই বিষয়টি কমিশনের তরফে আনুষ্ঠানিক ভাবে সুপ্রিম কোর্টকে হলফনামায় তা জানানো হয়।

এদিকে, বুধবারই নির্বাচন কমিশন নতুন একটি আদেশ জারি করেছে। তাতে কমিশন বলেছে, তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল সীমা খান্না তাঁর নিজের বিভাগের সব ফাইল পাঠাবেন সিনিয়র ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার পবনকুমার শর্মার মাধ্যমে। ৪ নভেম্বর কাজের বরাদ্দ-সংক্রান্ত একটি আদেশে এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, এই আদেশ জারি হওয়া মাত্র কার্যকর হবে। এর জেরে ২০২৫ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর তারিখের আদেশে আংশিক বদল করা হল। তিন মাস আগে কমিশনের এমন একটি নির্দেশের জেরে দুই নির্বাচন কমিশনার উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন এবং বিষয়টি ক্যাবিনেট সচিব টি ভি সোমনাথনের কাছে উত্থাপন করেছিলেন। বুধবার সেই বিষয়েই নতুন নির্দেশ জারি করল কমিশন। এই আদেশে ডিরেক্টর জেনাকেল আইটি সীমা খান্নার কাজে নজরদারি ফেরানো হল, যা গত ২৮ জুলাই প্রত্যাহার করা হয়েছিল।

বিধায়ক পদ খারিজের মামলা ফিরল হাইকোর্টে

আজকালের প্রতিবেদন
দিল্লি, ৫ নভেম্বর

বিদ্রোহী শিবিরে যোগ দেওয়া তৃণমূলের ১০ বিধায়কের পদ খারিজ নিয়ে বিধানসভার স্পিকারকে দ্রুত সিদ্ধান্তের নির্দেশ দেওয়ার দাবিতে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করেছিল তৃণমূল। সেই মামলা কলকাতা হাইকোর্টকে শুনতে বলল শীর্ষ আদালত। তৃণমূল বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের দায়ের করা মামলাটি খারিজ করে দিয়ে তাঁকে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হতে নির্দেশ দিল প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চ।

এদিনের শুনানিতে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের আইনজীবীর উদ্দেশে বলে, 'আমাদের মনে হয় মামলাকারীর আইনজীবীর কলকাতা হাইকোর্টে যাওয়া উচিত। মামলাকারীকে কলকাতা হাইকোর্টে ফের আবেদন করার স্বাধীনতা দিয়ে এই পর্বে আমরা মামলাটি খারিজ করছি। মামলাটি তালিকাভুক্ত করে দ্রুত শুনানি ও নিষ্পত্তির জন্য আমরা কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিকে অনুরোধ করছি।' শোভনদেবের আইনজীবী জানান, জুলাইয়ে স্পিকারের কাছে আবেদন করা হয়েছিল। পাঁচ মাস কেটে গেছে, কিন্তু এখনও কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি। যাতে ফের বিষয়টি আদালতের চার দেওয়ালে আটকে না পড়ে, সেই ব্যাপারেও হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চকে নির্দেশ দেওয়ার আবেদন জানান।

ট্রাকভর্তি নথি নিয়ে কমিশনে ঋতব্রত

বৃহস্পতিবার ৬টির বেশি ট্রাকে লক্ষাধিক নথিপত্র নিয়ে দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত ব্যানার্জি। এদিন দুপুরে ট্রাকভর্তি নথি পৌঁছোয় তাঁর সাউথ অ্যাভিনিউয়ের বাড়িতে। পাশাপাশি, ঋতব্রত নিজে দীর্ঘ সময় তাঁর আইনজীবীদের সঙ্গে আলোচনা করেন। সমস্ত নথিপত্র নিয়ে এসে কমিশনে জমা দেওয়া তাঁদের মূল উদ্দেশ্য বলে জানিয়েছেন তিনি।

সেনসেক্স বাড়ল ২,০০৯ পয়েন্ট

সংবাদ সংস্থা
মুম্বই, ৫ নভেম্বর

দীপাবলির আগে শেয়ার বাজারে সুচকের রোশনাই। বৃহস্পতিবার সেনসেক্স বেড়েছে ২,০০৯ পয়েন্ট। পৌঁছে গেছে ৭৯,৩১০.০১ পয়েন্টে। একই দিনে নিফটি ৫৭৬ পয়েন্ট বেড়ে পৌঁছেছে ২৪,৫৩৬.৬০-এ। গত ছ'দিনে সেনসেক্স বেড়েছে ৬,০৬৩.৯৮ পয়েন্ট। নিফটি বেড়েছে ১,৮৩৭.৭৫ পয়েন্ট। বুধবার বিদেশি প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা কিনেছে ৭,২৪৮.০৩ কোটি টাকার শেয়ার। বুধবার মার্কিন শেয়ার বাজারে লাফ দিয়েছে ডাউ জোন্স, এস অ্যান্ড পি এবং নাসডাক কম্পোজিট সূচক। ইওরোপের শেয়ার বাজারও ছিল চাঙ্গা। বিশ্ববাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম কমা, মার্কিন মধ্যবর্তী নির্বাচনের ফলের জেরে ইরান যুদ্ধের নিষ্পত্তির আশাতেই চাঙ্গা শেয়ার বাজার। তবে উৎসবের মুখে বুধবারের পর বৃহস্পতিবারও বেড়েছে সোনার দাম।

আটকের ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই আদালতে পেশ করতে হবে

আজকালের প্রতিবেদন
দিল্লি, ৫ নভেম্বর

সরকারি ভাবে খাতায়-কলমে গ্রেপ্তারি নয়, কোনও অভিযুক্তকে আটক করার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই আদালতে হাজির করতে হবে। খাতায়-কলমে গ্রেপ্তারির ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আদালতে তোলার বিষয়টি ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ৫৬ ধারার পরিপন্থী বলে জানিয়ে দিল বিচারপতি উজ্জ্বল ভুঁইয়া এবং বিচারপতি অতুল এস চান্দুরকরের বেঞ্চ।

নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

দীর্ঘ সময় আটক করে রাখা গ্রেপ্তারি নয়, ইদানীং কালে আইনের রক্ষকদের এই তত্ত্ব খারিজ করে দিয়েছেন বিচারপতিরা। কোনও মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন করা যাবে না বলে জানায় শীর্ষ আদালত। আদালতের বক্তব্য, গ্রেপ্তারি এবং আটক করে রাখার মধ্যে কোনও কৃত্রিম বিভাজন তৈরি করা চলবে না। শীর্ষ আদালতের বক্তব্য, গ্রেপ্তারির আগে আটক করে রাখার বিষয়টি ২৪ ঘণ্টা সময়সীমার বাইরে হতে পারে না। গ্রেপ্তার এবং আটক দুই শব্দ এবং পরিস্থিতিকেই এক ভাবে বিবেচনা করতে হবে। কারণ, আদালত জানায় ভারতের সংবিধানে গ্রেপ্তারির বাইরে আটক বলে কোনও শব্দকে অনুমোদন দেয়নি। দুই পরিস্থিতিকে আলাদা করলে সমস্যা তৈরি হবে বলে জানায় শীর্ষ আদালত।

মাদক পাচার সংক্রান্ত একটি মামলায় চারজনের জামিন খারিজ করে দেয় ত্রিপুরা হাইকোর্ট। ২০২৫ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর বেলা দুটো নাগাদ তাদের আটক করে পুলিশ। যদিও তাদের খাতায়-কলমে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে ৩০ সেপ্টেম্বর বেলা ১১টায়। আদালতের মন্তব্য, ২৯ সেপ্টেম্বর বেলা দুটোর পর থেকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই তাদের আদালতে হাজির করা উচিত ছিল। কারণ আদালতের যুক্তি, কোনও বিচারবিভাগীয় হস্তক্ষেপ ছাড়াই তাদের ১৮ ঘণ্টার বেশি সময় হেফাজতে রাখা হয়েছে। এই পদক্ষেপটি সংবিধানের ২২(২) ধারাকে লঙ্ঘন করে। তাদের মুক্তির নির্দেশ দেয় শীর্ষ আদালত।

দিল্লিতে বহুতল ধসে মৃত ২

বৃহস্পতিবার পুরনো দিল্লির চাওরি বাজার এলাকায় নির্মীয়মাণ একটি তিনতলা ভবন ধসে পড়েছে। এই ঘটনায় দু'জনের মৃত্যু হয়েছে, আহত চারজন। পুলিশের আশঙ্কা ধ্বংসস্তূপের নীচে আরও অনেকে আটকে থাকতে পারেন। পুলিশ জানিয়েছে, সকাল ৯টা ৫০ মিনিট নাগাদ চাওরি বাজার মেট্রো স্টেশনের কাছে গলি সিতারা এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে। প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, দিল্লি ফায়ার সার্ভিস (ডিএফএস)-এর উদ্ধারকারী দল ধ্বংসস্তূপ থেকে দুটি দেহ উদ্ধার করেছে। আগেই স্থানীয়রা চারজনকে হাসপাতালে নিয়ে যান। মৃত দু'জন হলেন কিশোরী (৪০) ও সঞ্জিত (৪৫)। তাঁরা মান্ডাওয়ালি এলাকার রেলওয়ে কলোনির বাসিন্দা। নির্মাণস্থলে শ্রমিক হিসেবে কাজ করতেন।

শারদ পাওয়ার স্থিতিশীল

এনসিপি (এসপি) প্রধান শারদ পাওয়ারের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল। বৃহস্পতিবার এক চিকিৎসক এই খবর জানিয়েছেন। ৮৫ বছর বয়সি এই প্রবীণ রাজনীতিবিদ বুকে সংক্রমণ নিয়ে বুধবার মুম্বইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে ভর্তি হন। এর কয়েক ঘণ্টা আগে তিনি পুনের একটি মাল্টিস্পেশ্যালিটি হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছিলেন। সেখানে তিনি ২ নভেম্বর ভর্তি হয়েছিলেন। পরে কিছু পরীক্ষার জন্য তাঁকে নতুন করে ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। হাসপাতালের এক চিকিৎসক সাংবাদিকদের বলেন, 'শ্বাসতন্ত্র ও বুকে সংক্রমণের কারণে বুধবার পাওয়ারকে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁর অবস্থা এখন স্থিতিশীল।' তিনি আরও জানান, প্রাক্তন এই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ব্রঙ্কাইটিসের মতো রোগের অসুস্থতায় ভুগছেন।

ইরান ইস্যুতে ট্রাম্পের অবস্থানে নজর বিশ্বের

সংবাদ সংস্থা
ওয়াশিংটন, ৫ নভেম্বর

ইরান যুদ্ধের কারণেই মধ্যবর্তী নির্বাচনে হেরেছেন। এখন মানছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। আরও জোর দিয়ে মানছেন ভাইস প্রেসিডেন্ট ভান্স। কংগ্রেসে গরিষ্ঠতা নেই। এবার তা হলে ইরান নিয়ে কী করবেন ট্রাম্প, এটাই সবচেয়ে আলোচিত বিষয়।

ফল বেরোনোর পর ট্রাম্প বলেছেন, 'যুদ্ধের জন্যই মূলত হার হয়েছে। কারণ গ্যাসোলিনের দাম একটু বেড়ে গিয়েছিল। তবে ইরানে যুদ্ধ যদি আমাকে আবার করতে হয়, তা হলে আবারও করব।' মানে ভান্সের সঙ্গে একমত হয়েও একমত নন তিনি। অন্য দিকে, দীর্ঘ পোস্টে ভান্স লিখেছেন, 'ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, জীবনধারণের খরচ বেড়ে যাওয়া, আমেরিকা প্রথম নীতির অভাব, ইজরায়েলের সঙ্গে আমেরিকার সম্পর্ক— এগুলোই রিপাবলিকানদের শোচনীয় পরাজয়ের জন্য দায়ী।' মানে ইরান যুদ্ধই হারের মূল কারণ একথা মেনে নিয়েছেন ভান্স। প্রশ্ন উঠছে এভাবে যুদ্ধের বিরোধিতা করে ভান্স ২০২৯-এ প্রেসিডেন্ট পদে দাঁড়ানোর জমি তৈরি করছেন কি না। ঠিক এখানেই ভান্সকে মোক্ষম কটাক্ষ করেছেন ট্রাম্প। বলেছেন, 'হয়তো উনি নির্বাচনে দাঁড়াবেন না। জানিনা কারা দাঁড়াবেন। তবে যুদ্ধ প্রসঙ্গে আমি একথা বলতে পারি যে, আমি অন্য কিছুই করতাম না।' এর মানে, যুদ্ধের প্রশ্নে তিনি অনমনীয়। ভাঙলেও মচকাবেন না।

একটি সূত্রের অনুমান, ৩ তারিখে ভোটের ফলের পর ট্রাম্প হয়তো আবারও কোমর বেঁধে যুদ্ধে নামবেন। কারণ যুদ্ধ চালিয়ে গেলেও এখন তাঁর রাজনৈতিক ভাবে নতুন করে হারাবার কিছু নেই।

সমস্যা জটিল করেছে রেড সি-র পরিস্থিতি। হুথিরা ইয়েমেনের নাগরিক ও সৌদি-পরিকাঠামোর ওপর হামলা করেই চলেছে। হুথিদের পেছনে প্রচ্ছন্ন মদত রয়েছে ইরানের। এই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসতে ইরানে রক্ষণাত্মক হামলা চালিয়ে যেতে পারেন ট্রাম্প।

উচ্ছ্বসিত ইরান

মধ্যবর্তী নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের রিপাবলিকান পার্টি ধরাশায়ী । এই ঘটনায় আরও আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছেন ইরানের নেতারা। বুধবার ইরানে এজন্য উচ্ছ্বাস দেখা গেছে। ইরানের প্রধান আলোচক তথা পার্লামেন্টের স্পিকার মহম্মদ বাকের কালিবাফ বুধবার সমাজমাধ্যমে লেখেন, 'আমেরিকার মানুষ যুদ্ধকে না বলেছেন। আমরাও তাঁদের এই বার্তাকে সমর্থন করছি।'

ইজরায়েলে আইজেনকটকে সমর্থন আরব দলের জোটের

সংবাদ সংস্থা
তাইবে (ইজরায়েল), ৫ নভেম্বর

কোনও ভাবেই আর নেতানিয়াহুকে ইজরায়েলের শাসকের আসনে বসানো যাবে না। বদ্ধপরিকর আরব দলগুলো। আর তাই এতদিন যা ছিল অকল্পনীয়, তারই তদবির করছে তারা। ইহুদি দলগুলোর সঙ্গে হাত মেলানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে। এবং সরকার গড়তে নেতানিয়াহুর প্রতিদ্বন্দ্বী, ইজরায়েলের প্রাক্তন সেনাপ্রধান এবং ইয়াশার পার্টির প্রধান গাদি আইজেনকটকে সমর্থনের কথা ঘোষণা করেছে। প্রেসিডেন্ট আইজ্যাক হারজগের কাছে সেই প্রস্তাব নিয়ে যাবে আরব জয়েন্ট লিস্ট। আরব জয়েন্ট লিস্টের এক শীর্ষ নেতা আহমেদ টিবির বক্তব্য, 'এই দাগি সরকারকে সরাতে অতীতে যা কখনও হয়নি, তাই হবে। আমরা সেভাবেই এগোচ্ছি।' তবে বিষয়টি খুব একটা সহজ হবে না। কারণ, ইহুদি দলগুলো ইরান, গাজায় চলা যুদ্ধ থামাতে উদ্যোগী হবে কি না, তা নিয়ে ধন্দ আছে।

হারানো 'লাড্ডু' খুঁজে দিলে ১ লক্ষ

হারানো 'লাড্ডু' খুঁজে দিলে ১ লক্ষ টাকা পুরস্কার। 'লাড্ডু' উড়ে গেছে। আফ্রিকান গ্রে প্রজাতির এই তোতাপাখিটিকে খুঁজে পেতে সাহায্যকারী ব্যক্তির জন্য ১ লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছে বরোদায় তার শোকার্ত পরিবার। উদ্বিগ্ন পারিখ পরিবার জানিয়েছে, পাখিটি 'নিজে নিজে খেতে পারে না'। জেসিকা পারিখ লাড্ডুকে নিজের সন্তানের মতোই দেখাশোনা করতেন। তিনি বলেন, 'আমার কাছে সে কেবল একটি তোতাপাখি ছিল না। সে ছিল আমার চোখের মণি।' তিনি জানান, ৩১ অক্টোবর সন্ধে ৭টা থেকে পাখিটি নিখোঁজ রয়েছে। ছ'মাস বয়সি এই পুরুষ তোতাপাখিটিকে তাঁরা পুনের এক ব্রিডারের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছিলেন।

ইরানকে সাহায্যের অভিযোগে ট্রাম্পের রোষে ভারতীয় দম্পতি

সংবাদ সংস্থা
ওয়াশিংটন, ৫ নভেম্বর

আমেরিকার বিধিনিষেধ উপেক্ষা করে ইরানকে তেল বিক্রিতে সাহায্য করেছেন অভিযোগে এক ভারতীয় দম্পতির বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা চাপাল মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সরকারের অর্থ দপ্তর। বিধিনিষেধ অমান্য করে ইরানের বিমান পরিবহণে সাহায্য করায় তুরস্কের ফুগো গ্রাউন্ড সার্ভিসেস ইন্সের ওপরও নিষেধাজ্ঞা চাপিয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন। ইরান তেল বিক্রির অর্থে আমেরিকা ও ইজরায়েলের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। পাতে মারতে ইরানের তেলের ব্যবসা বন্ধ করতে এগিয়েছেন ট্রাম্প। 'অপারেশন ইকনমিক আউটকাস্ট' নিষেধাজ্ঞা চাপিয়েছে আমেরিকা। সেসব অগ্রাহ্য করে গোপনে সমুদ্রপথে ইরানের তেলের জাহাজ চলাচলে সাহায্য করার অভিযোগে ভারতীয় দম্পতি সুনীলকুমার শর্মা, তাঁর স্ত্রী জসপ্রীত প্রীতি শাহিদ, তাঁদের সংস্থার আরও দুই ভারতীয় নাগরিক এবং শর্মার সঙ্গে যুক্ত আরও নয়টি প্রতিষ্ঠানের ওপর নিষেধাজ্ঞা চাপিয়েছে ট্রাম্প সরকার। আমেরিকার ট্রেজারি দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে, 'ইরানের তেল পরিবহণের কারণে বেশ কয়েকটি জাহাজকে কালো তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। ভুয়ো পতাকা, ভুয়ো শংসাপত্র ব্যবহার করে পরিকল্পিত ভাবে নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত ওই জাহাজে ইরানের তেল পরিবহণে সাহায্য করেছিল অভিযুক্তরা।

তথ্য

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গবেষণা করে প্রথম 'পিএইচডি' পেয়েছিলেন ড. হরেন্দ্রকুমার মুখার্জি।

দে মু

আজকাল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে অরুণকুমার ঘোষ কর্তৃক বি পি-৭, সেক্টর-৫, বিধাননগর, কলকাতা-৭০০০৯১ ও অফিস ব্লক, জি-২১২, সিটি সেন্টার, শিলিগুড়ি-৭৩৪০১০ থেকে প্রকাশিত এবং আজকাল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, বি পি



পশ্চিমবঙ্গ বিনিয়োগ প্রসার নীতি, ২০২৬-এর

উদ্বোধন করেছেন

শ্রী শুভেন্দু অধিকারী

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ

শ্রী তাপস রায়

মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী,
শিল্প, বাণিজ্য ও উদ্যোগ বিভাগ,
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

শ্রীমতী মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র

মাননীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী,
শিল্প, বাণিজ্য ও উদ্যোগ বিভাগ,
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

এক নজরে নীতি

নীতিটি ৯ মে ২০২৬ থেকে কার্যকর বলে গণ্য হবে।

পশ্চিমবঙ্গ এমন বিনিয়োগ চায়, যা কর্মসংস্থান তৈরি করে, মূল্য সংযোজন করে এবং প্রতিটি জেলায় পৌঁছায়। এই নীতি কর্মসংস্থানকে সবার আগে রাখে, যেখানে প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি সেখানে বেশি সহায়তা দেয়, এবং নির্দিষ্ট সময়সীমা মেনে চলতে সরকারকে দায়বদ্ধ করে।

সবার আগে কর্মসংস্থান

এই নীতিতে প্রতিটি নতুন কর্মসংস্থানের জন্য সুবিধা আছে। ইপিএফ-এ নিয়োগকর্তার অংশের একাংশ রাজ্য প্রতিপূরণ করবে, আর মহিলাদের কর্মসংস্থানের জন্য সুবিধা দেবে সবচেয়ে বেশি।

সম্প্রসারণ করা ইউনিটকেও নতুন কর্মসংস্থান যোগ করতে হবে, এবং কর্মরত মহিলাদের হস্টেলের জন্য রাজ্য অনুদান দিতে পারে।

১০০%
এমএসএমই-তে মহিলা ও রূপান্তরকামী কর্মীদের জন্য, ১০ বছর যাবৎ (পুরুষদের জন্য ৫০%)

৭৫%
২০০-র বেশি কর্মী আছে এমন পরিষেবা ইউনিটে মহিলাদের জন্য, ৫ বছর যাবৎ (পুরুষদের জন্য ৫০%)

৫০%
অগ্রাধিকার এলাকায় অন্তত ২০০ জন বা অন্যত্র ৪০০ জন কর্মী আছে এমন বৃহৎ ইউনিট এবং কৌশলগত ও মেগা প্রকল্পে, ৫ বছর যাবৎ

এই নীতির আওতাভুক্ত

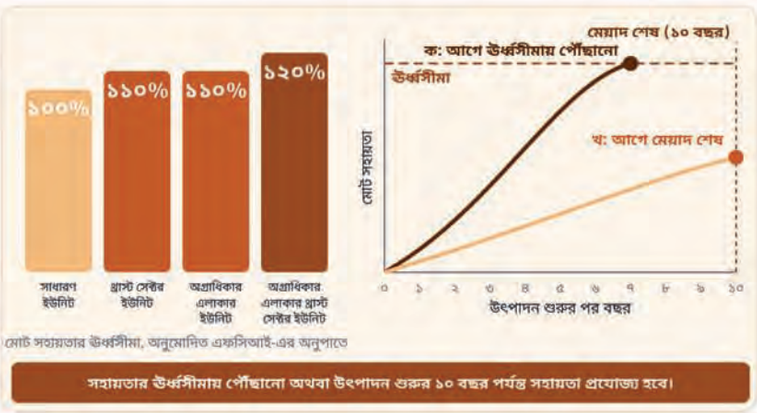
- **ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি উদ্যোগ (এমএসএমই)**
- **বৃহৎ ইউনিট:** বড় উৎপাদনকারী ও অন্যান্য ব্যবসা
- **কৌশলগত ও মেগা প্রকল্প:** খুব বড় বা কৌশলগত প্রকল্প
- **পরিষেবা ইউনিট:** আইটি, স্বাস্থ্যসেবা, পর্যটন, আর্থিক পরিষেবা, শিক্ষা ইত্যাদি
- **বর্তমান ইউনিট,** যারা সম্প্রসারণ বা বৈচিত্র্যকরণ করতে চায়
- **অলাভজনক প্রতিষ্ঠান,** এবং **রুগ্ন বা বন্ধ ইউনিট**

সহায়তার পরিমাণ

কোনও ইউনিট মোট কত সহায়তা পাবে, তার ঊর্ধ্বসীমা স্থির হবে প্ল্যান্ট ও যন্ত্রপাতিতে তার বিনিয়োগের (অনুমোদিত এফসিআই) অনুপাতে:

১০০%	১১০%	১২০%
সাধারণ ইউনিট	থ্রাস্ট সেক্টর ইউনিট, অথবা অগ্রাধিকার এলাকার ইউনিট	অগ্রাধিকার এলাকার থ্রাস্ট সেক্টর ইউনিট

সহায়তা ঊর্ধ্বসীমায় পৌঁছালে, অথবা উৎপাদন শুরুর **১০ বছর** পরে, **যেটিই আগে হোক,** সহায়তা বন্ধ হবে। বার্ষিক সীমাও প্রযোজ্য। পরিষেবা ইউনিট সহায়তা পায় **৫ বছর**। কৌশলগত ও মেগা প্রকল্পের জন্য বেশি সহায়তা অনুমোদন করা যেতে পারে।



মোট সহায়তার ঊর্ধ্বসীমা, অনুমোদিত এফসিআই-এর অনুপাতে

সহায়তার ঊর্ধ্বসীমায় পৌঁছানো অথবা উৎপাদন শুরুর ১০ বছর পর্যন্ত সহায়তা প্রযোজ্য হবে।

উৎপাদনকারী ও অন্যান্য ইউনিটের জন্য

- **এসজিএসটি**-র ক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তা
- ৫ বছর পর্যন্ত **বিদ্যুৎ শুল্ক** প্রতিপূরণ
- প্রকল্পের জমির ক্ষেত্রে **স্ট্যাম্প ডিউটি** প্রতিপূরণ
- **গবেষণা ও উন্নয়নে সহায়তা**
- **এমএসএমই-র জন্য:** ঋণের সুদ ও নতুন প্রযুক্তিতে সহায়তা

পরিষেবা ইউনিটের জন্য

পাঁচ বছরের জন্য আলাদা সুবিধা:

- **এসজিএসটি**-র ক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তা
- **ইপিএফ** সহায়তা
- **বিদ্যুৎ শুল্ক** প্রতিপূরণ
- লিজ নেওয়া জায়গার জন্য **ভাড়ার সহায়তা**

কোনও ইউনিট এই সুবিধা অথবা উৎপাদনকারী ইউনিটের সুবিধা, যেকোনও একটি নেবে, দুটি নয়।

অগ্রাধিকার এলাকা

রাজ্যের কম শিল্পায়িত মহকুমাগুলি, যা শিল্প ও পরিকাঠামোর একটি সূচকের ভিত্তিতে চিহ্নিত।

এখানকার ইউনিটগুলি বেশি সহায়তা পাবে: বেশি ঊর্ধ্বসীমা, ইপিএফ সহায়তার জন্য কম কর্মীসংখ্যার শর্ত, এবং পরিষেবা ইউনিটের জন্য অতিরিক্ত সুবিধা।

তালিকাটি প্রতি তিন বছরে পর্যালোচনা করা হবে।
এই মানচিত্রটি শুধুমাত্র নির্দেশক।



থ্রাস্ট সেক্টর

নীতির পরিশিষ্ট ৩-এ তালিকাভুক্ত ক্ষেত্রগুলি থ্রাস্ট সেক্টরের অন্তর্ভুক্ত। এই ক্ষেত্রগুলির ইউনিটের জন্য বেশি ঊর্ধ্বসীমা ধার্য।

- সেমিকন্ডাক্টর ও ইলেকট্রনিক্স
- গ্রিন হাইড্রোজেন ও বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ
- উদীয়মান ডিজিটাল প্রযুক্তি
- বৈদ্যুতিক যান ও ব্যাটারি
- প্রতিরক্ষা
- খাদ্য ও সামুদ্রিক পণ্য প্রক্রিয়াকরণ (পশু ও মাছের খাদ্যসহ)
- বস্ত্র
- বায়োটেক, ফার্মা ও চিকিৎসা সরঞ্জাম
- গুরুত্বপূর্ণ খনিজ প্রক্রিয়াকরণ
- অটোমোবাইল উৎপাদন
- গবেষণা ও উন্নয়ন
- স্পেশালিটি স্টিল
- পেট্রোকেমিক্যালস
- বিমান শিল্প
- জাহাজ নির্মাণ ও মেরিটাইম প্রশিক্ষণ

কৌশলগত ও মেগা প্রকল্প

তিনটি শর্তের **যেকোনও দুটি** পূরণ করলে প্রকল্পটি যোগ্য:

- বিনিয়োগের পরিমাণ
- কৌশলগত ক্ষেত্র
- একর-প্রতি অন্তত ৫০টি কর্মসংস্থান

৩টির মধ্যে যেকোনও ২টি

- এই প্রকল্পগুলি **প্রকল্পভিত্তিক বিশেষ সুবিধার** জন্য আবেদন করতে পারে।
- অত্যন্ত বড় প্রকল্পগুলি রাস্তা, জল ও বিদ্যুৎ সংযোগের জন্যও সহায়তা পেতে পারে।

অলাভজনক প্রতিষ্ঠান

অলাভজনক ভিত্তিতে পরিচালিত হাসপাতাল, মেডিক্যাল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও অনুরূপ প্রতিষ্ঠান, সিএসআর তহবিলে চলা প্রতিষ্ঠানসহ।

₹১০০ কোটি+	রাজ্যে বিনিয়োগ
২৫%	পরিষেবা-ক্ষমতা প্রজ্ঞাপিত গোষ্ঠীর জন্য বিনামূল্যে
১০০% পর্যন্ত	স্ট্যাম্প ডিউটি ছাড়

এছাড়া জমির চরিত্র বদল (কনভার্সন) ফি মকুব এবং নেট মিটারিং।

রুগ্ন ও বন্ধ ইউনিটের পুনরুজ্জীবন

এনসিএলটি-অনুমোদিত পরিকল্পনার অধীন ইউনিট, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা এবং রাজ্যের সহায়তাপ্রাপ্ত ইউনিট পাবে:

- নেট মিটারিং
- বিশেষ বিদ্যুৎ সহায়তা
- জমির ঊর্ধ্বসীমায় ছাড়
- রিলিফ আন্ডারটেকিং মর্যাদা
- নির্দিষ্ট পুনরুজ্জীবন সেল

নীতির অন্যান্য সুবিধার অতিরিক্ত হিসেবে।

আর্থিক সুবিধার বাইরে অন্যান্য সুবিধা

সবুজ বিদ্যুৎ

ওপেন অ্যাক্সেস ও নেট মিটারিং চালু। মার্চ ২০৩০ পর্যন্ত জমা পড়া আবেদনের ক্ষেত্রে ওপেন অ্যাক্সেসে সবুজ বিদ্যুতের সারচার্জ মকুব হবে।

১০০%
মকুব, পশ্চিমবঙ্গে উৎপাদিত হলে

৫০%
মকুব, রাজ্যের বাইরে উৎপাদিত হলে

পরিকাঠামো

অনুমোদিত এফসিআই ₹১,০০০ কোটির বেশি হলে, প্রতিটির জন্য রাজ্য অনুমোদিত এফসিআই-এর ১০% পর্যন্ত অর্থ জোগাতে পারে।

১০%
প্রকল্পের ভিতরের সুবিধার জন্য

১০%
প্রকল্পের সীমানা পর্যন্ত সংযোগের জন্য

ল্যান্ড ব্যাংক ও ক্লাস্টার সুবিধা

- জিআইএস-ম্যাপ করা ল্যান্ড ব্যাংক
- প্রকাশিত মানদণ্ডে, অনলাইন আবেদনের মাধ্যমে জমি বরাদ্দ
- ব্রাউনফিল্ড জমি ও প্রজ্ঞাপিত শিল্প করিডরকে অগ্রাধিকার
- ক্লাস্টারে কমন ফেসিলিটির জন্য সহায়তা

কর্মপদ্ধতি

অনলাইনে আবেদন
সিঙ্গল উইন্ডো পোর্টালে একটিই আবেদন

→ **৩০ দিন**
সার্টিফিকেট অফ ইনটেন্ট (CoI), যাতে শর্তাবলি স্থির হয়ে যায়

→ **৪৫ দিন**
সার্টিফিকেট অফ এলিজিবিলিটি (CoE), উৎপাদন শুরুর পরে

→ **৩০ দিন**
দাবি মঞ্জুর, এবং টাকা সরাসরি ইউনিটের অ্যাকাউন্টে

→ **বিজ বাডি**
বড় প্রকল্পের জন্য নির্দিষ্ট আধিকারিক, এবং মুখ্যসচিবের মাসিক পর্যালোচনা

- সহায়তা দেওয়া হবে একটি **নির্দিষ্ট তহবিল** থেকে।
- নীতির পরবর্তী সংশোধনে ইতিমধ্যে স্থির হওয়া **সুবিধা কমানো হবে না**।
- আবেদন, অনুমোদন ও অর্থপ্রদান যতদূর সম্ভব **ফেসলেস** পদ্ধতিতে হবে।

শিল্প, বাণিজ্য ও উদ্যোগ বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ICA-D1717(23)/2026

emami LIMITED

CIN: L63993WB1983PLC036030

রেজি. অফিস: ইমামি টাওয়ার, ৬৮৭ অনন্তপুর, ই. এম. বাইপাস, কলকাতা ৭০০ ১০৭, পশ্চিমবঙ্গ, ওয়েবসাইট: www.emamild.in

emami GROUP

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও অর্ধ-বার্ষিক সময়ের অনিরীক্ষিত সমন্বিত আর্থিক ফলাফল

(সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়্যারমেন্টস) রেগুলেশন ২০১৫ মাফিক)

একক ও সমন্বিত ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের পূর্ণাঙ্গ বয়ান স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটগুলোতে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট http://www.emamiltd.in-এ পাওয়া যাচ্ছে। নিচে দেওয়া কিউআর কোডটি স্ক্যান করেও এটি দেখা যাবে।

কিউ ২ অব ২৭			
একীকৃত	₹কোটিতে		বৃদ্ধি
আয়	১০৮৮	↑	৩৬%
ইবিআইডিটিএ	২৪৫	↑	২৩%
পিবিটি	১৯৪	↑	২৯%

তারিখ: ৫ নভেম্বর, ২০২৬
স্থান: কলকাতা

বোর্ডের তরফে
এইচ ভি আগরওয়াল
ভাইস চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর



মানুষকে প্রাকৃতিকভাবে স্বাস্থ্যবান ও সুন্দর করে তুলছে

JSW Dulux

জেএসডব্লু ডিউলাক্স লিমিটেড

(পূর্বতন অ্যাকজো নোবেল ইন্ডিয়া লিমিটেড)

CIN: L24292WB1954PLC021516

রেজিস্টার্ড অফিস: ৮০১এ, সাউথ সিটি বিজনেস পার্ক, ৭৭০, আনন্দপুর, ই এম বাইপাস, ফর্টিস হাসপাতালের কাছে, কলকাতা- ৭০০১০৭ • ফোন: ০৩৩ ২২২৬ ৭৪৬২ • ই-মেল: jswdulux.investor@jsw.in • ওয়েবসাইট: www.jswdulux.com

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত স্বতন্ত্র ও পুঞ্জীভূত আর্থিক ফলাফলের সংক্ষিপ্তসার

(মিলিয়ন টাকার অঙ্কে, শেয়ার-পিছু তথ্য বাদে)

বিবরণ	স্বতন্ত্র			পুঞ্জীভূত		
	সমাপ্ত ত্রৈমাসিক		সমাপ্ত বছর	সমাপ্ত ত্রৈমাসিক		সমাপ্ত বছর
	৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬	৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫	৩১ মার্চ, ২০২৬	৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬	৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫	৩১ মার্চ, ২০২৬
	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত
কারবার থেকে মোট আয়	৯,৬৪৩.৩১	৮,৩৫৩.৩২	৩৬,৩২৫.০০	৯,৬৪৩.৩১	৮,৩৫৩.৩২	৩৬,৯৭৬.৮৭
ব্যতিক্রমী ও করের আগে কারবার থেকে মুনাফা/ ক্ষতি	৮৮৭.৪৩	৯৭৭.১১	৪,৫৩৪.০০	৮৮৮.৪৩	৯৭৮.১১	৫,১৯৬.০০
সংশ্লিষ্ট মেয়াদের নিট মুনাফা	৭১২.২৬	১৬,৮২৬.৬৯	১৯,১৭৭.০০	৭১৪.১৮	১৬,৮২৭.৯৪	১৯,৭৩৭.৮৭
আদায়ীকৃত ইকুইটি শেয়ার মূলধন (প্রতিটি শেয়ারের অভিহিত মূল্য ₹১০/-)	৪৫৫.৪০	৪৫৫.৪০	৪৫৫.৪০	৪৫৫.৪০	৪৫৫.৪০	৪৫৫.৪০
শেয়ার-পিছু বুনিয়াদি ও মিশ্রিত আয় (বার্ষিকীকৃত নয়)	১৫.৬৩	৩৬৯.৫০	৪২১.১০	১৫.৬৮	৩৬৯.৫২	৪৩৩.৪২

টীকা:

১) অনিরীক্ষিত স্বতন্ত্র ও পুঞ্জীভূত আর্থিক ফলাফলের বিবৃতিটি যথাক্রমে ৩ নভেম্বর, ২০২৬ ও ৪ নভেম্বর, ২০২৬ আয়োজিত নিজ নিজ সভায় অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচিত এবং পরিচালন পর্ষদ দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে। ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ সমাপ্ত ত্রৈমাসিকে ও অর্ধ বর্ষের এই পরিসংখ্যানগুলি বিধিবদ্ধ অডিটরদের সীমিত পর্যালোচনা সাপেক্ষ হয়েছে।

২) কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে প্রতিটি ফেস ভ্যালুর ₹১০/- থেকে প্রতিটি ফেস ভ্যালুর ₹১/- কোম্পানির ইকুইটি শেয়ারের সাব ডিভিশন (স্প্লিট) অনুমোদন করেছে। সেইমতো, ₹১০/- প্রতিটি শেয়ার প্রতিটি ₹১/- ১০ ইকুইটি শেয়ারে উপবিভক্ত করা হয়েছে। এই উপবিভক্ত রেকর্ড তারিখ ২২ অক্টোবর, ২০২৬ থেকে কার্যকর হবে।

৩. এটি সেবি (লিস্টিং অ্যান্ড আদার ডিসক্লোজার রিকোয়্যারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩ মোতাবেক স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে পেশ করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ খতিয়ানের সংক্ষিপ্তসার। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের পূর্ণ বয়ান এনএসই ও বিএসই-এর যথাক্রমে www.nseindia.com ও www.bseindia.com-সহ কোম্পানির ওয়েবসাইটেও (www.akzonobel.co.in / www.jswdulux.com) উপলব্ধ রয়েছে।

স্থান: মুম্বই
তারিখ: ৪ নভেম্বর, ২০২৬

পরিচালন পর্ষদের জন্য ও তরফে
রাজীব রাজগোপাল
জয়েন্ট ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং সিইও

Chola
Enter a better life

চোলামণ্ডলম ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ফিনান্স কোম্পানি লিমিটেড

কর্পোরেট অফিস: 'চোলা ক্রেস্ট', সি৫৪ এবং ৫৫, সুপার বি-৪, থিরু ভি ক ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, গিণ্ডি, চেন্নাই-৬০০০৩২, ভারত
রিজিওনাল অফিস: ৫৫ এবং ৫৫/১, চৌরঙ্গি রোড, ৪ নং ফ্লোর, চৌরঙ্গি কোর্ট, রবীন্দ্র সদনে নেহরু চিলড্রেনস মিউজিয়ামের বিপরীতে, কলকাতা-৭০০০৭১, পশ্চিমবঙ্গ

রুল ৮(১)-এর অধীনে প্রতীকী দখল বিজ্ঞপ্তি

যেহেতু:

মেসার্স চোলামণ্ডলম ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ফিনান্স কোম্পানি লিমিটেড-এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩-সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ [এখানে এর পরে 'উক্ত অ্যাক্ট' হিসেবে উল্লিখিত]-এর ১৩(১২) ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে এখানে নীচে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের পাশে লেখা তারিখ সংবলিত দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন যার মাধ্যমে উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পাওনা অর্থাঙ্ক ও উদ্ভূত সুদ আদায় দেওয়ার জন্য নীচে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতাগণ-এর প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল।

উক্ত ঋণগ্রহীতাগণ দাবিকৃত অর্থাঙ্ক আদায় দিতে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতাগণ এবং জনসাধারণের প্রতি এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত রুলসের রুল ৮-সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩(৪) ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে এখানে নীচে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের পাশে লেখা তারিখে কোম্পানির কাছে বন্ধক প্রদত্ত নিম্নবর্ণিত সম্পত্তির **প্রতীকী দখল** নিয়েছেন।

বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ এবং জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা নিম্নোক্ত সম্পত্তি নিয়ে কোনও প্রকার লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং উক্ত সম্পত্তি নিয়ে যে কোনও ধরনের লেনদেন নীচে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের পাশে উল্লিখিত অর্থাঙ্ক, তদুপরি সুদ ও অন্যান্য চার্জ সমেত **মেসার্স চোলামণ্ডলম ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ফিনান্স কোম্পানি লিমিটেড**-এর প্রতি দায় সাপেক্ষ হবে।

উক্ত সিকিউরিটাইজেশন অ্যাক্টের ১৩(৮) ধারাধীনে বিক্রির প্রজ্ঞাপন জারির আগে যাবতীয় মাশুল, চার্জ ও খরচ সমেত বকেয়া অর্থাঙ্ক পুরোপুরি প্রদান করে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ সুরক্ষিত পরিসম্পদ ছাড়িয়ে নিতে পারবেন।

লোন অ্যাকাউন্ট নং: ML01JDK00000075312 **ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা :** **১. চিন্ময়ী সিং (আবেদনকারী)** বাংলোপাড়া, আমতা, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭১১৪০১ **২. নীলকার সিং (সহ-আবেদনকারী)** গ্রাম ও থানা- আমতা, পাড়া- আমতা বান্দরপাড়া, পোঃঅঃ- আমতা, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭১১৪০১ **৩. মেসার্স সিং ফার্নিচার (সহ-আবেদনকারী),** গ্রাম ও থানা- আমতা, পাড়া- আমতা বান্দরপাড়া, পোঃঅঃ- আমতা, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭১১৪০১ **৪. মেসার্স সিং স' মিল (সহ-আবেদনকারী),** গ্রাম ও থানা- আমতা, পাড়া- আমতা বান্দরপাড়া, পোঃঅঃ- আমতা, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭১১৪০১	**স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ:** সামান্য কমবেশি ১০ ডেসিমেল মাপের জমি, তৎসহ আবাসিক-তথা-বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার্য কাঠামোর অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা- আমতা, দাগ নং ৬০ (আর এস) ও ৯৫ (এল আর), এল আর খতিয়ান নং ৭৯১১, থানা- আমতা, জেলা- হাওড়া, পিন-৭১১৪০১। **সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা:** উত্তর- দিলীপ পাত্রের গোডাউন; দক্ষিণ- দোকানঘর; পূর্ব- রাস্তা; পশ্চিম- ড্রেন।	**দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ: ১২.০৮.২০২৬** **বকেয়া অর্থাঙ্ক:** **₹৩৭,৩১,৭৫৮.০০** (সাইত্রিশ লক্ষ একত্রিশ হাজার সাতশো আটান্ন টাকা মাত্র), **১২.০৮.২০২৬** অনুযায়ী, তৎসহ পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ **প্রতীকী দখলের তারিখ:** **০৪.১১.২০২৬**
লোন অ্যাকাউন্ট নং: X0HEGKL00002738048 ও X0HEGKL00002830791 **ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা :** **১. জীবন লাল শর্মা (আবেদনকারী)** প্রযত্নে সোনালাল শর্মা ১৮, জনতা সরণি, উত্তরপাড়া, কোতরং, হিন্দমোটর, হুগলি, শ্রীরামপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭১২২৩৩ **২. শোভা শর্মার সকল আইনি উত্তরাধিকারী (সহ-আবেদনকারী)** প্রযত্নে জীবন লাল শর্মা, ১৮, জনতা সরণি, উত্তরপাড়া, কোতরং, হিন্দমোটর, হুগলি, শ্রীরামপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭১২২৩৩ **৩. জয়ন্ত শর্মা (সহ-আবেদনকারী),** প্রযত্নে জীবন লাল শর্মা, ১৮, জনতা সরণি, উত্তরপাড়া, কোতরং, হিন্দমোটর, হুগলি, শ্রীরামপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭১২২৩৩ **৪. মেসার্স শর্মা ডেভেলপার্স (সহ-আবেদনকারী)** ১৫, জনতা সরণি, হুগলি, শ্রীরামপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭১২২৩৩ **৫. মেসার্স বিউটি ক্লিনিক (সহ-আবেদনকারী)** ৩৫ এন এস অ্যাভিনিউ, শ্রীরামপুর, হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ-৭১২২০১ **৬. মেসার্স মিনি প্যারাডাইস সেলুন (সহ-আবেদনকারী)** ১৫, জনতা সরণি, হুগলি, শ্রীরামপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭১২২৩৩	**স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ:** **সম্পত্তি ১:** উপরিস্থিত কাঠামো সহ ৪ কাঠা, ২ ছটাক, ২৯ বর্গফুট জমির অবিভক্ত আনুপাতিক অংশ সহ বিল্ডিংয়ের গ্রাউন্ড ফ্লোরে ২১৬০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়ার দোকান এবং গ্রাউন্ড ফ্লোরে ৭৮০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়ার ফ্ল্যাট এবং ফার্স্ট ফ্লোরে ২০৪০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়ার ফ্ল্যাট ও থার্ড ফ্লোরে ৩১৮৯ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়ার ফ্ল্যাটের সমগ্র, মৌজা কোতরং, জে এল নং ৮, আর এস নং ১৭৬৩, তৌজি নং ১৭১, খতিয়ান নং ১২৩৭, আর এস দাগ নং ১০৭৮, আর এস খতিয়ান নং ১২৭০, আর এস দাগ নং ১০৭৬, এল আর খতিয়ান নং ৩১৫/১, এল আর দাগ নং ১৫৬৭, হোল্ডিং নং সাবেক ১৪/১, হাল ১৮, জনতা সরণি, থানা উত্তরপাড়া, উত্তরপাড়া কোতরং পুরসভার ওয়ার্ড নং ৪। **চৌহদ্দি:** উত্তর: ১৫, জনতা সরণি; দক্ষিণ: অন্যদের সম্পত্তি; পূর্ব: অন্যদের সম্পত্তি; পশ্চিম: ১০ ফুট চওড়া জনতা সরণি। **সম্পত্তি ২ :** উপরিস্থিত কাঠামো সহ ৪ কাঠা, ১৩ ছটাক জমির অবিভক্ত আনুপাতিক অংশ সহ বিল্ডিংয়ের সমগ্র সেকেন্ড ফ্লোর, থার্ড ফ্লোর ও সমগ্র ফোর্থ ফ্লোরের সমগ্র, প্রতিটি ফ্লোরের সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৩৭১৮ বর্গফুট, মৌজা শ্রীরামপুর, জে এল নং ১৩, আর এস প্লট নং ২৮৭৫, ২৮৭৪, খতিয়ান নং ১১৭৫, ২৭৩১, ৪৩২৭/৬, ৪৩২৭/৭, ৪৩২৭/৪, ৪৩২৭/৫, ৪৩২৭/২, ৪৩২৭/৩, এল আর প্লট নং ৩৫৬২, হোল্ডিং নং ৩৫, নেতাজি সুভাষ অ্যাভিনিউ, থানা শ্রীরামপুর, জেলা হুগলি, শ্রীরামপুর পুরসভার ওয়ার্ড নং ৭। **চৌহদ্দি:** উত্তর: নেতাজি সুভাষ অ্যাভিনিউ; দক্ষিণ: জি+৪ তলবিশিষ্ট বিল্ডিং; পূর্ব: দোতলা বাড়ি; পশ্চিম: দোতলা বাড়ি।	**দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ: ২৫.০৮.২০২৬** **বকেয়া অর্থাঙ্ক:** **₹২,১৩,৭৫,২৬৮.০০** (দুই কোটি তেরো লক্ষ পঁচাত্তর হাজার দুশো আটষট্টি টাকা মাত্র), **১৪.০৮.২০২৬** অনুযায়ী, তৎসহ পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ **প্রতীকী দখলের তারিখ:** **০৫.১১.২০২৬**
লোন অ্যাকাউন্ট নং: HE01ASA00000018139 **ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা :** **১. শুভজিৎ ঘোষ (আবেদনকারী)** প্রযত্নে সঞ্জীব কুমার ঘোষ ৯২/৬, বরেন্দ্র গলি মেন রোড, হালিশহর (পুরসভা), উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪৩১৩৪ **২. প্রীতি ঘোষ কর্মকার (সহ-আবেদনকারী),** প্রযত্নে শুভজিৎ ঘোষ ৯২/৬, বরেন্দ্র গলি মেন রোড, হালিশহর (পুরসভা), উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪৩১৩৪ **৩. মেসার্স ফুড গ্যালাক্সি রেস্টোর‍্যান্ট (সহ-আবেদনকারী)** ৯২/৬, বরেন্দ্র গলি মেন রোড, হালিশহর (পুরসভা), উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪৩১৩৪	**স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ:** ৪ কাঠা, ৬ ছটাক (কমবেশি) বা ৩১৫০ বর্গফুট জমির সমগ্র ও অবিচ্ছেদ্য অংশ, কভার্ড এরিয়া পাকা ৬০০ বর্গফুট, মৌজা হালিশহর, জে এল নং ৬, তৌজি নং ৩, এল আর খতিয়ান নং ১৩৫৩৪, খতিয়ান নং আর এস ৮৩৮৬, এল আর দাগ নং ১৬৩১, দাগ নং আর এস ১৩৬৩/১৬৬২, হোল্ডিং নং ৯২/১৩, থানা বীজপুর, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, বরেন্দ্র গলি মেন রোড, হালিশহর পুরসভার ওয়ার্ড নং ৬। **চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা:** উত্তর- ৮ ফুট চওড়া কমন প্যাসেজ; দক্ষিণ- গীতশ্রী বসুর সম্পত্তি; পূর্ব- ফুটবল মাঠ; পশ্চিম- দীপালি নন্দীর সম্পত্তি।	**দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ: ১২.০৮.২০২৬** **বকেয়া অর্থাঙ্ক:** **₹৪৫,৮১,০৭৬.০০** (পঁয়তাল্লিশ লক্ষ একাশি হাজার ছিয়াত্তর টাকা মাত্র), ১২.০৮.২০২৬ অনুযায়ী, তৎসহ পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ **প্রতীকী দখলের তারিখ:** **০৩.১১.২০২৬**

তারিখ: ০৬.১১.২০২৬
স্থান: কলকাতা (পশ্চিমবঙ্গ)

অনুমোদিত আধিকারিক
চোলামণ্ডলম ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ফিনান্স কোম্পানি লিমিটেড

AXIS BANK

অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেড

লোকাল অফিস: এসি মার্কেট বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ১, শেক্সপিয়র সরণি, কলকাতা-৭০০০৭১
রেজিস্টার্ড অফিস: 'ত্রিশূল', ৪র্থ তল, সমর্থেশ্বর মন্দিরের বিপরীতে, ল গার্ডেন, এল্লিসব্রিজ, আহমেদাবাদ-৩৮০০০৬

বিক্রয়ের জন্য নোটিস

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(৬)-এর সংস্থান সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধক প্রদত্ত/ দায়বদ্ধ ও সুরক্ষিত ঋণদাতার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা **বাস্তবিক দখল** নেওয়া নিম্নবর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি নিম্ন উল্লিখিত ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণের থেকে অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেডের নিম্ন উল্লিখিত অর্থাঙ্ক পুনরুদ্ধারের জন্য নিম্নবর্ণিত স্থাবর সম্পত্তিটি **'যেখানে আছে', 'যেমন আছে', 'যা কিছু আছে'** ভিত্তিতে ২৬.১১.২০২৬ তারিখে বিক্রি করা হবে। সংরক্ষণ মূল্য এবং বায়না জমা নিম্নে উল্লিখিত।

ক্রম নং	আদায়ীকৃত অর্থাঙ্ক	ঋণগ্রহীতার নাম এবং জামিনদারের নাম	বন্ধকী সম্পত্তি/সুরক্ষিত সম্পদ বিশদ	জানা দায় (যদি থাকে)*	ক. সংরক্ষণ মূল্য খ. ইএমডি গ. বিড বৃদ্ধি অর্থাঙ্ক
১	₹৩৫,৫২,২৫৭.৭৭/- (লোন অ্যাকাউন্ট নং পিএইচআরxxxxxxx৩২৫৬-এর অধীন ১৮.১০.২০২৫ অনুসারে বকেয়া (১৮.১০.২০২৫ পর্যন্ত সুদ সহ এই অর্থাঙ্ক)	**(১) মিঃ নীলমণি, (২) মিসেস সঞ্জনা সিং ৩) মিস অনামিকা চৌধুরি**	বিল্ডিংয়ের নিচের জমির অবিভক্ত সমানুপাতিক পরিবর্তনীয় অংশ সহ গ্রিনফিল্ড সিটি নামে পরিচিত কমপ্লেক্সে অবস্থিত জমির উপর নির্মিত হাউজিং প্রোজেক্টের অংশ ফেজ ৪ (এমআইজি)-এ ৩৩ নং ব্লকে টাইপ সি ক্লাসিকে ৭ম তলে স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট নং ৬সি এর সমগ্র, বিল্ট আপ এরিয়া ৮২৫ (আটশো পঁচিশ) বর্গফুট, যৌথ অংশের অবিভক্ত সমানুপাতিক পরিবর্তনীয় অংশ সহ যার মাপ ১০৭১ (এক হাজার একাত্তর) বর্গফুট সুপার বিল্ট এরিয়া তৎসহ গ্রাউন্ড ফ্লোরে পার্ক করার অধিকারের একটি ওপেন কার পার্কিং স্পেস নং এন২০৮, থানা মহেশতলা, হোল্ডিং নং ই৩-৩৯৮, ওয়ার্ড নং ১৪ (নতুন), মহেশতলা পুরসভার এলাকাধীন, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ।	সুরক্ষিত ঋণদাতার জানা নেই বিদ্যুৎ, রক্ষণাবেক্ষণ, কর, অপর কোনও বিধিবদ্ধ বকেয়া ও/বা দায় (যেমন প্রযোজ্য)-এর মতো অপ্রদত্ত চার্জাদির বিষয়ে ক্রেতাকেই নিশ্চিত হয়ে নিতে হবে।	ক. ₹৪৩,০৮,৮০০/- খ. ₹৪,৩১০০০/- গ. ₹১০,০০০/-

ইএমডি সমেত বিড/ টেন্ডার জমার শেষ তারিখ, সময় ও স্থান : ২৫.১১.২০২৬ সর্বশেষ বিকেল ৫টা পর্যন্ত
কলকাতায় প্রদেয় অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর অনুকূলে রাষ্ট্রায়ত্ত/ তপশিলি ব্যাঙ্ক-এর ডিডি/পিও আকারে ইএমডি জমা করতে হবে।
প্রকাশ্য ই-নিলামের তারিখ, সময় ও স্থান : ২৬.১১.২০২৬, সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১২টা ৫মিনিট অসীম সম্প্রসারণ সহ https://BidDeal.in-এ

বিক্রির বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য সুরক্ষিত ঋণদাতার ওয়েবসাইট **https://www.axisbank.com/auction-retail** এবং ব্যাঙ্কের অনুমোদিত সার্ভিস প্রোভাইডার মেসার্স ভ্যালু ট্রাস্ট ক্যাপিটাল সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড-এর **https://BidDeal.in** ওয়েব পোর্টাল দেখুন।
ব্যাঙ্কের অনুমোদিত সার্ভিস প্রোভাইডার **মেসার্স ভ্যালু ট্রাস্ট ক্যাপিটাল সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড**-এর **https://BidDeal.in** ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে এই নিলাম পরিচালিত হবে।
পরিদর্শনের মতো যে কোনও সহায়তার প্রয়োজন হলে আগ্রহী বিডাররা অনুগ্রহপূর্বক যে কোনও কাজের দিনে সকাল ৯টা ৩০ মিনিট থেকে বিকেল ৪টার মধ্যে ব্যাঙ্কের এই আধিকারিক মিঃ সন্তোষ বলবন্তরায় (ফোন নং ৯১৬৩৩৪৩৪৩৯)-এর সঙ্গে অফিসের কাজ চলার সময়সীমার মধ্যে যোগাযোগ করতে পারেন।

তারিখ: ০৬.১১.২০২৬, স্থান: কলকাতা

স্বা/- অনুমোদিত আধিকারিক, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেড

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda

গড়িয়াহাট রোড শাখা

পি ১৭এ চেম্পল টাওয়ার, আশুতোষ চৌধুরী এভিনিউ, বিড়লা মন্দিরের বিপরীতে, কলকাতা ৭০০০১৯

ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

অ্যানেক্সার 'এ'
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি; 'পরিশিষ্ট IV-A [রুল ৮(৬) ও ৯(১)-এর সংস্থানসমূহ দ্রষ্টব্য]

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৯(১)-এর সংস্থানসমূহ-সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে স্থাবর পরিসম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ), বন্ধকদাতা(গণ), জামিনদার(গণ)-এর জ্ঞাতার্থে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, নিম্নলিখিত অ্যাকাউন্টগুলির প্রেক্ষিতে এই ব্যাঙ্কের পাওনা পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে ব্যাঙ্ক অফ বরোদা, সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধক রাখা/দায়বদ্ধ এবং ব্যাঙ্ক অফ বরোদা, সুরক্ষিত ঋণদাতার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা দখল নেওয়া নিম্নবর্ণিত স্থাবর সম্পত্তিগুলি **'যেখানে যেমন আছে', 'যা কিছু আছে' এবং 'যেভাবে আছে'** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। ঋণগ্রহীতা/ বন্ধকদাতা/ জামিনদার/ সুরক্ষিত পরিসম্পদ/ বকেয়া অর্থাঙ্ক/ সংরক্ষণ মূল্য/ ই-নিলামের তারিখ ও সময়, বায়না জমা (ইএমডি) এবং বিড বাড়ানোর মূল্য (বিড গুণক) ইত্যাদি তথ্যাবলি এখানে নীচে উল্লেখ করা হয়েছে:

ক্রম/ লট নং	ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ)-এর নাম ও ঠিকানা	জানা দায় (যদি থাকে) সমেত স্থাবর / অস্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ	মোট বকেয়া	ই-নিলামের তারিখ ও সময়	সংরক্ষণ মূল্য ইএমডি অর্থাঙ্ক বিড বাড়ানোর মূল্য	দখলের প্রকৃতি (প্রতীকী/ বাস্তবিক)	সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ ও সময়
১.	**মেঃ অ্যামবিয়েন্স ইনডেকর প্রাঃ লিঃ,** ৩য় তল, ১৩ পিসি সরকার সরণি, গড়িয়াহাট মার্কেট, কলকাতা ৭০০০১৯। **শ্রী পরাশর চ্যাটার্জী,** ফ্ল্যাট নং ৮, ৫ম তলা, ৪০/১এ, গড়িয়াহাট রোড (দক্ষিণ), থানা লেক, পূর্বতন যাদবপুর, পোস্ট ঢাকুরিয়া, জেলা ২৪ পরগনা (দক্ষিণ), কলকাতা ৭০০৩০১ **শ্রীমতী সোমা চ্যাটার্জী,** ফ্ল্যাট নং ৮, ৫ম তলা, ৪০/১এ, গড়িয়াহাট রোড (দক্ষিণ), থানা লেক, পূর্বতন যাদবপুর, পোস্ট ঢাকুরিয়া, জেলা ২৪ পরগনা (দক্ষিণ), কলকাতা ৭০০৩০১ **শ্রী রাজর্ষি চ্যাটার্জী,** ফ্ল্যাট নং ৮, ৫ম তলা, ৪০/১এ, গড়িয়াহাট রোড (দক্ষিণ), পি.এস লেক, পূর্বতন যাদবপুর, পোস্ট ঢাকুরিয়া, জেলা ২৪ পরগনা (দক্ষিণ), কলকাতা ৭০০৩০১	কলকাতা পৌরসভার এক্তিয়ারভুক্ত প্রায় ৭ কাঠা ০৮ ছটাক জমির উপর অবস্থিত একটি বহুতল ভবনের ৫ম তলায় দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে (পশ্চিমমুখী) ৮ নং আবাসিক ফ্ল্যাট, যার আনুমানিক এসবিইউ এলাকা ১৪৫০ বর্গফুট, সাথে নিচতলায় প্রায় ৬০ বর্গফুট এসবিইউ এলাকা বিশিষ্ট একটি সার্ভেন্ট কোয়ার্টার এবং নিচতলায় প্রায় ১১০ বর্গফুট পরিমাপের একটি গাড়ি পার্কিং-এর জায়গা সহ সম্পূর্ণ সম্পত্তি, যা শ্রী পরাশর চ্যাটার্জী এবং শ্রীমতী সোমা চ্যাটার্জীর নামে রয়েছে। সম্পত্তিটির ঠিকানা ৪০/১এ, গড়িয়াহাট রোড (দক্ষিণ), অ্যাসেসর নং ২১০৯২১২০২৮৩০, ওয়ার্ড নং ৯২, পি.এস. লেক, পূর্বতন যাদবপুর, পোঃ ঢাকুরিয়া, জেলা ২৪ পরগনা (দক্ষিণ), কলকাতা ৭০০৩০১। **সীমানা:** উত্তরে গড়িয়াহাট রোডের অংশবিশেষ, দক্ষিণে কারমেল স্কুল, পূর্বে ফ্



নতুন শিল্পনীতি ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। রয়েছেন শিল্পমন্ত্রী তাপস রায়, অর্থমন্ত্রী ড. স্বপন দাশগুপ্ত। ইকো পার্কে, বৃহস্পতিবার। ছবি: আজকাল

১ লক্ষ কোটির বিনিয়োগ কয়েক মাসেই

● ৩ পাতার পর

ছিলেন মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়াল, মুখ্যমন্ত্রীর উপদেষ্টা সুব্রত গুপ্ত, শিল্পসচিব বন্দনা যাদব-সহ বিশিষ্টরা। এসেছিলেন শিল্পপতি হর্ষবর্ধন নেওটিয়া, সঞ্জয় বুধিয়া, ময়াঙ্ক জালান, উমেশ চৌধুরি, সিএস ধানুকা, রুদ্র চট্টোপাধ্যায়-সহ অনেকেই।

মুখ্যমন্ত্রী এদিন শিল্পপতিদের উদ্দেশে একটি লিখিত বার্তা দেন। তিনি সেখানে বলেছেন, 'আসুন, আমরা একসঙ্গে বাংলাকে স্বনির্ভরতার স্তম্ভ হিসেবে গড়ে তুলি এবং উন্নত ভারত গড়ি। আপনাদের সাফল্যই আমাদের সাফল্য। আমাদের সরকার সবসময় আপনাদের সঙ্গে থাকবে।' এদিন অনুষ্ঠান-মঞ্চে ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'শিল্পনীতি ঘোষণার আগে আমাদের বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে। এ রাজ্যে ২ কোটি শিক্ষিত বেকার ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কয়েক লক্ষ মানুষ রাজ্য ছেড়ে পরিযায়ী শ্রমিক হয়েছেন। বাম আমলে জঙ্গি ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের জন্য বহু শিল্প চলে গেছে। তারপর তৃণমূলের আমলে ভ্রান্ত শিল্পনীতির জন্য বাংলার শিল্প ধ্বংস হয়েছে। আগের সরকারের ল্যান্ড পলিসি না থাকার জন্য শিল্প আসেনি। ইতিমধ্যেই ৩৩ ব্যবসায়ীকে আমরা জমি দিয়েছি।' শিল্পনীতি ঘোষণার মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী দুটি স্লোগান দিলেন— 'ভয় আউট, ভরসা ইন' এবং 'ইনভেস্ট ইন বেঙ্গল, গ্রো উইথ বেঙ্গল'।

মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, 'প্রশাসনিক প্রতিশ্রুতির ১০০ ভাগ বাস্তবায়নের চেষ্টা হবে। ২০২৫ সালের প্রথম ছ'মাসের তুলনায় ২০২৬ সালে এখনও পর্যন্ত ৪ হাজার কোটি টাকা রাজস্ব বৃদ্ধি হয়েছে। বাংলা থেকে বিগত দিনে ২০ হাজার টাকা লুঠ হয়েছে। পাঁচ বছরের মধ্যে বাইরে চলে যাওয়া টাকা ঘরে ফেরাব। 'না খাউঙ্গা, না খানে দুঙ্গা'। দু'বছর আপনারা ধৈর্য ধরুন, আমাদের সরকার যে সঙ্কল্প করেছে, তা পালন করবে। কথা কম, কাজ বেশি— আমি এটাই মেনে চলি।' বিগত সরকারের কড়া সমালোচনা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, 'রাজ্যের বকেয়া ইনসেন্টিভ ৫০ হাজার কোটি টাকারও বেশি, যা রাজ্যের পক্ষে দেওয়া এই মুহূর্তে অসম্ভব। আগের সরকার কিছু করে গেলে এই অর্থের দায়ভার আমাদের বহন করতে হত না। কিছুই করেনি, সবাইকে প্রতারণা করেছে। প্রতি বছর দিলে এই অঙ্ক দাঁড়াত না। আমরা কৃষকদের ওপর গুলিও চালাব না, আর শিল্পপতিকে বলব না, আপনি জমি কিনে নিন। অনেক সরকারি জমি উদ্ধার করেছি। যদি কেউ জমি নিয়ে ফেলে রাখেন, আমরা তাঁর কাছ থেকে জমি নিয়ে নেব।' মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, 'বেদান্ত গোষ্ঠীকে জমি দেওয়া হবে। হরিণঘাটায় রিলায়েন্স কারখানা করবে। আমুল, শ্যাম স্টিল, অমিত মেটালিক্সের কাজ শুরু হয়ে গেছে। আনস্কিলডদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। আপনারা দু'বছর অপেক্ষা করুন, দেখুন আমরা কী করছি।' এদিন শিল্পমন্ত্রী তাপস রায় বলেন, 'সামনেই কালীপুজো। আজ বড় আনন্দের দিন। রাজ্যের তরফে বড় উদ্যোগ নেওয়া হল। রাজ্যের শিল্পায়নে আমাদের স্বর্ণযুগ ফিরিয়ে আনতে হবে। শিল্পপতিদের বলছি, যে-কোনও বিষয়ে আমাদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলুন। আমাদের এক জানলা নীতি তৈরি হয়েছে, কাজ করতে অসুবিধে হবে না।' এদিন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী কয়েকজন শিল্পপতির বক্তব্য মঞ্চে বসে শোনেন। তাঁদের বলেন, 'নিয়ম সবাইকে মেনে চলতে হবে। সরকার প্রশাসনিক স্তরে কড়া পদক্ষেপ করেছে। ট্র্যাফিক পুলিশের অবৈধ লেনদেন বন্ধ হয়ে গেছে। শিল্পপতিদেরও আইন মানতে হবে। অতিরিক্ত পণ্য পরিবহণ বা ওভারলোডিং করবেন না। তোলাবাজি রুখতে টোলফ্রি নম্বর রয়েছে। ফোন করবেন সমস্যায় পড়লে। ১৫ মিনিটের মধ্যে গ্রেপ্তার করা হবে।'

নতুন শিল্পনীতিতে যে বিষয়গুলি রয়েছে, তা হল নতুন কর্মসংস্থানের সুবিধে, এমএসএমই-তে মহিলা ও রূপান্তরকামী কর্মীদের জন্য ইপিএফে নিয়োগকর্তার অংশের একাংশ রাজ্য প্রতিপূরণ করবে ১০ বছর যাবৎ। পুরুষদের ক্ষেত্রে ৫০ শতাংশ। ২০০-র বেশি কর্মী আছে, এমন পরিষেবা ইউনিটে মহিলাদের জন্য ৫ বছর যাবৎ ৭৫ শতাংশ, পুরুষদের জন্য ৫০ শতাংশ এবং অগ্রাধিকার এলাকায় অন্তত ২০০ জন বা অন্যত্র ৪০০ জন কর্মী আছে, এমন বড় ইউনিট ও মেগা প্রকল্পে ৫ বছর যাবৎ ৫০ শতাংশ হারে ইপিএফে টাকা দেবে রাজ্য সরকার।

অ-লাভজনক ভিত্তিতে পরিচালিত হাসপাতাল, মেডিক্যাল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও ওই ধরনের প্রতিষ্ঠান, সিএসআর তহবিলে চলা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে অন্তত ১০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করতে হবে। বিনিময়ে ১০০ শতাংশ পর্যন্ত স্ট্যাম্প ডিউটি ছাড়, জমির চরিত্রবদলের ফি মকুব। থ্রাস্ট সেক্টরগুলি ইতিমধ্যেই চিহ্নিত করা হয়েছে। বৈদ্যুতিক গাড়ি ও ব্যাটারি, গ্রিন হাইড্রোজেন, ওষুধ, বস্ত্র, চিকিৎসা সরঞ্জামের ক্ষেত্রে বেশি সহায়তার সুযোগ রয়েছে।

শিল্পনীতিতে উচ্ছ্বসিত শিল্পমহল

আজকালের প্রতিবেদন

রাজ্য সরকারের শিল্পনীতি ঘোষণায় উচ্ছ্বসিত শিল্পমহল। প্যাটন ট্যাঙ্কের কর্ণধার সঞ্জয় বুধিয়া বলেছেন, 'এই শিল্পনীতি রাজ্যের শিল্প-মানচিত্রই বদলে দেবে। পাশাপাশি কর্মসংস্থান ও অনুসারী শিল্পের ক্ষেত্রেও জোয়ার আসবে। জমি আইনের সরলীকরণ, রুগ্‌ণ শিল্পের পুনরুজ্জীবন, জেলা স্তরে শিল্পকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও নতুন শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে আগ্রহ দেখিয়েছে সরকার। নির্দিষ্ট সময় বেঁধে কাজ হবে। এখন মনে হচ্ছে, এ তো শুধুমাত্র ট্রেলার, সামনে আরও কিছু আসছে। নতুন কাহিনি শুরু হল এবং তা এগিয়ে চলবে।'

রাজ্যের নতুন শিল্পনীতি প্রসঙ্গে অম্বুজা নেওটিয়া গ্রুপের চেয়ারম্যান হর্ষবর্ধন নেওটিয়া বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গের 'ইনভেস্টমেন্ট প্রোমোশন পলিসি, ২০২৬' রাজ্যের অর্থনৈতিক সম্ভাবনার ক্ষেত্রে বিনিয়োগ, শিল্পোদ্যোগ ও কর্মসংস্থানে রূপান্তরের জন্য অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক পদক্ষেপ। 'ইউনিফায়েড সিঙ্গল উইন্ডো' এবং দ্রুত ছাড়পত্র প্রদান ব্যবসায়ীদের নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাস জোগাবে। শিল্পের জন্য জমির অধিগ্রহণ ও বরাদ্দে স্বচ্ছ কাঠামো (যার মধ্যে রয়েছে জমি একত্রিতকরণ এবং অব্যবহৃত শিল্প জমির সদ্ব্যবহার) জমি পাওয়ার প্রক্রিয়া সহজতর করবে। উৎপাদন শুরুর সুনির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণের মতো পদক্ষেপ বিনিয়োগকে দ্রুত উৎপাদনমূলক কর্মকাণ্ডে রূপান্তরে সহায়তা করবে।'

মার্লিন গ্রুপের চেয়ারম্যান এবং ক্রেডাইয়ের সভাপতি সুশীল মোহতা বলেছেন, 'দুর্দান্ত যাত্রা শুরু হল। অদূর ভবিষ্যতে আমরা আরও কিছু আশা করছি। আমরা আশাবাদী, রাজ্য সরকার রিয়েল এস্টেটের ক্ষেত্রেও গুরুত্ব দেবে।

শিল্পপতি সিএস ধানুকা এদিন সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, পানাগড়ে এক হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে একটি নতুন ইউনিট খুলছেন তাঁরা।

এদিকে, রাজ্য সরকারের নতুন শিল্পনীতি নিয়ে আইআইএম ক্যালকাটা ইনোভেশন পার্ক বোর্ডের চেয়ারম্যান অজয় জৈন বলেছেন, 'এই শিল্পনীতি খুবই উৎসাহব্যঞ্জক। এর ফলে শুধুমাত্র বিনিয়োগই নয়, কর্মসংস্থান, নতুন উদ্ভাবন এবং অর্থনীতির ক্ষেত্রে বৃহত্তর দিগন্ত খুলে যাবে।'

জুপিটার ওয়াগনস লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর বিবেক লোহিয়া শিল্পনীতি নিয়ে বলেন, 'আমরা এই ঘোষণায় খুবই খুশি। জুপিটার ওয়াগনস কলকাতারই সংস্থা। বাংলা উন্নয়নের অন্যতম ভূমি। আগামী দিনে ৩ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগের পরিকল্পনা করেছি আমরা। ইতিমধ্যেই পুরুলিয়ায় ইন্টিগ্রেটেড ডিফেন্স ম্যানুফ্যাকচারিং সংস্থা কাজ করছে।' কেভেন্টার গ্রুপের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ময়াঙ্ক জালান বলেছেন, 'নির্দিষ্ট সময় ধরে কাজ, ওয়ান স্টপ পোর্টাল এবং আরও কিছু বিষয়, যা শিল্পনীতিতে ঘোষিত হয়েছে, এতে বাংলায় ব্যবসা এগিয়ে যাবে আরও।' জুপিটার ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেডের সিইও ধ্রুব শর্মা বলেছেন, 'আমরা এই শিল্পনীতিকে স্বাগত জানাই। জমি-সংক্রান্ত ইনসেন্টিভ, পরিকাঠামো গড়তে সহায়তা এবং বিদ্যুৎ ও স্ট্যাম্পের ক্ষেত্রে ডিউটি ছাড় বড় ঘোষণা।' পূর্তি রিয়েলটির ম্যানেজিং ডিরেক্টর মহেশ আগরওয়াল বলেছেন, 'এই শিল্পনীতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা।'

হোমস্টে-র জন্য নতুন পোর্টাল

আজকালের প্রতিবেদন

রাজ্যে হোমস্টে-র ব্যবসায় আবেদন ও অনুমোদনপত্র পাওয়া এবার আরও সহজ হল। পর্যটন দপ্তর নিয়ে এল নতুন 'হোমস্টে পোর্টাল'। https://wbtourism.gov.in/home-stay লিঙ্কে গিয়ে হোমস্টে করার আবেদন জমা দেওয়া থেকে ছাড়পত্র পাওয়া পর্যন্ত— পুরো প্রক্রিয়া অনলাইনে সম্ভব হবে। বৃহস্পতিবার এই পোর্টালের উদ্বোধন করেন পর্যটনমন্ত্রী ড. শঙ্কর ঘোষ এবং দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তী। ছিলেন দপ্তরের অতিরিক্ত মুখ্য সচিব বরুণকুমার রায়। পর্যটনমন্ত্রী জানিয়েছেন, ভবিষ্যতে একই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে যুক্ত করা হবে সরকারি ট্যুরিস্ট লজ বুকিং ও হোমস্টে পোর্টালকে।

এ রাজ্যের পর্যটন ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছে হোমস্টে। পর্যটনমন্ত্রী জানিয়েছেন, রাজ্যে ৫ হাজার ৪৭৯টি হোমস্টে রয়েছে। এগুলির মধ্যে সরকারি ভাবে কোনগুলি নথিভুক্ত, আর কোনগুলি নয়, তা সহজেই বাছাই করা যাবে এই পোর্টালের মাধ্যমে। তিনি জানান, সরকারের শংসাপত্র থাকলে



পর্যটনমন্ত্রী ড. শঙ্কর ঘোষ

তবেই ব্যবহার করা যাবে 'হোমস্টে' শব্দটি। শংসাপত্র ছাড়া এই নাম ব্যবহার করা যাবে না। সরকারি দপ্তরে ছোটাছুটি না করে, ঘরে বসেই পুরো প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ হবে। মন্ত্রী আরও জানান, ওয়ার্ল্ড ট্যুরিজ্‌ম ডিজিটাল অ্যাজেন্ডার সঙ্গে তাল মিলিয়ে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ও আধুনিক প্রযুক্তিকে কাজে লাগানো সরকারের মূল লক্ষ্য। হোমস্টের নথিভুক্তকরণ হয়ে গেলে পরিষেবা উন্নত করার জন্য অর্থ সহযোগিতা পাওয়াও সহজ হবে মালিকদের পক্ষে। আর্থিক সহযোগিতা হিসেবে ১ লক্ষ টাকা দেওয়া হবে দুটি কিস্তিতে।

রেজিস্ট্রেশনের জন্য হোমস্টে মালিকদের নিজেদের তথ্য ও ফোন নম্বর দিতে হবে। এই ফোন নম্বরেই আসবে ওটিপি। লগ ইন করার পর পোর্টালে কিছু নথি চাওয়া হবে। সেগুলি যথাযথ ভাবে আপলোড করতে হবে। হোমস্টে কোন জায়গায় রয়েছে, সেই লোকেশনও দিতে হবে ম্যাপে। এর ফলে পর্যটকেরাও ভবিষ্যতে হোমস্টের অবস্থান সম্পর্কে সঠিক ধারণা পাবেন। হোমস্টের আশপাশে কী কী দেখার জায়গা আছে, তা-ও জেনে নিতে পারবেন। এদিন মন্ত্রী জানিয়েছেন, গঙ্গাসাগরকে একটি স্থায়ী পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার জন্য মাস্টার প্ল্যান তৈরি করছে সরকার।

নিউ টাউনে ট্র্যাফিকের কর্মীকে মার, ধৃত ৩ শিক্ষক

নিউ টাউনে ট্র্যাফিক কর্মীকে হেলমেট দিয়ে বেধড়ক মারার অভিযোগ তিন শিক্ষকের বিরুদ্ধে। অভিযুক্ত মনমোহন বেহেরা, নীতীশ কুমার সাহু এবং শুভজিৎ চক্রবর্তীকে গ্রেপ্তার করেছে ইকো পার্ক থানার পুলিশ। বুধবার রাতে নিউ টাউন সিটি সেন্টারের কাছে ন'পাড়া ট্র্যাফিক সিগন্যালের কাছে ঘটনা ঘটে। মনমোহন ও নীতীশ ঝাড়খণ্ডের বাসিন্দা। শুভজিৎ উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জ এলাকার বাসিন্দা। কর্মসূত্রে প্রত্যেকের নিউ টাউনে বসবাস। তাঁরা শহরের একটি নামী বেসরকারি কোচিং সেন্টারের শিক্ষক। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃত প্রত্যেকেই মত্ত অবস্থায় ছিলেন। ন'পাড়া সিগন্যালের কাছে উল্টো রাস্তা ধরে তিনজন একটি বাইকে যাচ্ছিলেন। দাঁড়িয়ে থাকা একটি অ্যাপ-ক্যাবের সঙ্গে তাঁদের বাইকের ধাক্কা লাগে। দুইপক্ষ বাক্‌বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়ে। অভিযোগ, তা সামলাতে গেলে কর্তব্যরত ট্র্যাফিক কর্মীকে মারধর করেন তিনজন।

Berger

বার্জার পেইন্টস ইন্ডিয়া লিমিটেড

[CIN : L51434WB1923PLC004793]

রেজিস্টার্ড অফিস ঃ বার্জার হাউস, ১২৯ পার্ক স্ট্রীট, কলকাতা - ৭০০০১৭

কর্পোরেট অফিস ঃ প্লট নং সিএফ-৪, অ্যাকশন এরিয়া আইসি, নিউ টাউন, কলকাতা - ৭০০১৫৬

টেলিফোন ঃ ৯১৪৭৭ ২০৪০০

ই-মেল ঃ consumerfeedback@bergerindia.com

ওয়েবসাইট ঃ www. bergerpaints.com

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও ষাণ্মাসিকের সমন্বিত অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(কোটি টাকায়)

ক্রম নং.	বিবরণাদি	৩০.০৯.২০২৬ তারিখে সমাপ্ত তিনমাস (অনিরীক্ষিত)	৩০.০৯.২০২৫ তারিখে সমাপ্ত তিনমাস (অনিরীক্ষিত)	৩০.০৯.২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ছয়মাস (অনিরীক্ষিত)	৩০.০৯.২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ছয়মাস (অনিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৬ তারিখে সমাপ্ত বছর (নিরীক্ষিত)
১	কাজকর্ম থেকে মোট আয়	৩,২০০.৩৭	২,৮২৭.৪৯	৬,৭৮৪.১২	৬,০২৮.২৫	১১,৮৮০.২৫
২	এই সময়ের জন্য (কর, ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ বিষয়সমূহের আগে) নীট লাভ / (ক্ষতি)	২৮৫.৩২	২৭৪.৬১	৮২৭.৯১	৭৩৪.১৯	১,৫৪১.৩৯
৩	এই সময়ের জন্য করের পরে (ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ বিষয়সমূহের পর) নীট লাভ / (ক্ষতি)	২১৭.১০	২০৬.৩৮	৬২২.১১	৫২১.৪২	১,১২৮.০২
৪	এই সময়ের জন্য মোট সামগ্রিক আয় [এই সময়ের জন্য (করের পর) সমন্বিত লাভ / (ক্ষতি) এবং অন্য সামগ্রিক আয় (করের পর)]	২১২.৪৯	২৩১.৬৬	৬২৫.৬৮	৫৬৫.৯৭	১,১৯৯.৭৯
৫	পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস ভ্যালু ১ টাকা)	১১৬.৬০	১১৬.৫৯	১১৬.৬০	১১৬.৫৯	১১৬.৬০
৬	রিজার্ভ (পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ ব্যতীত)					৬,৭৯৯.৫৬
৭	সিকিউরিটিজ প্রিমিয়াম	১২৪.৭৮	১১৮.৮৫	১২৪.৭৮	১১৮.৮৫	১২৪.৭৮
৮	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১/- টাকার) (বার্ষিকীকৃত নয়#)					
	মৌলিক (টাকায়)	১.৮৬#	১.৭৭#	৫.৩৩#	৪.৪৭#	৯.৬৭
	মিশ্রিত (টাকায়)	১.৮৬#	১.৭৭#	৫.৩৩#	৪.৪৭#	৯.৬৬

দ্রষ্টব্য ঃ

১. স্বতন্ত্র আর্থিক ফলাফলের অতিরিক্ত তথ্য ঃ

(কোটি টাকায়)

ক্রম নং.	বিবরণাদি	৩০.০৯.২০২৬ তারিখে সমাপ্ত তিনমাস (অনিরীক্ষিত)	৩০.০৯.২০২৫ তারিখে সমাপ্ত তিনমাস (অনিরীক্ষিত)	৩০.০৯.২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ছয়মাস (অনিরীক্ষিত)	৩০.০৯.২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ছয়মাস (অনিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৬ তারিখে সমাপ্ত বছর (নিরীক্ষিত)
১	কাজকর্ম থেকে মোট আয়	২,৭৫০.০৬	২,৪৫৮.৪৭	৫,৯৭৬.৭৪	৫,৩২১.০৯	১০,৪২০.১০
২	এই সময়ের জন্য (কর, ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ বিষয়সমূহের আগে) নীট লাভ / (ক্ষতি)	২১৮.১৮	২৩৪.৯৩	৭১৮.৪৭	৬৬৭.৫৩	১,৪৮৮.২১
৩	এই সময়ের জন্য করের পরে (ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ বিষয়সমূহের পর) নীট লাভ / (ক্ষতি)	১৬৩.৩১	১৭৬.২৫	৫৩১.৯৯	৪৭০.০১	১,০৯৫.৬৬
৪	এই সময়ের জন্য মোট সামগ্রিক আয় [এই সময়ের জন্য (করের পর) সমন্বিত লাভ / (ক্ষতি) এবং অন্য সামগ্রিক আয় (করের পর)]	১৬৩.১৭	১৭৫.০০	৫২৯.৬০	৪৬৭.৮৮	১,০৯৮.৪০
৫	পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস ভ্যালু ১ টাকা)	১১৬.৬০	১১৬.৫৯	১১৬.৬০	১১৬.৫৯	১১৬.৬০
৬	রিজার্ভ (পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ ব্যতীত)					৬,২২৬.৩০
৭	সিকিউরিটিজ প্রিমিয়াম	১২৪.৭৮	১১৮.৮৫	১২৪.৭৮	১১৮.৮৫	১২৪.৭৮
৮	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১/- টাকার) (বার্ষিকীকৃত নয়*)					
	মৌলিক (টাকায়)	১.৪০*	১.৫১*	৪.৫৬*	৪.০৩*	৯.৪০
	মিশ্রিত (টাকায়)	১.৪০*	১.৫১*	৪.৫৬*	৪.০৩*	৯.৩৯

২. উপরোক্ত ফলাফল অডিট কমিটি দ্বারা পর্যবেক্ষিত হওয়ার পর ৫ নভেম্বর, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় কোম্পানির পরিচালক পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত এবং নথিভুক্ত হয়েছে। কোম্পানির স্ট্যাটুটরি অডিটরগণ দ্বারা ''সীমিত পর্যবেক্ষণের'' আওতায় ছিল এই আর্থিক ফলাফল।

৩. উপরোক্ত বিশদ সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩-এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জ সমূহে পেশ করা ত্রৈমাসিক অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ। ত্রৈমাসিক অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বয়ান স্টক এক্সচেঞ্জ সমূহের ওয়েবসাইট https://www.nseindia.com এবং https://www.bseindia.com ও কোম্পানির ওয়েবসাইট https://www.bergerpaints.com-তেও উপলব্ধ।

স্থান ঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ৫ নভেম্বর, ২০২৬

পরিচালক পর্ষদের আদেশানুসারে
অভিজিৎ রায়
ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং সিইও
(ডিআইএন ঃ ০৩৪৩৯০৬৪)

আগ্নেয়াস্ত্র, বিস্ফোরক উদ্ধার টাস্ক ফোর্সের

আবির রায়

দুর্গাপুর, ৫ নভেম্বর

দুর্গাপুর, আসানসোলে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কালীপুজো উদ্বোধনে আসার আগেই পশ্চিম বর্ধমান ও বীরভূম, দুই জেলায় পরপর অভিযান চালিয়ে কয়লা পাচারের জন্য মজুত করা বহু আগ্নেয়াস্ত্র, কার্তুজ ও তাজা বিস্ফোরক উদ্ধার করল রাজ্য পুলিশের স্পেশ্যাল টাস্ক ফোর্স। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, পশ্চিম বর্ধমান জেলার পাণ্ডবেশ্বরের দান্য গ্রাম এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয় বিপুল পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী কয়লা পাচারের কাজেই ব্যবহার করা হত। শুধু পশ্চিম বর্ধমান থেকে ২১টি আগ্নেয়াস্ত্র ও ৬৫টি কার্তুজ উদ্ধার করা হয়েছে। এই ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হয় শেখ শাজাহানকে। অন্য দিকে, বীরভূমের মুরারই থানা এলাকা থেকে ১১৫০টি জিলেটিন স্টিক, ১০৬৪টি ডিটোনেটর-সহ নানা রকম বিস্ফোরক সামগ্রী উদ্ধার হয়। বিস্ফোরক উদ্ধারের ঘটনায় মহম্মদ রেজা শেখ ও মুকেশ সিং নামে দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেন এসটিএফের অফিসাররা।

মাসখানেক আগে জামুড়িয়া এলাকা থেকে আগ্নেয়াস্ত্র-সহ শেখ খাইরুল ও শেখ সামসেরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তাদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ চালাতেই তদন্তে উঠে আসে আরও একাধিক নাম ও চাঞ্চল্যকর তথ্য। বুধবার পাণ্ডবেশ্বরের দান্য এলাকায় অভিযান চালিয়ে শেখ শাজাহানের বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় আগ্নেয়াস্ত্র। শাজাহানকে গ্রেপ্তার করা হয়। বৃহস্পতিবার এসটিএফের এসপি সিদ্ধার্থ ধাবলা বলেন, 'কয়লা পাচারের কাজে ব্যবহৃত হত এই অস্ত্র। এই অস্ত্রগুলি বিহার ও ঝাড়খণ্ড থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে সরবরাহ করা হত। বীরভূম থেকে দু'জন গ্রেপ্তার হয়েছে। এরা সকলেই বেআইনি কয়লা ও পাথর পাচারের সঙ্গে যুক্ত। ধৃতদের জেরা করে এই চক্রের সঙ্গে আর কারা জড়িত আছে, তাদের সন্ধানে তদন্ত শুরু হয়েছে।'

অভিনন্দন জানালেন মুখ্যমন্ত্রী

তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে এই অভিযানের প্রশংসা করে বলেন, 'আমাদের সরকার অপরাধী চক্র, বেআইনি অস্ত্র এবং যে কোনও অসামাজিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স' নীতি বজায় রেখেছে। রাজ্যের শান্তি ও সম্প্রীতি রক্ষা করতে প্রতিটি অপরাধীর বিরুদ্ধে কঠোর আইনি পদক্ষেপ নিশ্চিত করা হবে। রাজ্যকে নিরাপদ ও সুরক্ষিত রাখতে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ এবং এসটিএফের আধিকারিক ও কর্মীদের এই নজরদারি, দ্রুত সমন্বয় এবং নিরলস নিষ্ঠার জন্য সকলকে অভিনন্দন জানাই।'

বীরভূমের মুরারই গ্রামে এসটিএফের অভিযানে উদ্ধার হয় জিলেটিন স্টিক ও ডিটোনেটর। এসটিএফ কর্তাদের অনুমান, উদ্ধার হওয়া আগ্নেয়াস্ত্রগুলি

৪৫০ কেজি বাজি, ৪০ কেজি বারুদ উদ্ধার

গোপন সূত্রে খবর পেয়ে উলুবেড়িয়ায় বেআইনি বাজি কারখানায় অভিযান চালাল পুলিশ। বুধবার রাতে উলুবেড়িয়া থানার জামবেড়িয়া এলাকায় এই অভিযান চালানো হয়। পুলিশি অভিযানে বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ বাজি ও বাজি তৈরির উপকরণ উদ্ধার হয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযানে প্রায় ৪৫০ কেজি বেআইনি বাজি উদ্ধার করা হয়েছে, যা ৩০টি বস্তায় প্যাকেটজাত অবস্থায় রাখা ছিল। পাশাপাশি উদ্ধার হয়েছে প্রায় ৪০ কেজি বারুদ। বাজি তৈরির কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতিও বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। এই বেআইনি কারবারের সঙ্গে আর কারা জড়িত, তা জানতে ধৃত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারি, অবস্থান বদল হুমায়ুনের

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন, 'বাবরের নামে কোনও মসজিদ করা যাবে না। জেলা প্রশাসন কোনও অনুমতিও দেবে না।' মুখ্যমন্ত্রীর এমন হুঁশিয়ারির পরই অবস্থান বদল হুমায়ুনের। বৃহস্পতিবার তিনি বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান। তাঁর ইচ্ছাকেই মান্যতা দেব।' যদিও ২ নভেম্বর রেজিনগরে ওই মসজিদ চত্বরে দাঁড়িয়ে হুমায়ুন হুঙ্কার দিয়ে বলেছিলেন, '৬ ডিসেম্বর বাবরি মসজিদের কাজ শুরু করব। ওই দিন রেজিনগর থেকে বহরমপুর ৩০ কিমি ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক আমার কবজায় থাকবে। প্রশাসনের ক্ষমতা থাকলে আমায় রুখে দেখাবে।' নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, 'বাবর বহিরাগত। লুটেরা। এসব করতে দেওয়া যাবে না। মুর্শিদাবাদে অনেক গুণী, কৃতী মানুষ রয়েছেন, তাঁদের নামে করুন। বাবর নামে কোনও মতে সরকারি অনুমতি দেওয়া হবে না। প্ল্যান পাশ হবে না। প্রশাসনিক অনুমতি মিলবে না। জেলাশাসককে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর জাতীয় সড়কও বন্ধ করা যাবে না।' রেজিনগরের বিজেপি বিধায়ক শাখারভ সরকার বলেন, 'আগেই বলেছিলাম হুমায়ুন আর মাথা তুলে দাঁড়াতেই পারবে না।'

কালীপুজোর উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী

আজকালের প্রতিবেদন

বারাসত শিমুলতলায় শ্রীকৃষ্ণপুর সাংস্কৃতিক চক্রের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষের কালীপুজোর উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি, সাংসদ শমীক ভট্টাচার্যও। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'কালীপুজোয় এটাই আমার প্রথম কর্মসূচি। সমস্ত পুজো কমিটি, পুলিশ, প্রশাসন, ভক্ত, দর্শক, ব্যবস্থাপক— সবার কাছে অনুরোধ করছি যাতে সুষ্ঠু ভাবে সকলে আলোর উৎসব ও মা কালীর আরাধনা করতে পারেন।' তিনি বলেন, 'কালীপুজো মানেই বারাসত, মধ্যমগ্রাম, নৈহাটি। এবারের বারাসতের কালীপুজো অত্যন্ত সুখকর, মধুময় ও ঐতিহ্যপূর্ণ হবে বলেও জানান তিনি। বলেন, 'চোরবাগানের দুঃখজনক ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে দর্শনার্থী, স্বেচ্ছাসেবক, ভক্ত ও ব্যবস্থাপকদের মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয় রাখতে হবে প্রশাসনকে। তিনি বলেন, 'ছিয়াশি শতাংশ সনাতনি ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল বলে বারাসতের বিধায়কের নাম শঙ্কর চ্যাটার্জি। আর মুখ্যমন্ত্রীর নাম শুভেন্দু অধিকারী। আমাদের সনাতনি পরম্পরাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। তাই আজ রাজ্যে দুর্গাপুজো করতে কাউকেই হাইকোর্টে গিয়ে অনুমতি আদায় করতে হয়নি।' বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'এই পুজোর প্রধান পৃষ্ঠপোষক সুবীর শীল ভাইকে আমার অনুরোধ, এই পুজোমণ্ডপকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই সমাজমাধ্যম, মিডিয়া-সহ সাধারণ মানুষের মধ্যে যে উচ্ছ্বাস রয়েছে, তা শেষ দিন পর্যন্ত ধরে রাখতে হবে। দর্শনার্থীদের ঢোকা ও বেরোনোর পথ যাতে মসৃণ থাকে, সেদিকে সকলকে লক্ষ রাখতে হবে।'

এদিন রাতে আসানসোলের নাকড়াসোতা কল্যাণ সমিতি, বারাবনির ননী কালীপুজো কমিটি, দুর্গাপুর ইস্পাতনগরীর নিউটন ইয়াংস কর্নার এবং আমরা ক'জন স্পোর্টিং ক্লাবের কালীপুজোর উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

তথ্যসূত্র: সোহম সেনগুপ্ত, দেবব্রত ঘোষ ও আবির রায়

২০৫ বেসরকারি বিএড কলেজে চলতি শিক্ষাবর্ষে ভর্তি বন্ধ

আজকালের প্রতিবেদন

চলতি শিক্ষাবর্ষ অর্থাৎ ২০২৬-২৮ সালে 'অযোগ্য' ২০৫টি বেসরকারি বিএড কলেজে পড়ুয়া ভর্তির অনুমতি দিল না উচ্চশিক্ষা দপ্তর। বাবা সাহেব আম্বেদকর এডুকেশন বা বিএড বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। একই সঙ্গে কোনও পরিকাঠামো না থাকায় ১৪টি আইটিআই, একটি পলিটেকনিক এবং ৩৮টি বি-ফার্ম ও ডি-ফার্ম কলেজে চলতি শিক্ষাবর্ষে পড়ুয়া ভর্তি বন্ধ করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় এক ভিডিও বার্তায় জানান, গুণমানের নিরিখে এই কলেজগুলি উত্তীর্ণ হতে পারেনি। তাই চলতি শিক্ষাবর্ষে পড়ুয়া ভর্তির অনুমোদন দেওয়া হয়নি। তবে, ওই কলেজগুলির অনুমোদন বাতিল করা হচ্ছে না। চলতি শিক্ষাবর্ষের মধ্যে পরিকাঠামো, শিক্ষক, শিক্ষণ-পদ্ধতি সংক্রান্ত ঘাটতি মিটিয়ে ফেলার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। সেই শর্ত পূরণ করলে পরবর্তী শিক্ষাবর্ষে ভর্তির অনুমতি দেওয়া হবে। উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী জানান, বেসরকারি বিএড কলেজগুলিতে প্রথম দফার পরিদর্শনের পর ২০২৬-২৮ শিক্ষাবর্ষে ১৫৬টি বিএড কলেজকে পড়ুয়া ভর্তির অনুমতি দেওয়া হয়। মানদণ্ড পূরণ করতে না পারায় বাকি ৪৫১টি কলেজকে শোকজ করা হয়। ২১ দিন সময় দেওয়া হয়। এর মধ্যে ৯টি কলেজ কোনও জবাব দেয়নি। জবাবের ভিত্তিতে বাকি ৪৪২টি কলেজে দ্বিতীয় দফায় পরিদর্শন করা হয়। এই দফায় ২৩৭টি কলেজ প্রয়োজনীয় মানদণ্ড অতিক্রম করায় ৪ নভেম্বর থেকে তাদের এই শিক্ষাবর্ষে ভর্তির অনুমতি দেওয়া হয়েছে। বাকি ২০৫টি কলেজ গুণমানের শর্ত পূরণ করতে না পারায় চলতি শিক্ষাবর্ষে ভর্তির অনুমোদন দেওয়া হয়নি। উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী বলেন, 'কলেজগুলির বিরুদ্ধে এটা কোনও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নয়। শিক্ষার গুণমান বাড়াতে এবং কলেজগুলি যাতে ডিগ্রি বিক্রির দোকান খুলে না বসে তার জন্যই এই ব্যবস্থা।'

গ্রুপ-সি, গ্রুপ-ডির ফল প্রকাশ

আজকালের প্রতিবেদন

অবশেষে পরীক্ষার সাত মাস পর প্রকাশিত হল স্কুল সার্ভিস কমিশনের (এসএসসি) গ্রুপ-সি এবং গ্রুপ-ডি নিয়োগ পরীক্ষার ফল। বৃহস্পতিবার নিয়োগের জন্য ইন্টারভিউয়ে ডাক পাওয়া চাকরিপ্রার্থীদের তালিকাও প্রকাশ করা হয়েছে। কমিশন সূত্রে জানা গেছে, গ্রুপ-সিতে শূন্যপদের সংখ্যা ২ হাজার ৯৮৯। এই পদের জন্য প্রায় ১১ হাজার প্রার্থীকে ইন্টারভিউয়ে ডাকা হয়েছে। গ্রুপ-ডিতে শূন্যপদ ৫ হাজার ৪৮৮টি। ইন্টারভিউয়ে ডাক পেয়েছেন প্রায় ২৭ হাজার জন। নাম, ক্যাটেগরি, লিখিত পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর, শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতায় প্রাপ্ত নম্বর, মোট নম্বর, কাট অফ মার্কস-সহ বিস্তারিত

এসএসসি

তালিকা কমিশনের ওয়েবসাইটে রয়েছে। কমিশনের প্রকাশিত তালিকা অনুযায়ী দুটি ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে একই নম্বর পেয়েছেন একাধিক চাকরিপ্রার্থী। পরবর্তী পর্যায়ে এই প্রার্থীদের নথি যাচাই, মৌখিক ইন্টারভিউয়ের দিনক্ষণ ও বিস্তারিত সূচি কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে। চাকরিহারা যোগ্য গ্রুপ-সি শিক্ষাকর্মী অমিত মণ্ডল বলেন, '২০১৬-তে চাকরি পাওয়া যোগ্য গ্রুপ-সি এবং গ্রুপ-ডির মধ্যে প্রায় ৪০০ থেকে ৫০০ জনের নাম এই তালিকায় নেই। তাঁরা প্রথমেই ছিটকে গেলেন। এখনও নিয়োগের কিছু ধাপ বাকি আছে, আমরা জানি না আরও কতজনের নাম বাদ যাবে। যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও যাঁদের নাম নেই, তাঁদের কী হবে কেউ জানে না।'

১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বন্ধ এসআরএফটিআই

আরও এক দফায় পঠনপাঠন বন্ধ রাখার নির্দেশিকা জারি হল সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট (এসআরএফটিআই)-এ। বৃহস্পতিবার এক নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, ১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ক্যাম্পাস বন্ধ থাকবে। বন্ধ থাকবে হস্টেল এবং মেস পরিষেবাও। অবিলম্বে পড়ুয়াদের ক্যাম্পাস খালি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে দু'জন চুক্তিভিত্তিক শিক্ষকের চুক্তি বাতিল করে তাঁদের পদ থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে। পাঁচজন রিসোর্স পার্সনকে তাঁদের কাজ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। একজন শিক্ষককে শোকজও করা হয়েছে। চুক্তি বাতিল কেন করা হল তার কোনও ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি। জানানো হয়েছে, চুক্তি বাতিলের কারণ কর্তৃপক্ষ জানাতে বাধ্য নয়। সব মিলিয়ে ২৫ জন পড়ুয়াকে শোকজ করা হয়েছে। ছ'জনকে বহিষ্কার এবং একজনের বিরুদ্ধে এফআইআর করা হয়েছে। এর আগে আন্দোলনের জেরে ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে ১৩ নভেম্বর পর্যন্ত সমস্ত ক্লাস বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়। তখনও ক্যাম্পাস খালি, মেস এবং হস্টেল বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়। যদিও পড়ুয়ারা আন্দোলন বন্ধ করেননি। বরং পড়ুয়াদের দাবি, কোনও কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানে এভাবে দফায় দফায় ক্লাস বন্ধের ঘটনা নজিরবিহীন। কর্তৃপক্ষের তরফে দাবি করা হয়েছে, ক্যাম্পাসের শান্তি শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা এবং স্বাভাবিক প্রশাসনিক কাজকর্ম বজায় রাখতেই ছুটির মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে।



মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর হাতে প্রতীকী লাঙল তুলে দিচ্ছেন পুরশুড়ার বিধায়ক বিমান ঘোষ। রয়েছেন মন্ত্রী দুধকুমার মণ্ডল, সুমনা সরকার প্রমুখ। পুরশুড়ার প্রশাসনিক সভায়, বৃহস্পতিবার।

মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা আলুচাষিদের বিমার টাকা দিতে হবে না

তুফান মণ্ডল

পুরশুড়া, ৫ নভেম্বর

আলুচাষিদের জন্য বিমা দিতে হবে না। বৃহস্পতিবার পুরশুড়ার বিদ্যাসাগর মাঠে প্রশাসনিক সভা থেকে রাজ্যের আলুচাষিদের জন্য এমনই একগুচ্ছ পদক্ষেপ ও আর্থিক সুবিধার কথা ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। একই সঙ্গে কৃষকদের জন্য সুচনা করলেন 'মুখ্যমন্ত্রী কৃষক সম্মান নিধি' প্রকল্প। এই প্রকল্পে রাজ্যের প্রায় ৪৬ লক্ষ ৪৬ হাজার কৃষক উপকৃত হবেন। এদিন তাঁদের প্রত্যেকের অ্যাকাউন্টে ১ হাজার টাকা করে দুই কিস্তির মোট ২ হাজার টাকা প্রদানের করা হয়।

প্রশাসনিক সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী এদিন বলেন, 'কেন্দ্রীয় সরকার তৃতীয় কিস্তির টাকা যখন দেবে তখন রাজ্যের পক্ষ থেকেও তৃতীয় কিস্তির ১ হাজার টাকা দেওয়া হবে। এর ফলে নতুন সরকারের আমলে বছরে ৬ হাজার টাকার বদলে ৯ হাজার টাকা করে পাবেন কৃষকেরা। এছাড়াও জনকল্যাণ শিবির ও সেবা সেতু সঙ্কল্প অভিযানের মাধ্যমে এই প্রকল্পে বিগত সরকারের তুলনায় নতুন ১ লক্ষ ৭১ হাজার কৃষককে পিএম কিসানে যুক্ত করা হয়েছে। এটা বঞ্চিতদের কাছে নতুন পাওনা। কৃষিতে বিদ্যুৎ সংযোগ নিয়েছেন এমন কৃষকদের ইউনিটে ২ টাকা করে ভর্তুকি দেওয়া হচ্ছে।' মুখ্যমন্ত্রী জানান, প্রধানমন্ত্রী ধনধান্য প্রকল্পে চারটি জেলা যুক্ত হয়েছে। যে জেলাগুলিতে সেচের অভাবে কৃষকরা পিছিয়ে ছিলেন, সেই কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, ঝাড়গ্রাম ও পুরুলিয়া জেলাকে বিশেষ কৃষি কর্মসূচির আওতায় আনা হয়েছে। তিনি ঘোষণা করেন, আলুকে প্রধানমন্ত্রী শস্য বিমার আওতায় এনে কৃষকদের বিমার টাকা দেওয়া থেকে রেহাই দেওয়া হবে। ওই টাকা সরকার প্রদান করবে।

বেকার যুবক-যুবতীদের জন্য 'ভরসা' প্রকল্প

আজকালের প্রতিবেদন

পুরশুড়া, ৫ নভেম্বর

বেকার যুবক-যুবতীদের আর্থিক সহায়তা দিতে নতুন 'ভরসা' প্রকল্প চালুর ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। রাজ্যের বেকার যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের পাশে থাকার আশ্বাসও দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। বৃহস্পতিবার পুরশুড়ায় প্রশাসনিক সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমার যুবক ভাইরা গ্র্যাজুয়েট এবং নন-গ্র্যাজুয়েট। আপনাদের স্কিমের নাম দিচ্ছি 'ভরসা'। আগামী ২৩ তারিখ ক্যাবিনেটে এই 'ভরসা' স্কিমের ব্যাপারে আমরা অনুমোদন দেব। আপনারা জানুয়ারি মাস থেকে গ্র্যাজুয়েট এবং নন-গ্র্যাজুয়েট বেকার যুবক-যুবতী যাঁরা আছেন, অথচ অন্য কোনও স্কিমে সুযোগ পাচ্ছেন না, তাঁদের পাশে সরকার দাঁড়াবে। তাঁরা যতদিন না চাকরি পাবেন, তাঁদের পাশে এই সরকার থাকবে।' মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণায় শিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতীদের মধ্যে স্বস্তি নেমে এসেছে। জব কার্ড প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী জানান, এখনও পর্যন্ত ৭০ লক্ষের বেশি শ্রম দিবস হয়েছে। আগামী ৩১শে মার্চের মধ্যে ২২ কোটি শ্রম দিবস তৈরি করতে হবে। তিনি শ্রমিকদেরকে নতুন জব কার্ড করার আহ্বান জানান। এমনকী পরিযায়ী শ্রমিকদের বাইরে থেকে রাজ্যে ফিরে আসার আহ্বান জানান। তিনি জানান, পুরনো জব কার্ড আর নতুন জব কার্ড মিলে ২ কোটি ১৩ লক্ষ জনকে ১২৫ দিনের কাজ দেওয়া হচ্ছে। এদিন প্রশাসনিক সভার আগে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী পুরশুড়া থানার নতুন ভবনের উদ্বোধন করেন।

দীপাবলিতে জওয়ানদের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী

আজকালের প্রতিবেদন

দীপাবলিতে জওয়ানদের সঙ্গে উৎসব পালন করবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ৮ নভেম্বর রবিবার সকালেই তিনি পৌঁছে যাবেন উত্তর ২৪ পরগনার স্বরূপনগরে হাকিমপুর সীমান্তে। সেখানকার বিএসএফ ক্যাম্পে জওয়ানদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করবেন। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, হাকিমপুর সীমান্ত থেকে কলকাতা হয়ে তিনি নন্দীগ্রাম যাবেন। রাতে নন্দীগ্রামবাসীর সঙ্গে উৎসব উদ্‌যাপন করবেন। উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন সীমান্তে গিয়ে জওয়ানদের সঙ্গে দীপাবলিতে মেতে উঠতেন। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয়নি।

মুখ্যমন্ত্রীর শ্রদ্ধা

আজকালের প্রতিবেদন

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ এবং সঙ্গীতশিল্পী ভূপেন হাজারিকাকে শ্রদ্ধা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বৃহস্পতিবার ছিল দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের জন্মদিন। মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে সমাজমাধ্যমে লেখেন, 'স্বাধীনতা সংগ্রামী দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের জন্মদিবসে বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি।' একই সঙ্গে এদিন ছিল ভূপেন হাজারিকার প্রয়াণ দিবস। তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, 'কিংবদন্তি সঙ্গীতশিল্পী, কবি, সুরকার, চিত্রপরিচালক ও অভিনেতা ভারতরত্ন ভূপেন হাজারিকার প্রয়াণ দিবসে বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি।'

শমীককে শুভেচ্ছা

আজকালের প্রতিবেদন

বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যকে জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। আগামী দিনে তাঁর নেতৃত্বে যাতে পশ্চিমবঙ্গ বিজেপি আরও সুসংগঠিত, শক্তিশালী ও বলিষ্ঠ হয়ে ওঠে, সেই কামনাও করলেন। বৃহস্পতিবার ছিল শমীক ভট্টাচার্যের জন্মদিন। এদিন মুখ্যমন্ত্রী এক্স হ্যান্ডলে লেখেন, 'রাজ্যসভার সাংসদ ও পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যকে জানাই জন্মদিনের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। মা ভবতারিণীর কাছে আপনার সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু ও মঙ্গলময় জীবন প্রার্থনা করি। আপনার নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গ বিজেপি আগামী দিনে আরও সুসংগঠিত, শক্তিশালী ও বলিষ্ঠ হয়ে উঠুক, এই কামনা করি।'

স্বাস্থ্য দপ্তরের যুগ্ম উপদেষ্টা

রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরের যুগ্ম উপদেষ্টা পদের দায়িত্ব দেওয়া হল বিশিষ্ট শিশুরোগ ও নবজাত বিশেষজ্ঞ ডাঃ অরুণ সিংকে। তাঁর সঙ্গে স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ অরূপ মাজিকেও যুগ্ম উপদেষ্টা করা হয়েছে। মা ও শিশুর স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং নবজাতকের চিকিৎসাব্যবস্থার উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিতে এই সিদ্ধান্ত নেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ শারদ্বত মুখার্জি।

পিছিয়ে যেতে পারে পুরভোট

ডিসেম্বরে নয়। পিছিয়ে যেতে পারে পুরসভা নির্বাচন। আজ, ৬ নভেম্বর ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস নিয়ে মামলার শুনানি হওয়ার কথা কলকাতা হাইকোর্টে। অন্য দিকে, সংশোধিত চূড়ান্ত ভোটার তালিকা আগামী ১৬ জানুয়ারি প্রকাশের নির্দেশিকা দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। এই পরিস্থিতিতে ডিসেম্বরে পুরসভা ভোটের সম্ভাবনা নেই। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা অনুযায়ী, ২৩ নভেম্বর সমন্বিত খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে।

শব্দরঙ্গ-৪৫১

১	■	২	৩			৪	
	■	■		■	■		■
৫	৬			■	৭		
■		■		■	■		■
		■	■	৮	■		■
৯			■	১০			১১
■		■	■		■	■	
১২						■	

পাশাপাশি

২. বিহুণ রচিত একাদশ শতকের সংস্কৃত গীতিকাব্য
৫. বৃদ্ধ ৭. পূরণ বাচক শব্দ ৯. ইনি রাজর্ষি, ইনিই পিতা
১০. দানপত্র ১২. না জল না ডাঙা।

উপর-নীচ

১. এর ডাক নামে বৃষ্টির ফোঁটা
৩. হাস্যপরিহাস
৪. সুন্দর দাঁতবিশিষ্টা, সুদতী
৬. আফগানিস্তানে একদা যা চলেছিল
৮. বাহ্য
১১. গুঁড়ো সরষে।

সমাধান-৪৫০

ম	রু	সা	গ	র	■	দ্বি	■
ধু	■	■	■	চ	ন্দ্র	গু	প্ত
রা	■	নি	শা	না	■	ণি	■
স্বা	■	র্ঘ	■	■	কি	ত	ব
দ	ক্ষি	ণ	■	■	শো	■	দ
■	তি	■	প	গা	র	■	স্ব
অ	প	চা	র	■	■	■	ভা
■	তি	■	শ	চী	ন	দে	ব

■ শুভজ্যোতি রায়

আজ টিভিতে কী দেখবেন

সিনেমা

● **জি বাংলা সোনার**
সকাল ৬-০০ **মনসা আমার মা**, সকাল ৯-০০ **বচ্চন**, সকাল ১১-৩০ **অভিমন্যু**, বিকেল ৫-০০ **আক্রোশ**, রাত ১০-৩০ **বসন্ত বিলাপ**

● **আকাশ আট**



দুপুর ৩-০৫ **তুমি কতো সুন্দর**

● **কালার্স বাংলা সিনেমা**
সকাল ১০-০০ **সখী তুমি কার**, দুপুর ১-৩০ **মানিক**, বিকেল ৫-০০ **বাদশা-দ্য কিং**, রাত ৯-৩০ **আক্রোশ**

● **কালার্স বাংলা**
দুপুর ১২-৩০ **মন মানে না**

● **ডিডি বাংলা**
দুপুর ২-৩০ **লক্ষ্যভেদ**

● **জলসা মুভিজ**
সকাল ৭-৩০ **দ্বিতীয় পুরুষ**, সকাল ১০-১৫ **ঘাতক**, দুপুর ১-৩০ **সংগ্রাম**, বিকেল ৪-৪৫ **পাগলু ২**, রাত ৯-৩০ **অশরীরী**

● **জি সিনেমা**
সকাল ৬-০০ **হনিমুন ট্রাভেলস প্রাইভেট লিমিটেড**, সকাল ৮-১০ **শুভ মঙ্গল সাবধান**, সকাল ১০-২০ **হাম আপকে হ্যায় কৌন**, দুপুর ২-২০ **আরআরআর**, সন্ধে ৬-০০ **প্রেম রতন ধন পায়ো**, রাত ৯-২০ **ঘায়েল**

● **সোনি ম্যাক্স ২**
সকাল ৭-০০ **দিল -এ-নাদান**, সকাল ৯-৫৫ **ক্যায়া দিল নে কাহা**, দুপুর ১২-৫৫ **স্টাইল**, বিকেল ৪-০০ **ইজ্জত**, রাত ১০-০০ **শোলা অউর শবনম**

● **কালার্স সিনেপ্লেক্স**



সকাল ৯-১৫ **নকাব**, সকাল ১১-৩০ **খুদা গাবাহ্**, দুপুর ৩-২৫ **গোবিন্দা নাম মেরা**, সন্ধে ৬-০০ **কাপুর অ্যান্ড সন্স**, রাত ৯-৫৫ **আন: মেন অ্যাট ওয়ার্ক**

জি বাংলা সোনার দেয়া নেয়া রাত ৮-০০



সোনি ম্যাক্স ২ এক চালিস কী লাস্ট লোকাল সন্ধে ৬-৫৬

বিশেষ অনুষ্ঠান

● **হোক ফোক**



লোকগীতির জনপ্রিয় এই অনুষ্ঠানে এবারে কালী পুজো স্পেশ্যাল পর্বে শোনা যাবে ভবা পাগলার গান পরিবেশন করবেন শিল্পী সমীরণ অধিকারি। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ঋষি চক্রবর্তী।
ডিডি বাংলা: রাত ৮-৩০

ধারাবাহিক

● **Bigg Boss বাংলা**



স্টার জলসা: রাত ৯-৩০

দিনপঞ্জি

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত: শুক্রবার, ২০ কার্তিক ১৪৩৩, ইং ৬ নভেম্বর ২০২৬, মুং ২৫ জমাদিয়ল আউয়ল ১৪৪৮
সূর্যোদয় ঘ ৫।৪৭।২৬
সূর্যাস্ত ঘ ৪।৫৩।১২
তিথি: (আশ্বিন কৃষ্ণপক্ষ) দ্বাদশী দং ১১।৫০ দিবা ঘ ১০।৩১
নক্ষত্র: হস্তা দং ৫৭।২৩ রাত্রি ঘ ৪।৪৪

অন্য পঞ্জিকা: শুক্রবার, ১৯ কার্তিক ১৪৩৩, ইং ৬ নভেম্বর ২০২৬, হিজরি ২৫ জমাদিয়ল আউয়ল ১৪৪৮

প্রয়োজন

লালবাজার কন্ট্রোল: 100, ট্রাফিক: 1073
পশ্চিমবঙ



খান মন্ত্রালয়
MINISTRY OF MINES

মনোনীত কর্মকর্তা, খনি মন্ত্রণালয়, ভারত সরকার

জিপিওএ-৩ নেতাজি নগর। নিউ দিল্লি ১১০০২৩, ০১১ ২৬৭৭৩৬০৭

গুরুত্বপূর্ণ ও কৌশলগত খনিজ পদার্থের খনিজ ছাড়পত্র প্রদানের নবম কিস্তির জন্য দরপত্র আহ্বান

খনি ও খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৫৭-এর ধারা ১১(ডি) অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রদত্ত নিলামের ক্ষমতা প্রয়োগ করে, প্রথম তফসিলের 'ডি' অংশে উল্লিখিত খনিজগুলির জন্য খনিজ ছাড়পত্র মঞ্জুর করার উদ্দেশ্যে এবং তদনুসারে সময়ে সময়ে সংশোধিত ও বিজ্ঞাপিত খনিজ (নিলাম) বিধিমালা, ২০১৫ অনুসারে, ভারত সরকার খনি মন্ত্রণালয়ের মনোনীত কর্মকর্তাকে গুরুত্বপূর্ণ ও কৌশলগত খনিজগুলির নিলামের নবম কিস্তিতে ২০টি ব্লকের নিলাম পরিচালনা করার নির্দেশ দিয়েছে। দরপত্র আহ্বান বিজ্ঞপ্তি (এনআইটি) এমএসটিসি নিলাম পোর্টালে এবং খনি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়েছে। দরপত্র দলিলের বিক্রয় বৃহস্পতিবার, ০৫ নভেম্বর, ২০২৬ থেকে শুরু হয়েছে। দরপত্র দলিল এবং অন্যান্য বিবরণ এখানে পাওয়া যাবে।

cbc26101/11/0007/2627

AAJKAAL 06.11.2026, KOLKATA, SILIGURI

ICICI Bank | ব্রাঞ্চ অফিস: আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, রিজিওনাল প্রসেসিং সেন্টার, বিপি-৪, টেকনোপলিস বিল্ডিং, ফ্লোর নং ১৩, সেক্টর ৫, সল্ট লেক, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০৯১

প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তি – সুরক্ষিত পরিসম্পদ বিক্রির জন্য টেন্ডার তথা ই-নিলাম

[রুল ৮(৬)-এর সংস্থানসমূহ দ্রষ্টব্য]

স্থাবর পরিসম্পদ বিক্রির জন্য বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(৬)-এর সংস্থানসমূহ-সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে স্থাবর পরিসম্পদসমূহ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)-এর জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর অনুমোদিত আধাকারিক দ্বারা বাস্তবিক দখল নেওয়া হবে যার সংক্ষিপ্ত তথ্য এখানে নীচে দেওয়া হয়েছে:-

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারগণ-এর নাম ও লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর	জানা দায় (যদি থাকে) সমেত সুরক্ষিত পরিসম্পদের বিবরণ	বকেয়া অর্থাঙ্ক	সংরক্ষণ মূল্য		সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ ও সময়	ই-নিলামের তারিখ ও সময়
				বায়না জমা			
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)		(F)	(G)
১	মিসেস তারা রাউত (ঋণগ্রহীতা) বিনোদ কুমার রাউত (সহ-ঋণগ্রহীতা) লোন অ্যাকাউন্ট নং: LBSGI00004879898	আবাসিক ফ্লাট, যেটি 'চন্দ্রালোক' নামক পি+৪ তলবিশিষ্ট বিল্ডিংয়ের ৩ নং ফ্লোরের পিছনের অংশে অবস্থিত, আর এস প্লট নং ৫২২০, আর এস খতিয়ান নং ২০১৬, মৌজা- শিলিগুড়ি, জে এল নং ১১০(৮৮), পরগনা- বৈকুণ্ঠপুর, ওয়ার্ড নং ২৭, শিলিগুড়ি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, থানা- শিলিগুড়ি, জেলা- দার্জিলিং, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৮৬৫ বর্গফুট।	₹ ৩১,৬৬,৬৩৭/- ৩০ অক্টোবর, ২০২৬ অনুযায়ী	₹ ২৬,০০, ০০০/-	₹ ২,৬০, ০০০/-	২০ নভেম্বর, ২০২৬ সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টো	২৭ নভেম্বর, ২০২৬ সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে শুরু
২	মিসেস মুনমুন সতপথী (ঋণগ্রহীতা) অমনী ভূষণ সতপথী, অর্ণব সতপথী (সহ-ঋণগ্রহীতা) লোন অ্যাকাউন্ট নং: LBHOW00005513931 LBHOW00005513938	মনার্ক গার্ডেন, ব্লক 'বি', আবাসিক ফ্লাট নং ২০৫, ফ্লোর নং ২, আর এস খতিয়ান নং ৬৯৫, আর এস দাগ নং ১১৯৯ (পুরনো), নতুন এল আর ১১৯৯/১৭৪৭ ও ১১৯৯/১৭৪৮, এল আর খতিয়ান নং ৪৩১/১, ৪০১৯, ৭১০৩, ৭১০৩, ৭১০৪, ৭১০১, ৭১২৯, এল আর দাগ নং ১২৫০, ১২৫১, জে এল নং ৩৫, মৌজা- দুইল্যা, থানা- সাঁকরাইল, অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রি অফিস- রানিহাটি, জেলা এবং ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রি অফিস- হাওড়া, জেলা- হাওড়া, পিন-৭১১৩০২, পশ্চিমবঙ্গ, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সামান্য কমবেশি ৭৬২ বর্গফুট, তৎসহ বিল্ডিংয়ের নিম্নস্থিত জমির অবিভক্ত সমানুপাতিক অংশ পরিমাপ, যৌথ এলাকা ও সাধারণ সুযোগ-সুবিধা ভোগদখলের সমানাধিকার। পরিমাপ- ৭৬২ বর্গফুট।	₹ ২১,০১,৯৭৬/- ৩০ অক্টোবর, ২০২৬ অনুযায়ী	₹ ১৬,০০, ০০০/-	₹ ১,৬০, ০০০/-	২০ নভেম্বর, ২০২৬ সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টো	২৭ নভেম্বর, ২০২৬ সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে শুরু

অনলাইন নিলাম প্রক্রিয়াটি আমাদের নিলাম এজেন্সি মেসার্স ভ্যালু ট্রাস্ট ক্যাপিটাল সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড (ইউআরএল লিঙ্ক: https://BidDeal.in)-এর ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আয়োজিত হবে। এতদ্দ্বারা সংশ্লিষ্ট বন্ধকদাতাগণ/ বিজ্ঞপ্তি গ্রহীতাগণকে ২৬ নভেম্বর, ২০২৬ বিকেল ৫টার মধ্যে সম্পূর্ণ বকেয়া অর্থাঙ্ক সুদসমেত পরিশোধের জন্য শেষ সুযোগ দেওয়া হল, অন্যথায় নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী এই সুরক্ষিত পরিসম্পদ বিক্রি করা হবে।

সম্ভাব্য ডাকদাতা(গণ)-কে অবশ্যই ওপরে উল্লিখিতমতো (ওপরের টেবিলের কলাম নং 'E' দ্রষ্টব্য) বায়না জমা বাবদ অর্থাঙ্ক (ইএমডি) ডিমান্ড ড্রাফট (ডিডি) রূপে আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, রিজিওনাল প্রসেসিং সেন্টার, বিপি-৪, টেকনোপলিস বিল্ডিং, ফ্লোর নং ১৩, সেক্টর ৫, সল্ট লেক, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০৯১ ঠিকানাস্থিত অফিসে ২৬ নভেম্বর, ২০২৬ বিকেল ৫টার মধ্যে জমা দিতে হবে এবং তার পরে সর্বশেষ ২৬ নভেম্বর, ২০২৬ বিকেল ৫টার মধ্যে ওপরে লেখা ওয়েবসাইটে নিজেদের দরপ্রস্তাব ইএমডি জমার প্রমাণ হিসেবে ব্যাঙ্কের তরফে প্রাপ্তিস্বীকার করা ডিমান্ড ড্রাফটের স্ক্যান করানো কপি সমেত দাখিল করতে হবে। অনুগ্রহপূর্বক খেয়াল রাখবেন, সম্ভাব্য ডাকদাতা(গণ) ওয়েবসাইটের মাধ্যমে দরপ্রস্তাব জমা দিতে না পারলে টেন্ডার ডকুমেন্টের স্বাক্ষরিত কপি স্ক্যান করিয়ে সর্বশেষ ২৬ নভেম্বর, ২০২৬ বিকেল ৫টার মধ্যে আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, রিজিওনাল প্রসেসিং সেন্টার, বিপি-৪, টেকনোপলিস বিল্ডিং, ফ্লোর নং ১৩, সেক্টর ৫, সল্ট লেক, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০৯১ ঠিকানায় জমা দিতে হবে। ইএমডি বাবদ অর্থাঙ্ক কোনও রাষ্ট্রায়ত্ত/তফসিলভুক্ত ব্যাঙ্ক থেকে 'ICICI Bank Limited'-এর অনুকূলে Kolkata-তে প্রদেয় ডিমান্ড ড্রাফট/ পে-অর্ডার রূপে জমা দিতে হবে। সম্পত্তি পরিদর্শন, নিলামের শর্ত ও নিয়মাবলি অথবা টেন্ডার জমা দেওয়া সংক্রান্ত প্রশ্নের পরিষ্কার উত্তর পেতে অনুগ্রহপূর্বক আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর প্রতিনিধির সঙ্গে ৯৬৪৩৮০৬৭৬১ নম্বরে যোগাযোগ করবেন।

কোনও কারণ না দেখিয়ে যে কোনও অথবা সমস্ত দরপ্রস্তাব বাতিল করার অধিকার অনুমোদিত আধিকারিকের থাকবে। বিক্রির শর্ত ও নিয়মাবলি বিশদে জানতে অনুগ্রহপূর্বক এই ওয়েবসাইট দেখুন: www.icicibank.com/n4p4s।

তারিখ: ৬ নভেম্বর, ২০২৬
স্থান: শিলিগুড়ি ও সাঁকরাইল (পশ্চিমবঙ্গ)

অনুমোদিত আধিকারিক
আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড

পंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक! | punjab national bank ...the name you can BANK upon!

ব্রাঞ্চ অফিস: এআরএমবি নদিয়া
১/৪, পণ্ডিত এল কে মৈত্র রোড, কৃষ্ণনগর, নদিয়া-৭৪১১০১
ই-মেল: cs8286@pnb.co.in, ফোন: ৯০০২৬৯০২৮৯ / ৯৩৮২১৬৩২৮৪

ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(৬)-এর সংস্থানসমূহ-সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে স্থাবর পরিসম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)-এর জ্ঞাতার্থে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধক রাখা/ দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত বিবরণযুক্ত এবং এই ব্যাঙ্ক/সুরক্ষিত ঋণদাতার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা গঠনমূলক/বাস্তবিক/প্রতীকী দখল নেওয়া নিম্নলিখিত স্থাবর সম্পত্তিগুলি সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)-এর থেকে এই ব্যাঙ্ক/সুরক্ষিত ঋণদাতার পাওনা অর্থাঙ্ক পুনরুদ্ধারের জন্য নীচে লেখা তারিখে **'যেখানে আছে', 'যা কিছু আছে'** এবং **'যেমন আছে'** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। নীচের টেবিলে প্রতিটি সম্পত্তির নির্ধারিত সংরক্ষণ মূল্য ও বায়না জমা (ইএমডি) উল্লেখ করা হয়েছে।

সুরক্ষিত পরিসম্পদের তফসিল

লট নং	শাখার নাম / অ্যাকাউন্টের নাম / ঋণগ্রহীতা / জামিনদার/ অ্যাকাউন্টের নাম	বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ / স্বত্বধারকের নাম [সম্পত্তি(গুলি)র বন্ধকদাতাগণ]	ক) সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২-এর ১৩(২) ধারাধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) ১৩(২) ধারাধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী বকেয়া অর্থাঙ্ক গ) সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২-এর ১৩(৪) ধারাধীনে দখলের তারিখ ঘ) দখলের প্রকৃতি (প্রতীকী/ বাস্তবিক/ গঠনমূলক)	ক) সংরক্ষণ মূল্য (লক্ষ টাকায়) / খ) ইএমডি (ইএমডি জমার শেষ তারিখ) / গ) বিড বাড়ানোর মূল্য	ই-নিলামের তারিখ ও সময়	সুরক্ষিত ঋণদাতার জানা দায় (যদি থাকে)
১	শাখা অফিস: ১২৮০১০- কৃষ্ণনগর (পূর্বতন ওবিসি) মেসার্স গিরিরাজ বিল্ডার (অ্যাকাউন্ট নং: ১২৮০৭০২১০০০০৪১ এবং ১২৮০৭০২৫০০১২৪২) মেসার্স গিরিরাজ বিল্ডার (ঋণগ্রহীতা) প্রোপ্রাইটর: মিঃ মানবেন্দ্র কুমার পোদ্দার, পিতা- নৃপেন্দ্রনাথ পোদ্দার নিবাস: রুদ্রপাড়া, গৌরনগর, পোঃঅঃ- শ্রীমায়াপুর, থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদিয়া, পিন- ৭৪১৩১৩ মিঃ মানবেন্দ্র কুমার পোদ্দার (প্রোপ্রাইটর ও জামিনদার), পিতা- মিঃ নৃপেন্দ্রনাথ পোদ্দার, রুদ্রপাড়া, গৌরনগর, পোঃঅঃ- শ্রীমায়াপুর, থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদিয়া, পিন- ৭৪১৩১৩ মিসেস অলিকৃষ্ণ দেবী দাসী ওরফে অঞ্জনা লালওয়ানি (জামিনদার), পিতা- গোলাপ লালওয়ানি, গ্রাম- গৌরনগর, পোঃঅঃ- শ্রীমায়াপুর, থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদিয়া, পিন- ৭৪১৩১৩ মিঃ শ্যামল গোলদার (জামিনদার), পিতা- হরিপদ গোলদার, রুদ্রপাড়া, গৌরনগর, পোঃঅঃ- শ্রীমায়াপুর, থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদিয়া, পিন- ৭৪১৩১৩ মিঃ অসীম ঘোষ (জামিনদার), গ্রাম- গঙ্গাডাঙ্গা, পোঃঅঃ- শ্রীমায়াপুর, থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদিয়া, পিন- ৭৪১৩১৩	<u>সম্পত্তি নং ১:</u> নিম্নোক্ত জমি ও বাড়ি যার অবস্থান: জে এল নং ৫, মৌজা- রুদ্রপাড়া, এল আর খতিয়ান নং ৬৮৭২ ও ৭০৬২, আর এস প্লট নং ২২৭৯/৪৮৮৮ ও ২২৭৯/৪৮৮৯, এল আর প্লট নং ২৯২৪ ও ২৯২৫, জমির পরিমাপ- ১২.৫০ ডেসিমেল, জমির প্রকৃতি- বাড়ি, ২০১৩ সালের দলিল নং I-২১৬ এবং ২০০৫ সালের দলিল নং I-৭৬৪ অনুযায়ী সম্পত্তির স্বত্বধারক: মানবেন্দ্র কুমার পোদ্দার এবং অলিকৃষ্ণ দেবী দাসী ওরফে অঞ্জনা লালওয়ানি। চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর- ১২ ফুট চওড়া পঞ্চায়েতি রাস্তা; দক্ষিণ- ১২ ফুট চওড়া পঞ্চায়েতি রাস্তা; পূর্ব- অন্যের বাড়ি; পশ্চিম- ললিত মাধব দাসের বাড়ি। বর্তমানে এই ভূসম্পত্তিতে অন্তর্ভুক্ত উক্ত জমিতে নির্মিত একটি জি+৯ তলবিশিষ্ট বাড়ি, যার মধ্যে ১১টি ফ্ল্যাট অর্থাৎ, ফ্ল্যাট নং ২এ, ২এফ, ৩এ, ৩ই, ৪সি, ৫এ, ৬এ, ৬ডি, ৭বি, ৭সি ও ৭ডি ব্যাঙ্কের আগাম অনুমতি নিয়ে ইতিমধ্যেই বিক্রি করা হয়ে গেছে। সম্পত্তির বাকি অংশ বিক্রি করা হচ্ছে। <u>সম্পত্তি নং ২:</u> নিম্নোক্ত ফাঁকা জমি যার অবস্থান: জে এল নং ১৩, মৌজা- মোল্লাপাড়া, খতিয়ান নং ১৪৯৫ ও ১৪৯৬, প্লট নং ৫৯০, ৬২১, ২৪০/৬৯৫, ৫৯০/৭১২, ৫৯০/৭২২, জমির পরিমাপ- ১৯.৩৪ ডেসিমেল, ২০০২ সালের দলিল নং I-২৫৪২ অনুযায়ী সম্পত্তির যৌথ স্বত্বাধিকারী মানবেন্দ্র পোদ্দার ও শ্যামল গোলদার। চৌহদ্দি: উত্তর- বাঁধের রাস্তা; দক্ষিণ- জলঙ্গি নদী; পূর্ব- সাত্তার শেখ ও ইমরান শেখের ফাঁকা জমি; পশ্চিম- ইতুল্লা শেখ ও অন্যদের ফাঁকা জমি।	ক) ১২.০৪.২০১৭ খ) ₹৪,০৬,৮৩,৬০৫.০০ তৎসহ পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ গ) ১৩.০৯.২০১৭ ঘ) প্রতীকী	সম্পত্তি নং ১ ক) ₹১,৫৫,০৭,০০০.০০ খ) ₹১৫,৫০,৭০০.০০ গ) ₹১০,০০০.০০ সম্পত্তি নং ২ ক) ₹৭,৫৬,০০০.০০ খ) ₹৭৫,৬০০.০০ গ) ₹১০,০০০.০০	২৬.১১.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে	ব্যাঙ্কের জানা নেই

শর্ত ও নিয়মাবলি:

এই বিক্রি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-তে নির্ধারিত শর্ত ও নিয়মাবলির পাশাপাশি নিম্নলিখিত শর্তসাপেক্ষ হবে:

১. সম্পত্তিগুলি **'যেখানে যেমন আছে', 'যা কিছু আছে' এবং 'যেভাবে আছে'** ভিত্তিতে বিক্রি করা হচ্ছে।

২. ওপরের তফসিলে প্রদত্ত সুরক্ষিত পরিসম্পদগুলির বিবরণ অনুমোদিত আধিকারিকের সর্বসেরা জ্ঞান ও তথ্যানুসারে বর্ণিত হয়েছে। তবে এই ঘোষণাপত্রে কোনও প্রকার ত্রুটি, ভুল বিবৃতি বা অনুল্লেখের জন্য অনুমোদিত আধিকারিক জবাবদিহি করতে দায়বদ্ধ থাকবেন না।

৩. এই বিক্রি ২৬.১১.২০২৬ তারিখে সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টের মধ্যে **https://www.baanknet.com** ওয়েবসাইটে দেওয়া ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা আয়োজিত হবে।

৪. বিক্রির বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য অনুগ্রহপূর্বক **https://www.baanknet.com** এবং **https://www.pnb.bank.in** ওয়েবসাইট দেখুন। ই-নিলাম চলার সময় আপসমূলক বিডিংয়ে বিডাররা সর্বশেষ বিডে প্রস্তাবিত অর্থমূল্যের ওপর ওপরে উল্লিখিত বিড বাড়ানোর অর্থমূল্যের গুণিতকে উচ্চতর বিড পেশের সুযোগ পাবেন। পরবর্তী উচ্চতর বিড পেশের জন্য ৫ মিনিট সময় দেওয়া হবে এবং সর্বশেষ উচ্চতম বিড পেশের পর ৫ মিনিট সময়সীমার মধ্যে কোনও বিডার উচ্চতর বিড পেশ না করলে ই-নিলাম বন্ধ করে দেওয়া হবে।

৫. বিক্রির শর্ত ও নিয়মাবলি সম্পর্কিত প্রশ্নের ব্যাখ্যা পেতে আগ্রহী বিডারগণ অনুগ্রহপূর্বক এই ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করবেন: **মিঃ অনীশ কুমার, মোবাইল:** ৯০০২৬৯০২৮৯; **মিঃ যীশু বিশ্বাস, মোবাইল:** ৯৩৮২১৬৩২৮৪।

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট অ্যামেন্ডমেন্ট রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(৬) ও ৯(১) অধীনে ৩০/১৫ দিনের বিধিবদ্ধ বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

তারিখ: ০৫.১১.২০২৬; স্থান: কৃষ্ণনগর

অনুমোদিত আধিকারিক, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, সুরক্ষিত ঋণদাতা

সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২-এর রুল ৮(৬) ও রুল ৯(১) অধীনে বিধিবদ্ধ বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

EXECUTIVE OFFICER
HABRA - II PANCHAYAT SAMITY
Guma, North 24 Parganas

ABRIDGED TENDER NOTICE

Habra - II Panchayat Samiti invites sealed Tender from bonafide participants by NIT bearing **e-NIT No. WBNPG/HABRA-II PS/N-4/2026-27, Dated : 04.11.2026.** For further details please go through website : **http://etender.wb.nic.in** and office Notice Board.

By order
Executive Officer,
Habra - II Panchayat Samiti

OFFICE OF THE
BANSPOLE GRAM PANCHAYAT
P. O. - Putia, North 24 Parganas

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি

মেমো নং ঃ 87/BGP/2026 Dt. 04.11.2026, 88/BGP/2026 Dt. 04.11.2026, অনুযায়ী 16th CFC Fund-এর E-Tender আহ্বান করা হয়েছে। ইচ্ছুক Agency গণকে tenders.wb.gov.in দেখার জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হইল।

Sd/-
Executive Assistant
Banspole Gram Panchayat

Notice Inviting Tender
Online

Executive Assistant, Prithiba Gram Panchayat under Habra-I Development Block, North 24 Parganas, invites Tender against **N.I.T No.: PRI GP/07/NIT/XV th CFC (Untied)/26-27, PRI GP/173/NIT/XV th CFC (Untied)/Nov.-26.** Date of Publishing : **04.11.2026.** Start Date of Downloading Documents : **04.11.2026.** Last Date of Submission of Bid: **11.11.2026.** Details can be viewed in **tenders.wb.gov.in**

Sd/-
EA, Prithiba Gram Panchayat

Notice Inviting Tender
Online

Executive Assistant, Prithiba Gram Panchayat under Habra-I Development Block, North 24 Parganas, invites Tender against **N.I.T No.: PRI GP/06/NIT/XV th CFC (Tied)/26-27, PRI GP/172/NIT/XV th CFC (Tied)/Nov.-26.** Date of Publishing : **04.11.2026.** Start Date of Downloading Documents : **04.11.2026.** Last Date of Submission of Bid: **11.11.2026.** Details can be viewed in **tenders.wb.gov.in**

Sd/-
EA, Prithiba Gram Panchayat

Notice Inviting Tender
Online

Executive Assistant, Prithiba Gram Panchayat under Habra-I Development Block, North 24 Parganas, invites Tender against **N.I.T No.: PRI GP/05/NIT/XV th CFC (Tied)/26-27, PRI GP/171/NIT/XV th CFC (Tied)/Nov.-26.** Date of Publishing : **04.11.2026.** Start Date of Downloading Documents : **04.11.2026.** Last Date of Submission of Bid: **11.11.2026.** Details can be viewed in **tenders.wb.gov.in**

Sd/-
EA, Prithiba Gram Panchayat

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING TENDER

West Bengal Medical Services Corporation Ltd. is inviting electronic bids for the procurement of indelible ink marker pens as per details indicated in below:

Item (Qty): Indelible ink marker pens (150000 nos.) Bid Ref. No. WBMSCL/NIT-882/2026; dated - 03.11.2026. Remarks: 2nd call of bid ref. no. WBMSCL/NIT-734/2026 dated 31.08.2026. Interested Bidders may see the last date of submission of bid and download the tender document and submit their bids online at the website www.tenders.wb.gov.in The tender document may also be downloaded from the websites www.wbhealth.gov.in and www.wbmsc.gov.in Sd/- General Manager, WBMSCL & Addl. Secretary, H&FW Dept. **ICA-T19684(3)/2026**

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
INFORMATION WANTED



This is the photograph of **Budhu Singh,** Father's Name - **Sankar Singh,** of Barabani gate, PS - Barabani, Dist - Paschim Bardhaman, Asansol Railway Station area under PS - Asansol South, Dist - Paschim Bardhaman, Who has been missing since Approx 14 (Fourteen) days ago, Asansol Railway Station area under PS - Asansol South, Dist - Paschim Bardhaman, Description of this Missing person is :**Age**- 03 Months, **Sex** - male, **Complexion**- Normal, **Hight** - 1.5 Feet, **Build** - Normal, **Hair** - Normal Black , **Wearing**-Yellow Towel. Please inform whereabouts of the Missing person contact SI Santi Ranjan Ghosh, I.O of the case, Asansol (South) PS, ADPC

ICA-D 1699(3)/2026

AXIS BANK
অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক
এসি মার্কেট বিল্ডিং; ৪র্থ তলা; ১, শেক্সপীয়র সরণি; কলকাতা – ৭০০ ০৭১; টেলিফোন: (মোবাইল) +৯১ ৯৮৩০৫ ৩৮৪০৯

সংশোধনী

'আজকাল' সংবাদপত্রে ০৩.১১.২০২৬ তারিখে প্রকাশিত মেসার্স জেবি পটেটো ভাণ্ডার (মালিক: যাদব ভাওয়াল)-এর দখল বিজ্ঞপ্তির প্রসঙ্গে এই বিজ্ঞপ্তিটি দেওয়া হচ্ছে। দখল (প্রতীকী) বিজ্ঞপ্তির তারিখে একটি মুদ্রণজনিত ত্রুটি ছিল, যা ৩১.১০.২০২৬-এর পরিবর্তে ৩০.১০.২০২৬ হবে। বাকি বিষয় অপরিবর্তিত রয়েছে। এই অসুবিধার জন্য আমরা দুঃখিত।

পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক punjab national bank

সার্কল অফিস খড়্গপুর, এসএএম বিভাগ, ৫ম তলা, এমএস টাওয়ার ২, এইচপি পেট্রল পাম্পের কাছে, অটওয়াল রিয়েল এস্টেট ওটি রোড, ইন্দা, খড়্গপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন ৭২১৩০৫, email: cs8262@pnb.co.in

সংশোধনী

০১.১১.২০২৬ তারিখে এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তিতে ক্রমিক নং ২১-এ কেশিয়ারি শাখার (২৩২২০০) মেসার্স তারা এন্টারপ্রাইজ অ্যাকাউন্টে ঋণগ্রহীতার সম্পত্তির ২৬.১১.২০২৬ তারিখে নির্ধারিত নিলামের তারিখটি কিছু কারিগরি কারণে প্রত্যাহার ও বাতিল করা হয়েছে, তবে বাকি সমস্ত নিলামের সামগ্রী অপরিবর্তিত থাকবে।

প্রমোদ কুমার মাঝি
তারিখ: ০৫.১১.২০২৬ অনুমোদিত অফিসার, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক
স্থান: খড়্গপুর সিও: খড়্গপুর: সুরক্ষিত পাওনাদার

হলমার্ক যাচাই করে গয়না কেনার পরামর্শ দিচ্ছে বিআইএস

এ বছরের ধনতেরাসে ভারতীয় মানক ব্যুরো (বিআইএস), পূর্বাঞ্চলীয় কার্যালয়, কলকাতা সকলের কাছে শুধুমাত্র হলমার্কযুক্ত সোনা ও রুপোর গয়না কেনার আবেদন জানাচ্ছে। বিআইএস–এর তরফে জানানো হয়েছে, অলঙ্কার কেনার সময় ৩টি বিশেষ চিহ্ন ভালভাবে দেখে নিতে হবে। যেমন– সোনার গয়নার ক্ষেত্রে বিআইএস মানক চিহ্ন, ক্যারাট ও ফাইননেসে বিশুদ্ধতা (যেমন– 22K916 এবং ৬ অঙ্কের এইচইউআইডি), রুপোর ক্ষেত্রে 'SILVER' লেখা সমেত বিআইএস মানক চিহ্ন, বিশুদ্ধতার গ্রেড (যেমন 990) এবং ৬ অঙ্কের এইচইউআইডি (রুপোর হলমার্কিং ঐচ্ছিক) অবশ্যই দেখে নেওয়া দরকার। ক্রেতারা বিআইএস কেয়ার অ্যাপে HUID লিখে গয়নার বিশুদ্ধতা যাচাই করতে পারবেন অথবা অভিযোগও জানাতে পারবেন।



ড. মীনাক্ষী গণেশন
উপমহানির্দেশক, বিআইএস

বিআইএস–এর ইতিহাসে প্রথম মহিলা উপমহানির্দেশক ড. মীনাক্ষী গণেশন জানিয়েছেন, 'হলমার্ক আপনার বিশুদ্ধতার নিশ্চয়তা। তিনটি চিহ্ন দেখে নিন এবং বিআইএস কেয়ার অ্যাপে যাচাই করুন। কয়েক সেকেন্ডেই প্রতিটি কেনাকাটা হবে আরও সুরক্ষিত।'

BANK OF BARODA
বैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda

এপিসি রোড শিয়ালদহ শাখা
৫৩ এপিসি টাওয়ার প্লাজা, সূর্য সেন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০৯

সংশোধনী

প্রযুক্তিগত কারণে, ঋণগ্রহীতা সন্দীপ কুমার রায়ের হুন্ডাই আই ২০ স্পোর্টজ গাড়ির ই-নিলামের জন্য ০৬.১০.২০২৬ তারিখে এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিটি প্রত্যাহার ও বাতিল করা হল, যা ০৭.১১.২০২৬ তারিখে বাঙ্কনেট পোর্টালে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল।

তারিখ: ০৬.১১.২০২৬ অনুমোদিত অফিসার

পূর্ব রেলওয়ে

নং. এমসি/৫৯/এনপিও রিপেয়ার/ইউডিএল/২০২৬-২৮ তারিখ : ০৩.১১.২০২৬। সিনিয়র ডিভিসনাল মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল, স্টেশন রোড, আসানসোল, পিন- ৭১৩৩০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে : **টেন্ডার নং : এমসি-৫৯-এনপিও-ইউডিএল-২০২৬-২৮; কাজের নাম :** "আসানসোল ডিভিসনে অন্ডাল এলাকার এনপিও এবং আরওএইচ ও সিক লাইনের অপ্রধান কাজকর্মের আউটসোর্সিং"; **টেন্ডার মূল্য (জিএসটি সহ) :** ১৩,৬৬,০৫,৪৯৪.১৮ টাকা; **বায়না অর্থ :** ২৭,৩২,১০০.০০ টাকা; **টেন্ডার নথির মূল্য :** শূন্য; **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ :** ২৪ মাস; **বন্ধের ও খোলার তারিখ :** ২৫.১১.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩ টেয়। রেলওয়ে ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in - এ সম্পূর্ণ বিশদ পাওয়া যাবে।

(ASN-312/2026-27)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in - এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING e-TENDER

NIeT No.: PGM of NT of 2026-27 (2nd Call) WBMDFC invites e- Tenders from bonafide, reputed agencies for Promotion in sale of the handicraft /products of the Beneficiary of WBMDFC and assistance in running the centre at Shilpakunja, Nazrul Tirtha, Action Area-1A, Newtown, Kolkata-700 156. Last date of submission of bid is 23.11.2026 up to 5.30 p.m. Corrigendum or addendum, if any, will be uploaded only on the e-procurement portal & Corporation's website. For more details pls. visit at www.wbmdfc.org and http://wbtenders.gov.in Toll Free No. 1800-120-2130. Sd/- Managing Director. **ICA-T19676(3)/2026**

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-NIT No: KMDA/CIVIL/04/EE/CRS/ E&AM of 2026-27

Online e-Tender is invited by the Executive Engineer, CRS Division, E&AM Sector, KMDA, Block-G, Ground floor, Unnayan Bhavan, Bidhannagar, Kolkata-700091, from reliable, resourceful, bonafied, eligible and experienced firms / companies / individual contractors, for the work, **Name of Work, Estimated Amount, Earnest Money, Time of Completion,** Maintenance as well as Upkeeping of "Boimela Prangan" at Central Park, Bidhannagar, Kolkata-700091 for the year 2027., Rs.9,66,309, Rs.19,327/-, 365 days, **Last date & time of Online Bid submission:** 17.11.2026 Time: 14:30 hrs., for details contact the above office or visit both websites. (KMDA-711)
www.kmda.wb.gov.in
www.wbtenders.gov.in ICA-T19690(3)/2026

TENDER NOTICE

WBCADC is inviting Percentage rate e-tender for Construction of Mushroom Production Unit under PM-RKVY Fund at WBCADC Haringhata Project, [NIT No.- 16/2026-27, Tender Amount Rs. 5,99,266.00]. The intending tenderers will have to collect the tender documents within 17.11.2026 Up to 16.30 hours by downloading through the website stated below-[Tender Id-2026_PRD_5083746_1].

Website- www.tenders.wb.gov.in

Sd/-
ADMINISTRATIVE SECRETARY
WBCADC

পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন ই-টেন্ডার নোটিশ নং. : ১৪৫ তারিখ : ০৪.১১.২০২৬। সিনিয়র ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর- ঝলঝলিয়া, জেলা- মালদা, পিন- ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে : **টেন্ডার নং.: ১৪৫-এমএলডিটি-২৬ - ২৭; স্থান সহ কাজের নাম :** সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/কো-অর্ড/মালদা, পূর্ব রেলওয়ের অধিক্ষেত্রের অধীনে বাকুড়ি/পাকুড় খাদান থেকে সব ধরনের আনুষঙ্গিক খরচ সহ বিওবিওয়াইএন ওয়াগনে ১৩৫০০০ ঘন মিটার যন্ত্রে গুঁড়ো করা শক্ত ট্রাক ব্যালাস্ট পাথর সরবরাহ, পরিচালনা ও বোঝাই করার কাজের ওপেন ই-টেন্ডার; **টেন্ডার মূল্য :** ২৬,৭৭,১০,৪০০.০০ টাকা; **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় :** ২৬.১১.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩.৩০ মিনিটে; ওয়েবসাইট বিবরণ ও নোটিস বোর্ড www.ireps.gov.in/ **ডিআরএম অফিস /মালদা টাউন।** টেন্ডারদাতাগণকে ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তিগুলি পড়ে দেখতে বলা হচ্ছে।

(MLD-239/2026-27)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in - এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর - ঝলঝলিয়া, জেলা- মালদা, পিন - ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক প্রখ্যাত অভিজ্ঞ এবং আর্থিকভাবে সঙ্গতিসম্পন্ন সংস্থা/ এজেন্সি/ঠিকাদারদের নিকট থেকে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করা হচ্ছে : **টেন্ডার নং : ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৪৮২; কাজের নাম :** 'অমৃত ভারত স্কিমের অধীনে সাবৌর, কহলগাঁও, বাঁকা এবং গোড্ডা স্টেশনের (এইএন/ভাগলপুর) সফ্টওয়্যার আধুনিকীকরণের পিএইচ-I-এর অবশিষ্ট অংশের কাজ'-এর পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক কাজ; **টেন্ডার মূল্য :** ২,৩৮,৩৭,৯৩৪.৩২ টাকা; **বায়না অর্থ :** ৪,৭৬,৮০০.০০ টাকা; **টেন্ডার নথির মূল্য :** শূন্য; **ই-টেন্ডার দাখিলের তারিখ ও সময় :** ১৬.১১.২০২৬ তারিখ থেকে ৩০.১১.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩টে ৩০ মিনিট পর্যন্ত। **ওয়েবসাইট বিবরণ ও নোটিশ বোর্ড:** ওয়েবসাইট : www.ireps.gov.in নোটিশ বোর্ড: **সিনি. ডিইই (জি)/পূর্ব রেলওয়ে/অফিস/মালদা টাউন।** টেন্ডারদাতাদের www.ireps.gov.in-এ বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ও নথি পড়ে দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনো অবস্থাতেই হাতেহাতে দাখিল করা প্রস্তাব গৃহীত হবে না।

(MLD-236/2026-27)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in - এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক punjab national bank
...भरोसे का प्रतीक | ...the name you can BANK upon!

জিএডি, সার্কল অফিস, খড়্গপুর, ৪ নং ফ্লোর, এমএস টাওয়ার–১, অটওয়াল বিল্ডিং, ওটি রোড, খড়্গপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর–৭২১৩০৫, ফোন: ০৩২২২–২৬১২০৪, ২৬১২০৫, এক্সটেনশন ৩১৮ ও ৩১৯, ই–মেল: cokgpgad@pnb.bank.in

প্রেমিসেস আবশ্যক

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের ইতিমধ্যেই নির্মিত এবং ভাল নির্মাণযুক্ত হল টাইপ বিল্ডিংয়ের ১২০০ থেকে ১৬০০ বর্গফুট কার্পেট এরিয়া বিশিষ্ট (১৫ বছর বা তারও বেশি সময়সীমার জন্য দীর্ঘমেয়াদি ইজারায়) প্রেমিসেস ইজারা বা ভাড়ায় আবশ্যক। প্রেমিসেসটি **কলাইকুণ্ডা, শালিকা, জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭২১৩০৪** ঠিকানায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রথম তলে হতে হবে। বিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষের থেকে প্রস্তাবিত প্রেমিসেসের যাবতীয় ছাড়পত্র থাকা আবশ্যক। কাঙ্ক্ষিত এলাকায় এই ধরনের প্রেমিসেসের যে সকল আগ্রহী ভূস্বামী বা রেজিস্টার্ড পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি ধারকগণ তাঁদের প্রাপ্তব্য প্রেমিসেস ১৫ বছর বা তারও বেশি সময়সীমার জন্য দীর্ঘমেয়াদি ইজারায় দিতে ইচ্ছুক, তাঁরা ব্যাঙ্কের **www.pnbindia.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ নির্ধারিত বয়ানে তাঁদের প্রস্তাব পাঠাতে পারেন যা উপরিলিখিত ঠিকানা থেকেও যে কোনও কাজের দিনে অফিস চলার মেয়াদে সংগ্রহ করা যাবে। যথাযথভাবে পূরণ করা ও স্বাক্ষরিত পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব খামে ভরে মুখবন্ধ অবস্থায় উপরিলিখিত ঠিকানায় নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছে **সর্বশেষ ১৩.১১.২০২৬ (বিকাল ৫টা পর্যন্ত)** জমা দিতে হবে। ব্যাঙ্কের তরফে কোনও ব্রোকারেজ দেওয়া হবে না। কোনও কারণ না দেখিয়ে যে কোনও বা সমস্ত প্রস্তাব গ্রহণ বা বাতিলের একচ্ছত্র অধিকার ব্যাঙ্কের থাকবে।

তারিখ: ০৬.১১.২০২৬ স্বাঃ– চিফ ম্যানেজার

ফর্ম 'জি'
পশ্চিমবঙ্গের আলিপুরদুয়ারে চা পণ্য উৎপাদনে নিযুক্ত বক্সা ডুয়ার্স টি কোং (ইন্ডিয়া) লিমিটেড–এর জন্য আগ্রহ প্রজ্ঞাপন আমন্ত্রণ
[ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি (ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রোসেস ফর কর্পোরেট পারসনস) রেগুলেশনস, ২০১৬ এর রেগুলেশন ৩৬এ(১) অধীনে]

ক্রম নং	দরকারি তথ্যাবলি	
১	কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার নাম এবং সিআইএন/প্যান	বক্সা ডুয়ার্স টি কোং (ইন্ডিয়া) লিমিটেড, প্যান–AABCT2459A,সিআইএন–U15491WB1975PLC029843
২	রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা	ওম প্যালেস রামকৃষ্ণ সরণি, আশ্রমপাড়া, শিলিগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭৩৪০০১।
৩	ওয়েবসাইটের ইউআরএল	নেই
৪	সিংহভাগ স্থায়ী সম্পদ যেখানে অবস্থিত, সেই স্থানের বিশদ বিবরণ	সিংহভাগ স্থায়ী সম্পদ যেখানে অবস্থিত: **১) কালচিনি টি এস্টেট,** কালচিনি পোঃ, আলিপুরদুয়ার, ৭৩৫২১৭, **২) রাইমাটাং টি এস্টেট,** কালচিনি পোঃ, আলিপুরদুয়ার, ৭৩৫২১৭
৫	মূল পণ্য/পরিষেবার ইনস্টলড ক্ষমতা	আরপির তথ্য মাফিক ক্ষমতা বার্ষিক ৩৬ লাখ কেজি (সিটিসি চা)।
৬	শেষ অর্থবর্ষে বিক্রিত মূল পণ্য/পরিষেবার পরিমাণ এবং অর্থমূল্য	শূন্য
৭	কর্মী/শ্রমিকের সংখ্যা	আরপির তথ্য মাফিক কর্মী ৩২৩৬ (আনু)
৮	সর্বশেষ উপলব্ধ দুই বছরের আর্থিক বিবৃতি (তফসিল সহ), ঋণদাতাদের তালিকা সম্পর্কিত বিশদ তথ্য যেখানে পাওয়া যাবে:	**বিশদ তথ্য জানতে ই মেল করুন–** cirp.buxadooars@gmail.com/kdutta.ip@gmail.com
৯	উক্ত কোডের ২৫(২)(এইচ) ধারাধীনে রেজোলিউশন আবেদনকারীদের যোগ্যতামান এখানে পাওয়া যাবে:	**বিশদ তথ্য জানতে ই মেল করুন–** cirp.buxadooars@gmail.com/kdutta.ip@gmail.com
১০	এক্সপ্রেশন অফ ইন্টারেস্ট প্রাপ্তির শেষ তারিখ	২১.১১.২০২৬
১১	সম্ভাব্য রেজোলিউশন আবেদনকারীদের প্রভিশনাল তালিকা জারির তারিখ	০১.১২.২০২৬
১২	প্রভিশনাল তালিকার বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশের শেষ তারিখ	০৬.১২.২০২৬
১৩	সম্ভাব্য রেজোলিউশন আবেদনকারীদের ফাইনাল তালিকা জারির তারিখ	১৬.১২.২০২৬
১৪	সম্ভাব্য রেজোলিউশন আবেদনকারীদের প্রতি ইনফরমেশন মেমোরান্ডাম, ইভ্যালুয়েশন ম্যাট্রিক্স এবং রিকোয়েস্ট ফর রেজোলিউশন প্ল্যানস জারির তারিখ	২১.১২.২০২৬
১৫	রেজোলিউশন প্ল্যান দাখিলের শেষ তারিখ	২০.০১.২০২৭
১৬	রেজোলিউশন প্রোফেশনালের কাছে রেজোলিউশন প্ল্যান দাখিলের ই মেল আইডি	cirp.buxadooars@gmail.com
১৭	এমএসএমই হিসেবে করপোরেট ডেটরের নথিভুক্তি স্থিতির বিশদ	UDYAM-WB-01-0001968

স্বা/– **কাঞ্চন দত্ত,**
রেজোলিউশন প্রোফেশনাল
বক্সা ডুয়ার্স টি কোং (ইন্ডিয়া) লিমিটেড– (সিআইআরপি–তে)
আইবিবিআই রেজি নং– IBBI/IPA-001/IP-P 00202/2017-18/10391
এএফএ বৈধ:৩১.১২.২০২৭ পর্যন্ত
রেজিস্টার্ড ঠিকানা:
চ্যাটার্জি ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, ১৫ তলা, ফ্ল্যাট নং ১৩এ
৩৩এ জে এল নেহরু রোড, কলকাতা ৭০০০৭১, পশ্চিমবঙ্গ
ই মেল– cirp.buxadooars@gmail.com

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ০৬.১১.২০২৬

WBSETCL
WEST BENGAL STATE ELECTRICITY TRANSMISSION COMPANY LIMITED
(A Government of West Bengal Enterprise)
Registered Office: Vidyut Bhavan, Block-DJ, Sector-II, Bidhannagar, Kolkata-700091
CIN: U40101WB2007SGC113474 • web: www.wbsetcl.in

E-TENDER FOR THE FOLLOWING WORKS ARE INVITED:-
Under the jurisdiction of SE & Area Manager, Midnapore Area Office (District - Paschim Medinipur)

NIT No.: MAO/2026-27/06 Date: 06.11.2026	Comprehensive repairing, maintenance (including inside and outside painting), roof treatment of B-1 quarter and allied work at Midnapore 220 kV sub-station.
NIT No.: MAO/2026-27/08 Date: 06.11.2026	Construction of foundation of 02 nos. 33 kV Bay and allied work at C.K Road 132 kV sub-station. ICA-T19663(2)/202

For the above mentioned NITs, bid documents can be downloaded from 06.11.2026, 06:00 P.M. and bids shall be submitted online up to 03:00 P.M., 03.12.2026. Visit the following websites - www.wbtenders.gov.in, www.wbsetcl.in for details.

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING e-QUOTATION

NIeQ REFERENCE NO:eNIT-055_PORT-246_2026-27. Name of Work: Online Notice Inviting Quotation for Temporary Construction, Electrification, Sound and IT, Toilet Block, Supply of Security to Organize State Level Khadi Mela, Kolkata 2026-27 under WBKVIB Estimated Amount (Rs): ₹ 66,67,606.00 Important Dates & Time Start: 04.11.2026 @ 18:00 hrs. End: 20.11.2026 @ 11:00 hrs. Open: 23.11.2026 @ 11:00 hrs. ICA-T19670(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING e-QUOTATION

NIeQ REFERENCE NO: eNIT-054_PORT-248_2026-27. Name of Work : Online Notice Inviting Quotation for Temporary Construction, Electrification, Sound and IT, Toilet Block, Supply of Security to Organize District Level Khadi Mela, Purba Mednipur, Contai 2026-27 under WBKVIB Estimated Amount (Rs) : ₹ 30,17,940.00 Important Dates & Time Start: 04.11.2026 @ 18:00 hrs. End: 17.11.2026 @ 11:00 hrs. Open: 20.11.2026 @ 11:00 hrs. ICA-T19671(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
E-TENDER NOTICE
OF WEST BENGAL STATE WAREHOUSING CORPORATION
(A STATUTORY CORPORATION)
OF SSE, W.B.S.W.C.
email :- ce-swc@wb.gov.in & se.wbswc@gmail.com

NIEQ No.-13 (2ND CALL) OF 2026-27 OF SE/WBSWC Tender ID-2026_WBSWC_1048138_1. Preparation of DPR regarding construction of 3764 MT food grain storage godown at Tarakeswar. LAST DATE OF SUBMISSION -21.11.2026. For detailed NIET see https://etender.wb.nic.in Sd/- Senior Superintending Engineer, West Bengal State Warehousing Corporation. ICA-T19675(3)/2026

WBPDCL
Corp. Id. No. U40104WB1985SGC039154

ANNUAL RATE CONTRACT FOR **REWINDING OF LT MOTORS (0.1 KW TO 22 KW), REPAIRING OF TERMINAL LEADS AND WINDING INSULATION OF MOTORS UP TO 160 KW, BKTPS**

Notice Inviting E-Tender
Ref No. WBPDCL/Tend-Adv/26-27/BKTPP/CC-6415. Dtd: 05/11/26
NIT No: WBPDCL/BKTPP/NIT/E4414/26-27

E-Tenders in prescribed format are invited at https://wbtenders.gov.in by GENERAL MANAGER-BKTPS, WBPDCL from eligible Agencies/Companies in 2-part bid system for the job **"ANNUAL RATE CONTRACT FOR REWINDING OF LT MOTORS (0.1 KW TO 22 KW), REPAIRING OF TERMINAL LEADS AND WINDING INSULATION OF MOTORS UP TO 160 KW, BKTPS."** Tender Document Download Start Date: 10.11.2026, 09:00 AM., Bid Submission End Date: 02.12.2026, 05:00 PM. Contact Person: Mr. Pinaki Mukherjee, Sr. Manager (PS) & HoD, CC/BkTPS/WBPDCL. Contact No.: 8336907014. E-mail: cc_bktps@wbpdcl.co.in. For details please visit: https://wbtenders.gov.in ICA-T19729(2)/2026

WBPDCL
Corp. Id. No. U40104WB1985SGC039154

PROCUREMENT OF SILICA GEL BREATHER FOR TRANSFORMERS

Notice Inviting E-Tender
Ref No. WBPDCL/Tend-Adv/26-27/BKTPP/CC-6419. Dtd: 05/11/26
NIT No: WBPDCL/BKTPP/NIT/OT/E4419/26-27

E-Tenders in prescribed format are invited at https://wbtenders.gov.in by the GENERAL MANAGER-BKTPP, WBPDCL from eligible Agencies / Companies in 2 Part bid system for **"Procurement of Silica Gel Breather for Transformers".** Tender Document Download Start Date: 13.11.26 at 12.00 Hrs. Bid Submission End Date: 01.12.26 at 15:00 Hrs. Contact Person: Mr. Subhro Sen, Sr. Mgr. (P.S)-Purchase, WBPDCL. Contact No.: 9830534969. E-mail: s.sen01@wbpdcl.co.in. For details please visit: https://wbtenders.gov.in ICA-T19733(3)/2026

স্টোর্স ই-প্রকিওরমেন্ট

নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ
১। **ই-টেন্ডার নং.ঃ** DB265686, **তারিখঃ** 03-11-2026। **আইটেম বিবরণঃ** এলএইচবি কোচের জন্য ডাম্প ভাল্ভ (টাইপ ডিভি১২)- এর ওভারহলিং কিট, এফটিআরটিআইএল পার্ট নং. এফটি০০৫১৫৭২-কে০০, যেখানে অ্যানেক্সার অনুযায়ী ১৬টি আইটেম রয়েছে। (পিবি নং.ঃ ২৮৭/২০২৬-২৭ -এর বিপরীতে আইটেম অনুযায়ী আরএসপি)। [ওয়্যারেন্টি সময়ঃ ডেলিভারির তারিখের পর ৩৬ মাস]। [পরিদর্শন এজেন্সিঃ টিপিআই, স্টেজ আইএনএসপিঃ না, স্টেজঃ ০]। **পিএল নং.ঃ** ৩৩৫১০৫৫৭০০১০। **প্রেরক**- এসএসই/এবিএস/ডিবিডব্লিওএস, এনএফআর (অসম)। **পরিমাণঃ** ১৪৪.০০ সেট, **বায়নার ধনঃ** ১,০৪,৭৮০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার **বন্ধ** হবেঃ ০১-১২-২০২৬ তারিখের ১১.৩০ ঘন্টায়।
বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে **https://ireps.gov.in** দেখুন।
ডেপুটি চিফ ম্যাটারিয়াল ম্যানেজার/ডিব্রুগড়
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

উত্তর-মধ্য রেলওয়ে

টেন্ডার নোটিস নং **JHS-N-W-87-26** তারিখ: ০৩.১১.২০২৬

ই–টেন্ডারিং টেন্ডার নোটিস

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তাঁর হয়ে ডিভিশনাল সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ার/ঝাঁসি, ডিআরএম অফিস, ঝাঁসি নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইন (ই–টেন্ডারিং)–এর মাধ্যমে মুখবন্ধ 'ওপেন টেন্ডার' আমন্ত্রণ করছেন।

ই–টেন্ডার নং: JHS-N-W-87-26, **কাজের বিবরণ:** ঝাঁসি ডিভিশনে বিনা–ডিএইচও সেকশনে দিব্যাঙ্গনের জন্য সকল বকেয়া সুবিধার সংস্থান (AGD, KOA, MXS, DUA, JLN, JRO, DWA, JHA, BJA, TBT, BPW, BAB, KHJ, BJI, KRQ, KTRA, ARI, BLNR, RRU, BAO এবং SANK স্টেশনগুলিতে)।

আনুমানিক খরচ: ₹১,০৭,৯৬,৩৬৪.৭৭	**বায়না জমা:** ₹২,১৫,৯০০/–
টেন্ডার ফর্মের মূল্য: শূন্য	**টেন্ডার খোলা:** ২৭.১১.২০২৬ সময় দুপুর ৩টা

গ্রহণের চিঠি ইস্যু করার পর থেকে শেষ করার মেয়াদ : ১২ মাস

(১) ২৭.১১.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টে পর্যন্ত অনলাইনে টেন্ডার জমা দেওয়া যাবে। (২) সম্পূর্ণ বিবরণ এবং বিড জমার জন্য অনুগ্রহপূর্বক ভারতীয় রেলওয়ের ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখুন।

2520/26 (MG)

North central railways @CPRONCR www.ncr.indianrailways.gov.in

---

Kamarhati Municipality
Phone No:- 2564-9580/8646,
Fax No:-033-2564-1361
E-mail ID:-kamarhati_municipality@rediffmail.com
1, M.M. Feeder Road, Rathtala, Kolkata-56
Date : 05.11.2026

Memo No – 550/KM/PW/26-27

E-TENDER NOTICE

E-Tender is invited by the Chairman, Kamarhati Municipality, North 24 Parganas Renovation works of Ajay Mukherjee Smriti Pathagar at pre. No. - 24, B.N. Ghoshal Road, Belgharia, Dist. - North-24 Parganas, Kol - 56 under ward no. - 21 within Kamarhati municipality.

NIT No- WBMAD/KM/PW/NIT-10(e)/26-27
**Tender ID No- 2026_MAD

বর্ধমান আঞ্চলিক কার্যালয়
২ নং ফ্লোর, ৫৪, জি টি রোড, ভাঙাকুঠি, জেলা : পূর্ব বর্ধমান, পিন-৭১৩১০১

ইজারায় প্রেমিসেসের আবশ্যকতার জন্য টেন্ডার আহ্বান বিজ্ঞপ্তি

ব্যাঙ্ক অফ বরোদা **সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর শাখা** স্থানান্তরের জন্য র‍্যাম্পের সুবিধাযুক্ত, ভি-স্যাটের জন্য জায়গা, ছাদে সোলার প্যানেলের জন্য জায়গা এবং পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ সহ **১৫০০-১৯৩০ বর্গফুট** এলাকার গ্রাউন্ড ফ্লোরের প্রেমিসেসের ভূস্বামী/পাওয়ার অফ অ্যাটর্নির পক্ষ থেকে প্রস্তাব আহ্বান করছে।
প্রস্তাবিত প্রেমিসেসগুলি ব্যবহারের জন্য ইতিমধ্যেই প্রস্তুত বা ২-৩ মাসের মধ্যে ব্যবহার-উপযোগী হতে হবে। আগ্রহী প্রস্তাবদাতারা **টেকনিক্যাল বিড ও প্রাইস বিড** শীর্ষাঙ্কিত দুটি পৃথক খামে ভরে মুখবন্ধ অবস্থায় তাঁদের প্রস্তাব সর্বশেষ **২৬.১১.২০২৬** বা তার আগে এই ঠিকানায় জমা দেবেন: **অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার, ব্যাঙ্ক অফ বরোদা, বর্ধমান রিজিয়ন, ২ নং ফ্লোর, ৫৪, জি টি রোড, ভাঙাকুঠি, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পিন-৭১৩১০১।** রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বা সরকারি দপ্তরের স্বত্বাধীন প্রেমিসেসগুলি অগ্রাধিকার পাবে (বিশদে জানতে আমাদের ওয়েবসাইট www.bankofbaroda.bank.in এর টেন্ডার সেকশনে লগ ইন করুন)। কোনও কারণ না দেখিয়ে যে কোনও প্রস্তাব গ্রহণ বা বাতিলের পূর্ণ অধিকার ব্যাঙ্কের থাকবে।

স্বাঃ-
স্থান: বর্ধমান অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার
তারিখ: ০৬.১১.২০২৬ বর্ধমান রিজিয়ন

বর্ধমান আঞ্চলিক কার্যালয়
২ নং ফ্লোর, ৫৪, জি টি রোড, ভাঙাকুঠি, জেলা : পূর্ব বর্ধমান, পিন-৭১৩১০১

ইজারায় প্রেমিসেসের আবশ্যকতার জন্য টেন্ডার আহ্বান বিজ্ঞপ্তি

ব্যাঙ্ক অফ বরোদা **বাঁকুড়া শাখা** স্থানান্তরের জন্য র‍্যাম্পের সুবিধাযুক্ত, ভি-স্যাটের জন্য জায়গা, ছাদে সোলার প্যানেলের জন্য জায়গা এবং পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ সহ **১৫০০-১৯৩০ বর্গফুট** এলাকার গ্রাউন্ড ফ্লোরের প্রেমিসেসের ভূস্বামী/পাওয়ার অফ অ্যাটর্নির পক্ষ থেকে প্রস্তাব আহ্বান করছে।
প্রস্তাবিত প্রেমিসেসগুলি ব্যবহারের জন্য ইতিমধ্যেই প্রস্তুত বা ২-৩ মাসের মধ্যে ব্যবহার-উপযোগী হতে হবে। আগ্রহী প্রস্তাবদাতারা **টেকনিক্যাল বিড ও প্রাইস বিড** শীর্ষাঙ্কিত দুটি পৃথক খামে ভরে মুখবন্ধ অবস্থায় তাঁদের প্রস্তাব সর্বশেষ **২৬.১১.২০২৬** বা তার আগে এই ঠিকানায় জমা দেবেন: **অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার, ব্যাঙ্ক অফ বরোদা, বর্ধমান রিজিয়ন, ২ নং ফ্লোর, ৫৪, জি টি রোড, ভাঙাকুঠি, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পিন-৭১৩১০১।** রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বা সরকারি দপ্তরের স্বত্বাধীন প্রেমিসেসগুলি অগ্রাধিকার পাবে (বিশদে জানতে আমাদের ওয়েবসাইট **www.bankofbaroda.bank.in** এর টেন্ডার সেকশনে লগ ইন করুন)। কোনও কারণ না দেখিয়ে যে কোনও প্রস্তাব গ্রহণ বা বাতিলের পূর্ণ অধিকার ব্যাঙ্কের থাকবে।

স্বাঃ-
স্থান: বর্ধমান অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার
তারিখ: ০৬.১১.২০২৬ বর্ধমান রিজিয়ন

RP-Sanjiv Goenka Group
Growing Legacies

RPSG VENTURES

RPSG Ventures Limited

CIN : L74999WB2017PLC219318
Registered Office: CESC House, Chowringhee Square, Kolkata - 700 001
Tel: (033) 2225 6040; Fax: (033) 2225 3495, Email ID: rpsgventures@rpsg.in; Website: www.rpsgventuresltd.com

EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF-YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER 2026

(Rs. in Crore)

PARTICULARS	Three months ended		Six months ended		Year ended
	30.09.2026 (Unaudited)	30.09.2025 (Unaudited)	30.09.2026 (Unaudited)	30.09.2025 (Unaudited)	31.03.2026 (Audited)
Total Income from operations	3,252.24	2,676.70	6,845.02	5,662.84	11,364.75
Net Profit/(Loss) for the period (before tax and exceptional items)	183.59	8.45	565.22	318.44	376.79
Net Profit/(Loss) for the period before tax (after exceptional items)	183.59	10.36	493.53	320.35	276.29
Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after exceptional items)	114.54	(41.13)	367.63	209.96	1.66
Total comprehensive income for the period	129.53	(17.43)	431.26	113.31	(45.58)
Paid-up Equity Share Capital (Face value of Rs. 10 each)	33.09	33.09	33.09	33.09	33.09
Other Equity as per latest audited Balance Sheet as at 31 March 2026					2,472.67
Earnings Per Share (EPS) (Rs.) (Face value of Rs.10 each)					
Basic - Profit attributable to owners of the equity	26.74*	(15.72)*	54.27*	9.39*	(41.70)
Diluted - Profit attributable to owners of the equity	26.74*	(15.72)*	54.27*	9.39*	(41.70)
* not annualised					

Notes :

1. Additional information on Standalone Financial Results :

(Rs. in Crore)

PARTICULARS	Three months ended		Six months ended		Year ended
	30.09.2026 (Unaudited)	30.09.2025 (Unaudited)	30.09.2026 (Unaudited)	30.09.2025 (Unaudited)	31.03.2026 (Audited)
Total Income from operations	91.86	71.00	173.70	142.92	533.44
Net Profit for the period (before tax and exceptional items)	2.70	2.80	4.01	10.74	245.95
Net Profit for the period before tax (after exceptional items)	2.70	2.80	4.01	10.74	245.95
Net Profit for the period after Tax (after exceptional items)	1.76	2.01	2.80	7.79	180.09
Total comprehensive income for the period	0.44	1.24	4.15	7.13	150.37

2. The above is an extract of the detailed Financial Results for the quarter and half-year ended on 30th September 2026 filed with Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of these Financial Results are available on the websites of Stock Exchanges (**www.nseindia.com** and **www.bseindia.com**) and on the Company's website (**www.rpsgventuresltd.com**). The Full Results can be accessed by scanning the QR code provided below:

Place: Kolkata
Date: 5th November, 2026

By Order of the Board
Sudip Kumar Ghosh
Whole-time Director
DIN: 09070464

RP-Sanjiv Goenka Group
Growing Legacies

spencers

Spencer's Retail Limited

CIN : L74999WB2017PLC219355
Registered Office: Duncan House, 31, Netaji Subhas Road, Kolkata - 700001
Website: www.spencersretail.com

EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND SIX MONTHS ENDED SEPTEMBER 30, 2026

(₹ in lakhs, except as otherwise stated)

PARTICULARS	Quarter ended 30.09.2026 (Unaudited)	Quarter ended 30.06.2026 (Unaudited)	Quarter ended 30.09.2025 (Unaudited)	Six months ended 30.09.2026 (Unaudited)	Six months ended 30.09.2025 (Unaudited)	Year ended 31.03.2026 (Audited)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total income (including other income)	46,386.74	47,128.68	44,888.33	93,515.42	87,612.93	1,82,575.97
Net profit / (loss) for the period (before tax and exceptional items)	(6,629.64)	(6,049.36)	(6,385.03)	(12,679.00)	(12,551.87)	(24,956.48)
Net profit / (loss) for the period before tax (after exceptional items)	(6,629.64)	(6,049.36)	(6,385.03)	(12,679.00)	(12,551.87)	(24,956.48)
Net profit / (loss) for the period after tax (after exceptional items)	(6,625.15)	(6,044.88)	(6,379.21)	(12,670.03)	(12,540.24)	(24,933.22)
Total comprehensive loss for the period	(6,673.65)	(6,093.38)	(6,359.21)	(12,767.03)	(12,500.24)	(25,131.56)
Paid-up equity share capital (Face value of ₹ 5 each)	4,506.60	4,506.60	4,506.60	4,506.60	4,506.60	4,506.60
Other equity						(95,798.73)
Earnings per share (EPS) (in ₹) : (Face value of ₹ 5 each)						
Basic	(7.35)*	(6.71)*	(7.08)*	(14.06)*	(13.91)*	(27.66)
Diluted	(7.36)*	(6.72)*	(7.09)*	(14.08)*	(13.93)*	(27.70)
* not annualised						

Notes :

1. Additional information on Standalone Financial Results :

(₹ in lakhs, except as otherwise stated)

PARTICULARS	Quarter ended 30.09.2026 (Unaudited)	Quarter ended 30.06.2026 (Unaudited)	Quarter ended 30.09.2025 (Unaudited)	Six months ended 30.09.2026 (Unaudited)	Six months ended 30.09.2025 (Unaudited)	Year ended 31.03.2026 (Audited)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total income (including other income)	40,371.09	40,909.69	37,938.00	81,280.78	73,361.39	1,54,279.74
Net profit / (loss) for the period (before tax and exceptional items)	(3,703.50)	(3,402.82)	(3,367.45)	(7,106.32)	(6,483.28)	(13,359.87)
Net profit / (loss) for the period before tax (after exceptional items)	(3,703.50)	(3,402.82)	(3,367.45)	(7,106.32)	(6,483.28)	(13,359.87)
Net profit / (loss) for the period after tax (after exceptional items)	(3,703.50)	(3,402.82)	(3,367.45)	(7,106.32)	(6,483.28)	(13,359.87)
Total comprehensive loss for the period	(3,753.50)	(3,452.82)	(3,347.45)	(7,206.32)	(6,443.28)	(13,559.80)

2. The above is an extract of the detailed format of financial results for the quarter and six months ended September 30, 2026 filed with stock exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of standalone and consolidated financial results for the quarter and six months ended September 30, 2026 are available on stock exchange websites (**www.nseindia.com** and **www.bseindia.com**) and on the Company's website (**www.spencersretail.com**). The same can be accessed by scanning the QR code provided below:

Place : Kolkata
Date : November 5, 2026

By Order of the Board
Anuj Singh
CEO and Managing Director
DIN: 09547776

RP-Sanjiv Goenka Group
Growing Legacies

CESC LIMITED

CESC Limited

CIN : L31901WB1978PLC031411
Registered Office : CESC House, Chowringhee Square, Kolkata-700 001
E-mail ID: secretarial@rpsg.in; Website: www.cesc.co.in, Tel: (033) 2225 6040; Fax: (033) 2225 3495

EXTRACT OF CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND SIX MONTHS ENDED 30 SEPTEMBER 2026

(Rs. in Crore)

PARTICULARS	Quarter ended 30.09.2026 (Unaudited)	Quarter ended 30.09.2025 (Unaudited)	Six Months ended 30.09.2026 (Unaudited)	Six Months ended 30.09.2025 (Unaudited)	Year ended 31.03.2026 (Audited)
Total Income from operations	5686	5351	11245	10636	18927
Net Profit for the period (before tax and exceptional items)	586	569	1132	1081	2119
Net Profit for the period before tax (after exceptional items)	586	569	1132	1081	2119
Net Profit for the period after Tax (after exceptional items)	438	448	857	855	1618
Total comprehensive income for the period	443	437	858	838	1579
Paid-up Equity Share Capital (Shares of Re 1/- each)	133	133	133	133	133
Other Equity as per latest audited Balance Sheet as at 31 March 2026					12397
Earnings Per Share (EPS) (Rs.) (Face value of Re 1/- each)					
Basic & Diluted (not annualised)	3.20	3.23	6.23	6.17	11.63

Notes :

1. Additional information on Standalone Unaudited Financial Results :

(Rs. in Crore)

PARTICULARS	Quarter ended 30.09.2026 (Unaudited)	Quarter ended 30.09.2025 (Unaudited)	Six Months ended 30.09.2026 (Unaudited)	Six Months ended 30.09.2025 (Unaudited)	Year ended 31.03.2026 (Audited)
Total Income from operations (including other income)	2914	2729	5938	5635	9939
Net Profit for the period (before tax and exceptional items)	346	314	643	587	1125
Net Profit for the period before tax (after exceptional items)	346	314	643	587	1125
Net Profit for the period after tax (after exceptional items)	256	242	476	453	852
Total comprehensive income for the period	260	235	471	439	815
Paid-up Equity Share Capital (Shares of Re 1/- each)	133	133	133	133	133
Other Equity	9167	10096	9167	10096	9584
Securities Premium	-	-	-	-	-
Net worth	9300	10229	9300	10229	9717
Paid up Debt Capital/Outstanding Debt	11252	11414	11252	11414	11054
Outstanding Redeemable Preference Shares	-	-	-	-	-
Debt Equity Ratio	1.2	1.1	1.2	1.1	1.1
Earnings Per Share (EPS) (Rs.) (Face value of Re 1/- each)					
Basic & Diluted (not annualised)	1.93	1.83	3.59	3.41	6.43
Capital Redemption Reserve	-	-	-	-	-
Debenture Redemption Reserve	-	-	-	-	-
Debt Service Coverage Ratio (net of proceeds utilised for Refinancing)	2.9	1.2	2.0	1.2	1.2
Debt Service Coverage Ratio (net of Prepayments & proceeds utilised for Refinancing)	2.9	2.1	2.9	2.4	1.4
Interest Service Coverage Ratio	3.0	2.8	2.9	2.8	2.8

2. The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the quarter and six months ended on 30 September 2026, filed with the Stock Exchanges under Regulations 33 and 52(4) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the consolidated and standalone Financial Results for the quarter and six months ended on 30 September 2026 are available on the websites of Stock Exchanges (**www.nseindia.com** and **www.bseindia.com**) and on the Company's website (**www.cesc.co.in**). The Full Results can be accessed by scanning the QR code provided below:

Place : Kolkata
Date : 5th November, 2026

By Order of the Board
Brajesh Singh
Managing Director
(Generation)
(DIN : 10335052)

Vineet Sikka
Managing Director
(Distribution)
(DIN : 10627000)

Texmaco Rail & Engineering Ltd.

PODDAR SAROJ PODDAR GROUP

TEXMACO RAIL & ENGINEERING LIMITED

CIN : L29261WB1998PLC087404
Regd. Office : Belgharia, Kolkata -700 056
Phone : 033-2569 1500, Website : www.texmaco.in, Email: texrail_cs@texmaco.in

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER, 2026

(₹ in Lakhs)

Sr. No.	PARTICULARS	CONSOLIDATED					
		Quarter ended			Half Year ended		Year ended
		30-Sep-2026 (Unaudited)	30-Jun-2026 (Unaudited)	30-Sep-2025 (Unaudited)	30-Sep-2026 (Unaudited)	30-Sep-2025 (Unaudited)	31-Mar-2026 (Audited)
1	Total Income from Operations	87,844.16	77,520.72	1,26,614.05	1,65,364.88	2,18,475.64	4,41,430.91
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	5,006.51	4,250.31	9,814.95	9,256.82	14,180.56	28,042.38
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	12,607.77	4,250.31	9,814.95	16,858.08	14,180.56	27,729.85
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	11,104.35	5,007.34	6,392.20	16,111.69	9,325.74	19,357.08
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	11,140.81	5,098.69	6,626.86	16,239.50	9,557.10	19,824.46
6	Equity Share Capital	4,068.65	4,068.65	3,994.67	4,068.65	3,994.67	4,068.65
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)						2,33,344.85
8	Earnings Per Share (of ₹ 1/- each) (for continuing and discontinued operations) -						
	Basic	2.74	1.23	1.62	3.97	2.37	4.84
	Diluted	2.74	1.23	1.61	3.97	2.34	4.84

Notes :

1. Key numbers of Standalone Results are as under:

(₹ in Lakhs)

PARTICULARS	STANDALONE					
	Quarter ended			Half Year ended		Year ended
	30-Sep-2026 (Unaudited)	30-Jun-2026 (Unaudited)	30-Sep-2025 (Unaudited)	30-Sep-2026 (Unaudited)	30-Sep-2025 (Unaudited)	31-Mar-2026 (Audited)
Total Income from Operations	87,775.57	77,780.07	1,26,911.93	1,65,555.64	2,19,128.35	4,42,289.80
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	5,115.90	4,413.60	9,604.54	9,529.50	13,817.72	27,405.10
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	5,115.90	4,413.60	9,604.54	9,529.50	13,817.72	27,102.84
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	3,612.48	5,170.63	6,181.73	8,783.11	8,962.78	18,699.80

2. The above is an extract of the detailed format of the Unaudited Financial Results filed with Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The said Results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their Meetings held on 5th November, 2026. The full format of the Quarter/ Half-Year ended Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange(s) i.e. **www.nseindia.com** and **www.bseindia.com** and on the Company's website **www.texmaco.in**.
3. The Financial Results can also be accessed by scanning the QR Code below.

Place : Kolkata
Dated : 5th November, 2026

For Texmaco Rail & Engineering Limited
Sd/-
Sudipta Mukherjee
Managing Director
DIN : 06871871

জিকেডব্লু লিমিটেড

CIN: L27310WB1931PLC007026
রেজিস্টার্ড অফিস: অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং, দ্বিতীয় তল, ৯৭, আন্দুল রোড, হাওড়া-৭১১১০৩, পশ্চিমবঙ্গ
ফোন নম্বর: ০৩৩-২৬৬৮৫২৪৭/ ০৩৩-২৬৬৮৪৭৬৩
ই-মেল আইডি: gkwro@gkw.in; ওয়েবসাইট: www.gkwltd.com

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও অর্ধবর্ষের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সংক্ষিপ্তসার

(লক্ষ টাকার অঙ্কে)

বিবরণ	সমাপ্ত বছর		সমাপ্ত বছর
	৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬	৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫	৩১ মার্চ, ২০২৬
	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)
কারবার থেকে মোট আয়	১,০৯২.২২	১,৩৭৩.৬৪	৪,৭৯৬.১৩
সংশ্লিষ্ট মেয়াদে কর-পূর্ব নেট মুনাফা	৫২৬.৯৭	(১,৩১০.১৫)	৪১৩.৪৮
সংশ্লিষ্ট মেয়াদে কর-পরবর্তী নেট মুনাফা	৩৯২.৫৯	(১,৫৫৮.৯৪)	(২৩০.৮৬)
সংশ্লিষ্ট মেয়াদে মোট বোধগম্য আয় [সংশ্লিষ্ট মেয়াদে কর-পরবর্তী মুনাফা এবং কর-পরবর্তী অন্যান্য বোধগম্য আয় অন্তর্ভুক্ত করে]	৬,৪৩৬.৯৩	(১,৯৯৬.৯৯)	৫,০২৩.৫৯
আদায়ীকৃত ইকুইটি শেয়ার মূলধন (প্রতি শেয়ারের অভিহিত মূল্য ₹১০/-)	৫৯৬.৬৫	৫৯৬.৬৫	৫৯৬.৬৫
পুনর্মূল্যায়ণ রিজার্ভ বাদে অন্যান্য ইকুইটি			৪০,০৩৭.৬৪
শেয়ার পিছু আয়- বুনিয়াদি এবং মিশ্রিত (টাকার অঙ্কে) (* বার্ষিকীকৃত নয়) (প্রতি শেয়ারের অভিহিত মূল্য ₹১০/-)	*৬.৫৮	*(২৬.১৩)	(৩.৮৭)

দ্রষ্টব্য:

১. উপরিলিখিত আর্থিক ফলাফলগুলি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ আয়োজিত নিজ নিজ সভায় অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচিত ও পরবর্তীতে ৫ নভেম্বর, ২০২৬ তারিখে কোম্পানির সংশ্লিষ্ট সভায় পরিচালকমণ্ডলী দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে। ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও অর্ধবর্ষের আর্থিক ফলাফলগুলি বিধিবদ্ধ অডিটরগণ পর্যালোচনা করেছেন।

২. উপরিলিখিত বিবৃতিটি সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩ অনুসারে ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জে পেশ করা ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও অর্ধবর্ষের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ বয়ানের সংক্ষিপ্তসার।

৩. দ্রষ্টব্য বিষয়সমূহ এবং অডিটরগণের প্রতিবেদন সমেত ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও অর্ধবর্ষের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের পূর্ণ বয়ান কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.gkwltd.com) এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে (www.nseindia.com) উপলব্ধ রয়েছে এবং নিচের কুইক রেসপন্স কোড স্ক্যান করে পাওয়া যেতে পারে।

পর্ষদের আদেশ অনুসারে
জিকেডব্লু লিমিটেড-এর পক্ষে
কে কে বাঙ্গুর
(চেয়ারম্যান)
DIN: 00029427

তারিখ: ৫ নভেম্বর, ২০২৬
স্থান: কলকাতা

আধার হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড

কর্পোরেট অফিস: অফিস নং ৫০১, ৫০৩, ৬ষ্ঠ তল, লাইটব্রিজ, সাকি বিহার রোড, আন্ধেরী ইস্ট, মুম্বই সাবার্বান (জেলা), মহারাষ্ট্র- ৪০০ ০৭২
শিলিগুড়ি ব্রাঞ্চ অফিস: ৩য় তল, উ-প কোণ, গীতাঞ্জলি কমপ্লেক্স, সেবক রোড, শিলিগুড়ি- ৭৩৪০০১, পব
আসানসোল ব্রাঞ্চ অফিস: ইউনিট নং ২০৩, ৩য় তল, চ্যাটার্জি প্লাজা, জি টি রোড, রামবন্ধুতলা, ওয়ার্ড নং ৪৩, আসানসোল-৭১৩৩০৩, পশ্চিমবঙ্গ

দখল বিজ্ঞপ্তি পরিশিষ্ট-IV (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, আধার হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড (এএইচএফএল)-এর অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর ১৩(১২) ধারাধীনে তাঁর ওপর অর্পিত ক্ষমতাবলে এখানে নীচে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)-এর প্রতি এই কোম্পানির অনুমোদিত অফিসার রূপে দাবি বিজ্ঞপ্তি(সমূহ) ইস্যু করেছিলেন যাতে উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থাঙ্ক আদায় দেওয়ার জন্য তাঁদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল। উক্ত ঋণগ্রহীতা ওই পরিমাণ অর্থাঙ্ক আদায় দিতে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা বিশেষ করে ওই ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ) এবং জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮ সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩ ধারার (৪) নং উপধারাধীনে তাঁর ওপর অর্পিত ক্ষমতাবলে এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন। এতদ্দ্বারা উক্ত অ্যাক্টের ১৩ ধারার (৮) নং উপধারার সংস্থান মোতাবেক উপলব্ধ মেয়াদের মধ্যে নিম্নলিখিত জামিনযুক্ত পরিসম্পদগুলি ছাড়িয়ে নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতার মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে। বিশেষ করে উক্ত ঋণগ্রহীতা এবং জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা নিম্নোক্ত সম্পত্তি নিয়ে কোনও প্রকার লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং উক্ত সম্পত্তি নিয়ে যে কোনও লেনদেন নীচে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থাঙ্ক ও তদুপরি সুদ সমেত এএইচএফএল-এর চার্জ সাপেক্ষ হবে।

ক্রম নং	ব্রাঞ্চের নাম / ঋণগ্রহীতা(গণ)/ সহ-ঋণগ্রহীতা(গণ) এর নাম	সুরক্ষিত পরিসম্পদের বিবরণ (স্থাবর সম্পত্তি)	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ এবং দাবিকৃত অর্থাঙ্ক	দখলের তারিখ
১.	**[লোন কোড: ৩৪২১০০০০৪০১, শিলিগুড়ি ব্রাঞ্চ] সুমিত সূত্রধর (ঋণগ্রহীতা) কৃষ্ণ সূত্রধর (সহ-ঋণগ্রহীতা)**	জলপাইগুড়ি পৌরসভা এলাকার ১৪ নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত, জে.এল. নং ০৭, এল.আর. প্লট নং ১৯৫-এর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ আর.এস. প্লট নং ২৩৭৬-এর অন্তর্গত, যা আর.এস. খতিয়ান নং ৫৪৬৮/৬ এবং এল.আর. খতিয়ান নং ৪১৫৮-এ নথিভুক্ত, এবং যা এল.আর. খতিয়ান নং ৪১৫৮-এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, মৌজা খারিয়ায় অবস্থিত, বৈকুণ্ঠপুর পরগনার অন্তর্গত মৌজা খারিয়ায় অবস্থিত, কোতোয়ালি থানা, অতিরিক্ত জেলা সাব-রেজিস্ট্রার অফিস জলপাইগুড়ি, জেলা জলপাইগুড়ি। সীমানা:- পূর্বে - মনীশ লাহিড়ীর বাড়ি, পশ্চিমে - রঞ্জিত ঘোষের বাড়ি, উত্তরে: ০৫ ফুট চওড়া পাকা রাস্তা, দক্ষিণে: ০৭ ফুট চওড়া পাকা রাস্তা।	১০.০৭.২০২৬ ₹১২৮২৯৪৬/-	০৩.১১.২০২৬
২.	**[লোন কোড: ০১৮০০০০১৩১১, আসানসোল ব্রাঞ্চ] নিত্যানন্দ গোস্বামী (ঋণগ্রহীতা) তাপস গোস্বামী (সহ-ঋণগ্রহীতা)**	(২০২০ সালের নিবন্ধিত দানপত্র নং ০১০৮০০৯৬৬ অনুসারে) বাঁকুড়া জেলার ওন্ডা থানার ওন্ডা-তে অবস্থিত এল.আর. প্লট নং ২৭৮২, এল.আর. খতিয়ান নং ৩২৯৫, জে.এল. নং ১৮৩-তে অবস্থিত প্রায় ১.২০ ডেসিমেল পরিমাপের সমস্ত জমি, যার সীমানা : পূর্বে: পুকুর, পশ্চিমে: মাহাতার জমি, উত্তরে: বুধা দেব গোস্বামীর জমি, দক্ষিণে: মথুরের জমি।	১০.০৮.২০২৬ ₹৬১৬৬৬১/-	০৪.১১.২০২৬

স্থান: শিলিগুড়ি, আসানসোল
তারিখ: ০৬.১১.২০২৬

অনুমোদিত অফিসার,
আধার হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE

Executive Engineer, Hooghly Division, Social Sector, P.W. Dte. invites online e-Tender from bona fide resourceful agencies for the works of: Annual repair and maintenance (civil) of Female Vagrants Home, Uttarpara, Hooghly for the year 2026-27. Tender ID No. 2026_WBPWD_5083200_1. Estimated amount: Rs. 8,41,395/-E-NIT No. WBPWD/EE/HGLYSS/NIeT-08/26-27. Bid submission start date: 09-NOV-2026 10:00 AM. Bid submission end date: 17-NOV-2026 02:00 PM. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT and tender documents can be downloaded from https://tenders.wb.gov.in
Sd/- Executive Engineer, Hooghly Division, Social Sector, P.W. Dte.
ICA-T19721(1)/2026

Bandhan Bank

আঞ্চলিক কার্যালয়: নেতাজি মার্গ, মিঠাখালি সিক্স রোডসের নিকটে, এলিসব্রিজ, আহমেদাবাদ-6, ফোন: +91-26421671-75

ঋণগ্রহীতাগণের প্রতি দাবি বিজ্ঞপ্তি

নীচে উল্লিখিত অ্যাকাউন্টগুলি এনপিএ হয়েছে এবং বন্ধন ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর তরফে নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতাগণের প্রতি সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট (উক্ত অ্যাক্ট), 2002-এর 13(2) ধারাধীনে জারি করা দাবি বিজ্ঞপ্তি(গুলি) অবিলিকৃত অবস্থায় ফেরত এসেছে। অতএব, প্রকাশনার মাধ্যমে আপনাদের সকলের এবং জনসাধারণের প্রতি এই নোটিস জারি করা হচ্ছে।

ঋণগ্রহীতা, জামিনদারের নাম এবং লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর	বন্ধকি সম্পত্তির বিবরণ (সুরক্ষিত পরিসম্পদ)	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ / এনপিএর তারিখ	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখে বকেয়া অর্থাঙ্ক	বিজ্ঞপ্তি সাঁটানোর তারিখ
অরিন্দম চক্রবর্তী মিসেস বুলা চক্রবর্তী 90001107966548	সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার পরিমাপ প্রায় 524.00 বর্গফুট, অবস্থান: ফাইনাল প্লট নং- 1791, সার্ভে নং- 1791 এবং 1792, বিল্ডিং নং- রাধানগর দিয়ারা, বিল্ডিংয়ের নাম- বসতপুর, রাস্তার নাম- বসতপুর, শহর- পূর্বস্থলী-I, পূর্ব বর্ধমান, রাজ্য- পশ্চিমবঙ্গ, পিন কোড- 713409। চৌহদ্দি: পূর্ব- পঞ্চায়েতি রাস্তা; পশ্চিম- দাগ নং 236 এবং পুকুরপাড়; উত্তর- দাগ নং 236; দক্ষিণ- দাগ নং 238 এবং 242।	12 সেপ্টেম্বর, 2026 এবং 03 সেপ্টেম্বর, 2026	₹28,03,846.49 (08 সেপ্টেম্বর, 2026 অনুযায়ী)	26 অক্টোবর, 2026
মহঃ জামালউদ্দিন মিঃ মহঃ আজিবর দফাদার 90001236146911	সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার পরিমাপ প্রায় 720.00 বর্গফুট, অবস্থান: ফাইনাল প্লট নং- এলআর দাগ নং 1709, সার্ভে নং- এলআর খতিয়ান নং 2863, বিল্ডিং নং- হাড়িপুর ঝিকরা I গ্রাম পঞ্চায়েত, বিল্ডিংয়ের নাম- মৌজা- সিঙেরাটি, রাস্তার নাম- গ্রাম- সিঙেরাটি, পোঃঅঃ- গোবিলা, শহর- দেগঙ্গা, উত্তর 24 পরগনা, রাজ্য- পশ্চিমবঙ্গ, পিন কোড- 743424। চৌহদ্দি: পূর্ব- 12 ফুট চওড়া পাকা রাস্তা; পশ্চিম- ওহিদ আলি দফাদারের সম্পত্তি; উত্তর- অলিয়ার দফাদারের সম্পত্তি; দক্ষিণ- আজিজর রহমান ওরফে আজিবর দফাদারের জমি।	12 সেপ্টেম্বর, 2026 এবং 03 সেপ্টেম্বর, 2026	₹9,75,666.95 (08 সেপ্টেম্বর, 2026 অনুযায়ী)	26 অক্টোবর, 2026

দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে 60 দিনের মধ্যে উদ্ভূত সুদ, মাশুল এবং চার্জ সহ ব্যাঙ্কের বকেয়া অর্থাঙ্ক প্রদানের জন্য এই বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে আপনাদের প্রতি দাবি জানানো হচ্ছে, যাতে ব্যর্থ হলে সারফায়েসি অ্যাক্টের 13(4) ধারাধীনে ব্যাঙ্ক পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। উক্ত অ্যাক্টের 13 নং ধারার (8) নং উপধারার সংস্থান অনুযায়ী প্রাপ্য সময়সীমার মধ্যে এই সুরক্ষিত পরিসম্পদ ছাড়ানোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ/বন্ধকদাতাগণের মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থান: পশ্চিমবঙ্গ / তারিখ: 6 নভেম্বর, 2026

অনুমোদিত আধিকারিক বন্ধন ব্যাঙ্ক লিমিটেড,

পঞ্জাব নেশনাল ব্যাঙ্ক ...भरोसे का प्रतीक! | punjab national bank ...the name you can BANK upon!

২২.১২.২০২৬ তারিখের ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ, দুর্গাপুর
নাচন রোড, বেনাচিতি, দুর্গাপুর-৭১৩২১৩, পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ। ই-মেল: cs8222@pnb.bank.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

ইএমডি (বায়না জমা) এবং নথিপত্র দাখিলের শেষ তারিখ ও সময়: ই-নিলামের তারিখ অর্থাৎ, ২২.১২.২০২৬, দুপুর ২টো পর্যন্ত

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সারফায়েসি) অ্যাক্ট, ২০০২ (নং ৫৪/২০০২) অধীনে এই ব্যাঙ্কে বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তি বিক্রি।

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৯(১)-এর সংস্থানসমূহ-সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে স্থাবর পরিসম্পদসমূহ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)-এর জ্ঞাতার্থে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধক রাখা/ দায়বদ্ধ করা নিম্নোক্ত বিবরণযুক্ত এবং সুরক্ষিত ঋণদাতার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা গঠনমূলক/ বাস্তবিক/ প্রতীকী দখল নেওয়া নিম্নলিখিত স্থাবর সম্পত্তিগুলি সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)-এর থেকে ব্যাঙ্ক/ সুরক্ষিত ঋণদাতার পাওনা অর্থাঙ্ক পুনরুদ্ধারের জন্য নীচে লেখা তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', 'যা কিছু আছে' এবং 'যেভাবে আছে' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। নীচের টেবিলে প্রতিটি সম্পত্তির নির্ধারিত সংরক্ষণ মূল্য ও বায়না জমা (ইএমডি) উল্লেখ করা হয়েছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ [সম্পত্তি সুরক্ষিত ঋণদাতার গঠনমূলক / বাস্তবিক দখলে রয়েছে]

ক্রম নং	শাখার নাম / অ্যাকাউন্টের নাম, ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারের নাম ও ঠিকানা	বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তিগুলির বিবরণ এবং স্বত্বধারকের নাম [সম্পত্তি(গুলি)র বন্ধকদাতার নাম] এবং দখলের প্রকৃতি	ক) ১৩(২) ধারাধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) ১৩(২) নোটিসের তারিখে বকেয়া	ক) সংরক্ষণ মূল্য খ) ইএমডি গ) বিড বাড়ানোর মূল্য (টাকার অঙ্কে)	ই-নিলামের তারিখ ও সময়	সুরক্ষিত ঋণদাতার জানা দায় সম্পর্কিত তথ্য
১	**শাখা অফিস: ৪৭৬৭০০- দুর্গাপুর, বেঙ্গল কলেজ, পশ্চিমবঙ্গ অ্যাকাউন্টের নাম: মনিকা দাস এবং গৌতম দাস ঋণগ্রহীতা/ অংশীদার/ জামিনদার: মনিকা দাস,** আর-III ২২৪, বিধাননগর হাউজিং কলোনি, ফুলঝোর, দুর্গাপুর, পশ্চিমবঙ্গ-৭১৩২০৬ **গৌতম দাস,** আর-III ২২৪, বিধাননগর হাউজিং কলোনি, ফুলঝোর, দুর্গাপুর, পশ্চিমবঙ্গ-৭১৩২০৬	আবাসিক ফ্ল্যাট/ ইউনিটের অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ: **প্রথম অংশ:** ব্লক 'জি' (এমআইজি) নামে পরিচিত বিল্ডিংয়ের নিম্নস্থিত জমির অবিভক্ত সমানুপাতিক অংশ পরিমাণ এবং সম্পর্কিত প্রেমিসেসের যৌথ এলাকা, সাধারণ সুযোগ-সুবিধা ভোগদখলের সমানাধিকার সমেত উক্ত বিল্ডিংয়ের সাত (৭) নং ফ্লোরে সামান্য কমবেশি ১১৫০ বর্গফুট মাপের (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) আবাসিক ইউনিট/ ফ্ল্যাট নং (প্রথম অংশ) 'জি-৬০' -এর অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ। **দ্বিতীয় অংশ:** উপরোক্ত বিল্ডিংয়ের বেসমেন্ট বা ডেভেলপার দ্বারা চিহ্নিত অন্য কোনও স্থানে একটি মাঝারি মাপের গাড়ি রাখার উপযোগী সামান্য কমবেশি ১২০ বর্গফুট মাপের একটি কার পার্কিং স্পেস। উপরোক্ত সামান্য কমবেশি ৩৩ ডেসিমেল জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণের স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা- বামুনারা, থানা- কাঁকসা, দুর্গাপুর-৭১৩২১২, জেলা- বর্ধমান, আর এস প্লট নং ১৩৬৮, এল আর প্লট নং ১০৫০, খতিয়ান নং ২৬৫, ৪৪, ৯৬, ২৫৮, জে এল নং ৫৮। ২৫.০৪.২০১৭ তারিখে সম্পাদিত ২০১৭ সালের দলিল নং I-০২০৬০১৬৯৬ অনুযায়ী সম্পত্তির স্বত্বধারক: মিসেস মনিকা দাস, স্বামী- মিঃ গৌতম দাস এবং মিঃ গৌতম দাস, পিতা- প্রয়াত শান্তি রঞ্জন দাস। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]**	ক) ০১.০৬.২০২৬ খ) ১৩.০৮.২০২৬ গ) ₹২০,৯৮,৯৬৫.৩২ (কুড়ি লক্ষ আটানব্বই হাজার নশো পঁয়ষট্টি টাকা এবং বত্রিশ পয়সা মাত্র), উপরোক্ত নোটিসে উল্লেখমতো	ক) ₹২৬,০১,০০০.০০ খ) ₹২,৬০,১০০.০০ গ) ₹১০,০০০.০০	**২২.১২.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে**	বর্তমানে ব্যাঙ্কের জানা নেই

শর্ত ও নিয়মাবলি:

এই বিক্রি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-তে নির্ধারিত শর্ত ও নিয়মাবলির পাশাপাশি নিম্নলিখিত শর্তসাপেক্ষ হবে:

১. সম্পত্তিগুলি 'যেখানে যেমন আছে', 'যা কিছু আছে' এবং 'যেভাবে আছে' ভিত্তিতে বিক্রি করা হচ্ছে।

২. ওপরের তফসিলে প্রদত্ত সুরক্ষিত পরিসম্পদগুলির বিবরণ অনুমোদিত আধিকারিকের সর্বসেরা জ্ঞান ও তথ্যানুসারে বর্ণিত হয়েছে। তবে এই ঘোষণাপত্রে কোনও প্রকার ত্রুটি, ভুল বিবৃতি বা অনুল্লেখের জন্য অনুমোদিত আধিকারিক জবাবদিহি করতে দায়বদ্ধ থাকবেন না।

৩. এই বিক্রি ২২.১২.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টের মধ্যে https://www.baanknet.com ওয়েবসাইটে দেওয়া ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা আয়োজিত হবে।

৪. বিক্রির বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য অনুগ্রহপূর্বক https://www.baanknet.com ওয়েবসাইট দেখুন।

৫. বিক্রির শর্ত ও নিয়মাবলি সম্পর্কিত প্রশ্নের ব্যাখ্যা পেতে আগ্রহী বিডারগণ অনুগ্রহপূর্বক এই ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করবেন: মিঃ এস বালাজি (চিফ ম্যানেজার), মোবাইল: ৯৮৩১৭৭৯৭৮০ এবং মিঃ কুণাল দাস (চিফ ম্যানেজার), মোবাইল: ৯৮৫৯৯৫২২১২।

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট অ্যামেন্ডমেন্ট রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(৬) ও ৯(১) অধীনে ৩০/১৫ দিনের বিধিবদ্ধ বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

তারিখ: ০৩.১১.২০২৬
স্থান: দুর্গাপুর

অনুমোদিত আধিকারিক
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২-এর রুল রুল ৮(৬) ও ৯(১) অধীনে বিধিবদ্ধ বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পঞ্জাব নেশনাল ব্যাঙ্ক (ভারত সরকার का उपक्रम) | pnb punjab national bank (Govt. of India Undertaking)

ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সার্কল অফিস: এসএএম ডিপার্টমেন্ট - উত্তর ২৪ পরগনা
৪৮-এ, যশোর রোড, বারাসত (শেঠ পুকুরের কাছে), পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭০০১২৪, ফোন: ০৩৩ ২৫৮৪ ৪১৬৯; ই-মেল: con24pnsam@pnb.bank.in

স্থাবর / অস্থাবর সম্পত্তি ই-নিলাম বিক্রির প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(৬) ও ৯(১)-এর সংস্থানসমূহ-সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে স্থাবর পরিসম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)-এর জ্ঞাতার্থে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, **পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক** (সুরক্ষিত ঋণদাতা)-এর কাছে বন্ধক রাখা/ দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত বিবরণযুক্ত এবং সুরক্ষিত ঋণদাতার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা দখল (বাস্তবিক/ গঠনমূলক- প্রতিটি সম্পত্তির পাশে দখলের ধরন উল্লেখ করা আছে) নেওয়া নিম্নলিখিত স্থাবর সম্পত্তিগুলি সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)-এর থেকে **পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক**-এর পাওনা অর্থাঙ্ক পুনরুদ্ধারের জন্য নীচে লেখা তারিখে **'যেখানে যেমন আছে', 'যা কিছু আছে' এবং 'যেভাবে আছে'** ভিত্তিতে নীচে লেখা তারিখে বিক্রি করা হবে। নীচের টেবিলে প্রতিটি সম্পত্তির নির্ধারিত সংরক্ষণ মূল্য ও বায়না জমা (ইএমডি) উল্লেখ করা হয়েছে।

এই বিক্রি (**https://baanknet.com**) ওয়েব পোর্টালে দেওয়া ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা আয়োজিত হবে। নিজে অথবা যথাযথভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত অনুমোদিত এজেন্টের মাধ্যমে বিড করার জন্য জনসাধারণের প্রতি আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।

ইএমডি এবং নথিপত্র জমার শেষ তারিখ: ২৬.১১.২০২৬, বিকেল ৩টে ৫৫ মিনিট পর্যন্ত

এই BAANKNET পোর্টালে ইএমডি জমা দিতে হবে: https://baanknet.com

অনুমোদিত আধিকারিক/ অন্যান্য আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগ সম্পর্কিত তথ্য:
নির্মল কুমার ঝা, মোবাইল: ৯৫৩৪২ ৮৪৩৯৬ এবং শ্রী মণীশ চট্টোপাধ্যায়, মোবাইল: ৮৫৮২৮ ৬৪৭৮৮, ই-মেল: con24pnsam@pnb.bank.in

ক্রম নং	ক) ঋণগ্রহীতা / জামিনদারের নাম ও ঠিকানা খ) শাখার নাম গ) প্রপার্টি আইডি	সম্পত্তির অবস্থান এবং বিবরণ	১৩(২) নোটিস অনুযায়ী যে বকেয়া পুনরুদ্ধারে সম্পত্তি বিক্রি হচ্ছে	ক) সংরক্ষণ মূল্য (লক্ষ টাকায়) খ) ইএমডি (লক্ষ টাকায়) গ) বিড গুণক (লক্ষ টাকায়)	ক) ই-নিলামের তারিখ ও সময় খ) সম্পত্তির ওপর ব্যাঙ্কের জানা দায় সম্পর্কিত তথ্য
১	**ক) বাবলু বিশ্বাস,** পিতা- বিদ্যুৎ বিশ্বাস **খ) শ্রী চৈতন্য কলেজ শাখা** **গ) PUNBABA40407309**	উপরিস্থিত বাড়ি সমেত সামান্য কমবেশি ৮.২৫ শতক ডাঙ্গা জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা- উত্তর চাতরা, জে এল নং ৩, তৌজি নং ২০১৫, আর এস খতিয়ান নং ৭২৭, এল আর খতিয়ান নং ১২৫, এল আর দাগ নং ১২৭৬, থানা এবং এডিএসআর- বাদুড়িয়া, মহকুমা- বসিরহাট, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, এডিএসআরও- বাদুড়িয়া-তে বই নং ১, সিডি ভলিউম নং ৩, পৃষ্ঠা নং ৪৫১ থেকে ৪৬০-তে রেজিস্টার্ড ২০১০ সালের বিক্রয় দলিল নং ০০৬০০। **সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা:** উত্তর- সৌমেন সরকার ও সুজিত বিশ্বাসের সম্পত্তি; দক্ষিণ- অমর মিস্ত্রির সম্পত্তি এবং ৬ ফুট চওড়া রাস্তা; পূর্ব- নমিতা চক্রবর্তীর সম্পত্তি; পশ্চিম- আশিস মিস্ত্রির সম্পত্তি। **সম্পত্তির স্বত্বধারক: বাবলু বিশ্বাস।** **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]**	₹৯,২৮,৫৫৫.৫০ তৎসহ ০১.০৪.২০২৩ থেকে উদ্ভূত সুদ ও খরচ	ক) ₹১৬.৭০ লক্ষ খ) ₹১.৬৭ লক্ষ গ) ₹০.২০ লক্ষ	ক) ২৬.১১.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে খ) ডিআরটি-II, কলকাতা সমীপে টিএসএ/১৫৯৮/২০২৬ মীমাংসাধীন
২	**ক) ১. মেসার্স বকুল বস্ত্রালয় প্রোপ্রাইটর: ইমরান আলি মোল্লা,** পিতা- সাহিদুল ইসলাম মোল্লা **২. সাহিদুল ইসলাম মোল্লা (জামিনদার)** **খ) দক্ষিণ চাতরা শাখা** **গ) PUNB4C856464431**	সামান্য কমবেশি ১.২ শতক মাপের ডাঙা জমি, তৎসহ এর উপরিস্থিত বাড়ির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা- দিয়ারা, জে এল নং ২৬, তৌজি নং ২০১৫, পরগনা- উখড়া, এল আর খতিয়ান নং ৮০, নতুন নিজ এল আর খতিয়ান (মিউটেশন সার্টিফিকেট অনুযায়ী) ৭৪৪, এল আর দাগ নং ৭৮৬/১০৮৩ ও ৭৮৬/১১০৯, চারঘাট গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত, থানা- স্বরূপ

ভারতের ব্যবসা, শেয়ার বাজার, বাঙ্কিং ব্যবস্থা এবং ধনতেরাস



সুশান্ত কুমার সান্যাল

এককথায় ধনতেরাসের মাধ্যমেই সূচনা হয় "দীপাবলি" আনন্দ উৎসবের। উত্তর ভারতে শুধু নয়, সমগ্র দেশই মেতে ওঠে এই আনন্দ উৎসবে। ঝলমলে আলোর বন্যায় উদ্ভাসিত হয় চারিদিক, অন্ধকারকে দূরে সরিয়ে আলোর রোশনাইতে ভরে ওঠে দেশ। আলোর উৎসবে যুক্ত হয় শব্দও। পবিত্র নবরাত্রি থেকেই আক্ষরিক অর্থে অর্থনীতির জোয়ার শুরু হলেও ধনতেরাসের এক ধাক্কায় অনেকটাই জোশ ফিরে আসে ভারতের বাজারে, এই সময় চাঙ্গা হয়ে ওঠে সমগ্র অর্থনীতি। পরিসংখ্যান জানাচ্ছে যে, ২০২৫ সালে নবরাত্রি থেকে দীপাবলি পর্যন্ত সময়কালে দেশের আনুমানিক কেনাকাটার পরিমাণ ছিল প্রায় ৬.০৫ লক্ষ কোটি টাকা। বিশেষজ্ঞদের ধারনা— ২০২৬ যা ছাড়িয়ে যাবে ৭ লক্ষ কোটি টাকাও। কিন্তু কেন এই সময়ে এমন ঘটে? বিশেষজ্ঞদের মতে,ভারতের অন্যতম এই উৎসবকে ঘিরে যেমন খুচরো ব্যবসা তরান্বিত হয়, তেমনই একই সঙ্গে শিল্প এবং বিনিয়োগের ক্ষেত্রেও জোয়ার ফিরে আসে দেশে। অর্থাৎ সোজা ভাষায় ধনতেরাস থেকে এই দীপাবলির যে এই শুভ সময়কালকে ভারতের অর্থনীতির ক্ষেত্রে বলা হয় ইকনমিক বুস্টার।



এর পেছনে বিশেষ কতগুলো কারন আছে। প্রথমত, এই সময়টাতে খরিফ শস্যের উৎপাদন সময়কাল। ফলে দেশের বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে কৃষির ওপর নির্ভরশীল মানুষজনের হাতে থাকে পর্যাপ্ত নগদ। কেনাকাটায় কোন কার্পণ্য থাকে না। ভারতের একটা মোটা অংশের মানুষ কিন্তু আজও এই কৃষিকাজের ওপর নির্ভরশীল। তাই যে লেনদেন আবর্তিত হয় তাতে চাঙ্গা হয় গ্রামীন অর্থনীতি। প্রভাব সরাসরি পড়ে দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে। দ্বিতীয়ত, ধনতেরাসের এই পবিত্র মুহূর্তে সাধারন মানুষজনের একান্ত বিশ্বাস যে জুয়েলারি অর্থাৎ সোনা, রুপো বা এই জাতীয় মুল্যবান ধাতুর কেনাকাটা হচ্ছে তাদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির প্রতীক। এই স্পৃহার প্রভাব সরাসরি পড়ে সেই অর্থনীতিতে। শুধু মুল্যবান এই সব ধাতুর কেনাকাটার পরিসংখ্যান বলছে যে— গত বছরের এই সোনা রুপোর কেনাকাটার মুল্য তার আগের বছরের তুলনায় প্রায় ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। তবে শুধু মুল্যবান এই সব ধাতুই নয়, বিশেষ কতগুলো শিল্পক্ষেত্র , যেমন চার চাকা গাড়ি বা রিয়েল এস্টেট বা নতুন জামাকাপড় কেনার আগ্রহের ফলে এই সময়ে এসব ক্ষেত্রে বিনিয়োগের সংখ্যা ও মাত্রা পাল্লা দিয়ে বৃদ্ধি পায় প্রতি বছর। একদিকে যেমন অটোমোবাইল ক্ষেত্রে তার অর্থনৈতিক প্রভাব থাকবে, আবার অন্যদিকে চাঙ্গা হবে দেশের রিয়েল এস্টেট ব্যবসাও। এদের প্রভাব কিন্তু সরাসরি জড়িত দেশের ব্যাঙ্কব্যবস্থার ওপরেও। ফলে শক্তিশালী হয় দেশের ব্যাঙ্ক ব্যবস্থাও, কারণ নানান প্রয়োজনে এই সময়ে বৃদ্ধি পায় মানুষের ঋণ নেওয়ার প্রবণতাও। তৃতীয়ত, এক সময়ে দেখা যায় বিভিন্ন শিল্পে সাধারণ কর্মীদের বিভিন্ন প্রকার "বোনাস "বা বিশেষ অর্থনৈতিক সুবিধা দেওয়ার প্রথাও চালু আছে প্রায় সমগ্র দেশ জুড়ে। তাই এক্ষেত্রে সেই সব কর্মীদের হাতে যে অতিরিক্ত নগদের জোগান থাকে, তা কিন্তু ঘুরে ফিরে আবর্তিত হয় বাজারেই। ফলে শক্তিশালী হয় পরোক্ষ ভাবে দেশের অর্থনীতি। চতুর্থত, অনেকের ধারণা যে দেশে "অনলাইন" ও ই- কমার্স ব্যবস্থা দিনে দিনে শক্তিশালী হওয়াতে তার পরোক্ষ প্রভাব অনেকটাই চাঙ্গা করছে এই সময়ের বাজার কে। পঞ্চমত, মুহরত ট্রেডিং। ধনতেরাসের পরেই দীপাবলির সন্ধ্যার এক বিশেষ মুহূর্তে এক ঘণ্টার জন্য একটি বিশেষ ট্রেডিং সেশন আয়োজন করা হয় বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জ ও নাশন্যাল স্টক এক্সচেঞ্জে। বিনিয়োগকারীরা এই বিশেষ সময়ে টোকেন হিসেবে যে শেয়ার ক্রয় করেন তাদের বিশ্বাস যে, সেটাই তাদের সমৃদ্ধির খবর বয়ে বয়ে নিয়ে আসবে ভবিষ্যতে। ফলে বিনিয়োগ হয় শেয়ার বাজারে। এক লাফে চাঙ্গা হয়ে শেয়ার বাজারও। আর বলাই বাহুল্য যে, ওপরের যে কোনও ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে দেশের ব্যাঙ্ক ব্যবস্থাও। যা এই সময়ে তাদের ব্যবসাকে করে তোলে আরও সমৃদ্ধশালী।







কেনরা ব্যাঙ্ক Canara Bank — সিন্ডিকেট Syndicate

সংযোজনী–৩এ
১৩(২) ধারাধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তি

বহরমপুর শাখা (ডিপি কোড: ২৮৫৯)
২ নং শ্রী রাম শিরোমণি রোড, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ

ঋণগ্রহীতা / জামিনদার / বন্ধকদাতার আইনি উত্তরাধিকারীর প্রতি

রেফারেন্স নং: RO/BRMP/R&L/13(2)-BHOLANATHBISWAS/2026-27/72 তারিখ: ০৩.১১.২০২৬

প্রতি:

১. **আইনি উত্তরাধিকারিণীর নাম ও ঠিকানা: তনয়া বিশ্বাস (কন্যা),** প্রযত্নে– ভোলানাথ বিশ্বাস, ৪৯ নং বিবিগঞ্জ রোড, গোরাবাজার, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ

২. **আইনি উত্তরাধিকারিণীর নাম ও ঠিকানা: রিমা বিশ্বাস (কন্যা),** প্রযত্নে– ভোলা নাথ বিশ্বাস, ৪৯ নং বিবিগঞ্জ রোড, গোরাবাজার, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ

মহাশয়/ মহাশয়া,

বিষয়: সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২–এর ১৩(২) ধারাধীনে জারিকৃত নোটিস।

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (এখানে এর পরে 'উক্ত অ্যাক্ট' হিসেবে উল্লিখিত)–এর অধীনে **কানাড়া ব্যাঙ্ক, বহরমপুর শাখা (এখানে এর পরে 'সুরক্ষিত ঋণদাতা' হিসেবে উল্লিখিত)**–এর অনুমোদিত আধিকারিক রূপে নিযুক্ত নিম্নস্বাক্ষরকারী এতদ্দ্বারা আপনার প্রতি নিম্নবর্ণিতমতো এই নোটিস জারি করছেন:

আপনারা অবগত রয়েছেন, **মিঃ ভোলানাথ বিশ্বাস এবং শ্রীমতী রিতা বিশ্বাস (এখানে এর পরে 'ঋণগ্রহীতাগণ' হিসেবে উল্লিখিত, বর্তমানে প্রয়াত)** এখানে নীচের **তফসিল 'এ' এবং 'সি'**–তে বর্ণিত ঋণের সুবিধা/ সুবিধাবলি ও দায় গ্রহণ করেছিলেন এবং এখানে নীচে তফসিল 'বি'–তে বর্ণিত সম্পত্তিগুলি জামানত হিসেবে রেখে সুরক্ষিত ঋণদাতার অনুকূলে জামিনচুক্তি(সমূহ) সম্পাদন করেছিলেন। উক্ত আর্থিক সহায়তা গ্রহণের সময় উপরোক্ত চুক্তির শর্ত ও নিয়মাবলি অনুসারে উক্ত ঋণের অর্থাঙ্ক(সমূহ) পরিশোধে তাঁদের দায়বদ্ধতা স্বীকার করেছিলেন।

আমরা জানতে পেরেছি যে, উক্ত ঋণগ্রহীতাগণ প্রয়াত হয়েছেন।

আপনারা অবগত রয়েছেন যে, ঋণগ্রহীতার মৃত্যুর পরে তাঁদের আইনি উত্তরাধিকারী হিসেবে উক্ত ঋণগ্রহীতা দ্বারা গৃহীত ঋণের সুবিধার সীমার প্রেক্ষিতে ₹৬,৪৮,৮৬৪.০০ (ছয় লক্ষ আটচল্লিশ হাজার আটশো চৌষট্টি টাকা মাত্র), তৎসহ পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদের অর্থাঙ্ক আমরা দাবি জানানো মাত্রই এই ব্যাঙ্কে প্রদান করে যাবতীয় দায় ও বাধ্যবাধকতা মেটাতে আপনারা দায়বদ্ধ।

তফসিল 'এ' এবং 'সি'
[ঋণগ্রহীতা দ্বারা গৃহীত ঋণের সুবিধা সম্পর্কিত তথ্য]

ঋণের প্রকৃতি (লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর)	ঋণের অর্থাঙ্ক (₹) ১৫.০৭.২০২৬	তারিখের ভিত্তিতে সুদ সমেত দায়	সুদের হার
হাউজিং লোন (২৮৫৯৬৩০০০০০৪৬)	₹৯,০০,০০০.০০	₹৪,৩৯,৬৪৫.০০, তৎসহ ১৫.০৭.২০২৬ থেকে প্রযোজ্য হারে সুদ ও অন্যান্য চার্জ	৮.৫০%
হাউজিং লোন প্লাস (১৬৪০৪৪৯৯২৩৪৬)	₹২,৫০,০০০.০০	₹২,০৯,২১৯.০০, তৎসহ ১৫.০৭.২০২৬ থেকে প্রযোজ্য হারে সুদ ও অন্যান্য চার্জ	৮.৫৫%

আপনাদের দ্বারা আমাদের অনুকূলে সম্পাদিত বিবিধ প্রাসঙ্গিক নথির মাধ্যমে এখানে নীচের **তফসিল 'বি'**–তে বিশদে ও নির্দিষ্টরূপে বর্ণিত সম্পত্তির বন্ধকি দ্বারা উপরিলিখিত ঋণ/ধারের সুবিধা যথাযথরূপে সুরক্ষিত ছিল। আপনারা নির্ধারিত শর্ত ও নিয়মাবলি অনুসারে আপনাদের দায় পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় **১৫.০৭.২০২৬ তারিখে এই ব্যাঙ্ক উক্ত ঋণটি অনুৎপাদক পরিসম্পদ (এনপিএ)** হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ করেছে। সেই কারণে, এতদ্দ্বারা আমরা উক্ত অ্যাক্টের ১৩(২) ধারাধীনে জারিকৃত এই বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এই বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ষাট (৬০) দিনের মধ্যে **১৫.০৭.২০২৬** তারিখের ভিত্তিতে আপনাদের দায় বাবদ **₹৬,৪৮,৮৬৪.০০** (ছয় লক্ষ আটচল্লিশ হাজার আটশো চৌষট্টি টাকা মাত্র), তৎসহ নোটিসের তারিখ থেকে বকেয়া সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ ও মাশুল সম্পূর্ণরূপে পরিশোধের আহ্বান জানাচ্ছি, যার অন্যথা হলে আলোচ্য অ্যাক্টের ১৩(৪) নং ধারাধীনে আমরা সকল বা যে কোনও অধিকার প্রয়োগে বাধ্য হব।

পাশাপাশি, আমাদের আগাম লিখিত অনুমতি ছাড়া এখানে নীচের **তফসিল 'বি'**–তে বর্ণিত সুরক্ষিত পরিসম্পদগুলি নিয়ে কোনও প্রকার লেনদেন না–করার জন্য আপনাদের সতর্ক করে দেওয়া হচ্ছে। আলোচ্য অ্যাক্ট এবং/বা বিদ্যমান অন্য যে কোনও আইনের অধীনে আমাদের প্রতি উপলব্ধ অধিকারের প্রতি পক্ষপাতবিহীনভাবে এই বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশ করা হচ্ছে।

সারফায়েসি অ্যাক্টের ১৩ নং ধারার (৮) নং উপধারার সংস্থান অনুযায়ী প্রাপ্য সময়সীমার মধ্যে এই সুরক্ষিত পরিসম্পদ ছাড়ানোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে।

শাখায় উপলব্ধ তথ্য অনুসারে আপনাদের সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানাতেও এই দাবি বিজ্ঞপ্তিটি প্রাপ্তিস্বীকারপত্র–সহ রেজিস্টার্ড পোস্টের মাধ্যমে প্রেরিত হয়েছে।

তফসিল 'বি'
[সুরক্ষিত পরিসম্পদের বিশদ বিবরণ]

'শ্রাইন উড' নামক বহুতল বিল্ডিংয়ের গ্রাউন্ড ফ্লোরে সামান্য কমবেশি ৩৭৫ বর্গফুট কার্পেট এরিয়া (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সামান্য কমবেশি ৫২৫ বর্গফুট) বিশিষ্ট ফ্ল্যাট নং 'সি'–এর অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: প্লট নং– এল আর ২৬৫৫, ২৬৫৫/৩৯৬৩, ২৬৫৫/৩৯৬৪, ২৬৫৫/৩৯৬৫, খতিয়ান নং– এল আর ৬৩৮০, ৬৩৮২, জে এল নং ১০২, মৌজা– কাশিমবাজার, থানা– বহরমপুর, জেলা– মুর্শিদাবাদ, সম্পত্তির যৌথ **স্বত্বধারক: মিঃ ভোলানাথ বিশ্বাস এবং মিসেস রিতা বিশ্বাস।** চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর– প্রথম অংশের জমি এবং পরিসর; দক্ষিণ– অন্যের জমি; পূর্ব– কালীময় বসুর বাড়ি; পশ্চিম– পুকুর।

দ্রষ্টব্য: ঋণগ্রহীতাগণের মৃত্যুর কারণে আমাদের তরফে পূর্বে জারিকৃত ১৭.০৭.২০২৬ তারিখের ১৩(২) নোটিস এবং ২৯.০৯.২০২৬ তারিখের ১৩(৪) নোটিসগুলি প্রত্যাহার করা হল।

তারিখ: ০৩.১১.২০২৬ অনুমোদিত আধিকারিক
স্থান: বহরমপুর কানাড়া ব্যাঙ্ক

কেনরা ব্যাঙ্ক Canara Bank — সিন্ডিকেট Syndicate

১৩(২) ধারাধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তি

বসিরহাট শাখা (৪৯৭৭)
গ্রাউন্ড ফ্লোর, বসিরহাট কলেজ, পোঃঅঃ– বসিরহাট,
জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭৪৩৪১২

রেফারেন্স নং: SARFAESI/13(2)/4977/KRE তারিখ: ৩০.১০.২০২৬

প্রতি:

১. **মেসার্স কে আর এন্টারপ্রাইজ, প্রোপ্রাইটর: রুমানা পরভিন,** গ্রাম– রাজাপুর, পোঃঅঃ– চাঁপাপুকুর, থানা– মাটিয়া, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, বসিরহাট, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭৪৩২৯১

২. **রুমানা পরভিন,** প্রযত্নে– আবদুল আজিজ মণ্ডল, গ্রাম– রাজাপুর পশ্চিম পাড়া, উত্তর ২৪ পরগনা, বসিরহাট, বসিরহাট–১, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭৪৩২৯১

৩. **মেহবুব ওদুদ,** পিতা– হুমায়ুন কবির, রাজাপুর, পোঃঅঃ– চাঁপাপুকুর, থানা– মাটিয়া, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, বসিরহাট, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭৪৩২৯১; বিকল্প ঠিকানা: গ্রাম– রাজাপুর, পশ্চিম পাড়া, রাজাপুর পশ্চিমপাড়া প্রাইমারি স্কুলের বিপরীতে, থানা– মাটিয়া (পূর্বতন রাজাপুর), জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭৪৩২৯১; বিকল্প ঠিকানা: গ্রাম– রাজাপুর, চাঁপাপুকুর, রাজাপুর–বাগপুকুর রোড, রাজপুর বাজারের নিকটে, পোঃঅঃ– চাঁপাপুকুর, থানা– মাটিয়া (পূর্বতন বসিরহাট), জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭৪৩২৯১

মহাশয়/ মহাশয়া,

বিষয়: সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২–এর ১৩(২) ধারাধীনে জারিকৃত বিজ্ঞপ্তি।

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (এখানে এর পরে 'উক্ত অ্যাক্ট' হিসেবে উল্লিখিত)–এর অধীনে **কানাড়া ব্যাঙ্ক, বসিরহাট শাখা (এখানে এর পরে 'সুরক্ষিত ঋণদাতা' হিসেবে উল্লিখিত)**–এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে নিযুক্ত নিম্নস্বাক্ষরকারী এতদ্দ্বারা আপনাদের প্রতি নিম্নবর্ণিতমতো এই বিজ্ঞপ্তি জারি করছেন:

মেসার্স কে আর এন্টারপ্রাইজ, প্রতিনিধিত্ব করছেন এর প্রোপ্রাইটর: রুমানা পরভিন (এখানে এর পরে 'ঋণগ্রহীতা' হিসেবে উল্লিখিত) এখানে নীচের **তফসিল 'এ' এবং 'সি'**–তে বর্ণিত ঋণের সুবিধা/ সুবিধাবলি ও দায় গ্রহণ করেছিলেন এবং সুরক্ষিত ঋণদাতার অনুকূলে জামিনচুক্তি(সমূহ) সম্পাদন করেছিলেন। উক্ত আর্থিক সহায়তা গ্রহণের সময় উপরোক্ত চুক্তির শর্ত ও নিয়মাবলি অনুসারে উক্ত ঋণের অর্থাঙ্ক(সমূহ) পরিশোধে আপনাদের দায়বদ্ধতা স্বীকার করেছিলেন।

মেহবুব ওদুদ (এখানে এর পরে 'জামিনদার' হিসেবে উল্লিখিত) উপরোক্ত ঋণগ্রহীতা দ্বারা গৃহীত ঋণের সুবিধা বাবদ সুদ সমেত **₹২৪,০০,০০০.০০**–এর সীমা অবধি অর্থাঙ্কের প্রেক্ষিতে উদ্ভূত যাবতীয় দায় ও বাধ্যবাধকতা মোতাবেক যাবতীয় বকেয়া অর্থাঙ্ক আমরা দাবি জানানো মাত্রই প্রদানের নিশ্চয়তা দিয়েছিলেন। আপনারা (**তফসিল 'বি'**–তে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ) এখানে নীচের **তফসিল 'বি'**–তে বর্ণিত সুরক্ষিত পরিসম্পদের বিনিময়ে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন।

তফসিল 'এ' এবং 'সি'
(ঋণগ্রহীতা দ্বারা গৃহীত ঋণের সুবিধা সম্পর্কিত বিশদ তথ্য)

ঋণের প্রকৃতি (লোন অ্যাকাউন্ট নং)	ঋণের অর্থাঙ্ক (₹)	৩০.১০.২০২৬ অনুযায়ী সুদ সমেত দায়	সুদের হার
ওসিসি / ওডিবিডি (১২৫০০১৩২৫৬৪০)	₹২৪,০০,০০০.০০	₹২৩,৯৯,৯৯৮.৯১, তৎসহ ৩১.১০.২০২৬ থেকে প্রযোজ্য হারে সুদ ও অন্যান্য চার্জ	বর্তমান হারে সুদ + ২% হারে দণ্ডমূলক সুদ

আপনাদের দ্বারা আমাদের অনুকূলে স্বাক্ষরিত বিবিধ প্রাসঙ্গিক নথির মাধ্যমে এখানে নীচের **তফসিল 'বি'**–তে বিশদে ও নির্দিষ্টরূপে বর্ণিত সম্পত্তির বন্ধকি দ্বারা উপরিলিখিত ঋণ/ ধারের সুবিধা যথাযথরূপে সুরক্ষিত ছিল। আপনারা নির্ধারিত শর্ত ও নিয়মাবলি অনুসারে দায় পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় **২৯.১০.২০২৬** তারিখে এই ব্যাঙ্ক উক্ত ঋণটি **অনুৎপাদক পরিসম্পদ (এনপিএ)** হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ করেছে। সেই কারণে, এতদ্দ্বারা আমরা উক্ত অ্যাক্টের ১৩(২) ধারাধীনে জারিকৃত এই বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এই বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ষাট **(৬০) দিনের** মধ্যে **৩০.১০.২০২৬** তারিখের ভিত্তিতে আপনাদের দায় বাবদ **₹২৩,৯৯,৯৯৮.৯১** (তেইশ লক্ষ নিরানব্বই হাজার নশো আটানব্বই টাকা একানব্বই পয়সা মাত্র), তৎসহ নোটিসের তারিখ থেকে উদ্ভূত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ ও মাশুল সম্পূর্ণরূপে পরিশোধের আহ্বান জানাচ্ছি, যার অন্যথা হলে আলোচ্য অ্যাক্টের ১৩(৪) নং ধারাধীনে আমরা সকল বা যে কোনও অধিকার প্রয়োগে বাধ্য হব।

পাশাপাশি, আমাদের আগাম লিখিত অনুমতি ছাড়া এখানে নীচের **তফসিল 'বি'**–তে বর্ণিত সুরক্ষিত পরিসম্পদগুলি নিয়ে কোনও প্রকার লেনদেন না–করার জন্য আপনাদের সতর্ক করে দেওয়া হচ্ছে। আলোচ্য অ্যাক্ট এবং/বা বিদ্যমান অন্য যে কোনও আইনের অধীনে আমাদের প্রতি উপলব্ধ অধিকারের প্রতি পক্ষপাতবিহীনভাবে এই বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশ করা হচ্ছে।

সুরক্ষিত পরিসম্পদ ছাড়িয়ে নিতে প্রাপ্য সময়সীমা সম্পর্কিত বিষয়ে সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২–এর ১৩ নং ধারার (৮) নং উপধারার সংস্থানগুলির প্রতি আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে।

শাখায় উপলব্ধ তথ্য অনুসারে আপনাদের সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানাতেও এই দাবি বিজ্ঞপ্তিটি প্রাপ্তিস্বীকারপত্র–সহ রেজিস্টার্ড পোস্টের মাধ্যমে প্রেরিত হয়েছে।

তফসিল 'বি'
(সুরক্ষিত পরিসম্পদের বিশদ তথ্য)

সম্পত্তি নং ১: মেহবুব ওদুদ (জামিনদার ও বন্ধকদাতা)–এর স্বত্বাধীন সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ। [CERSAI অ্যাসেট আইডি: ২০০০৬৭৬৫৫৬০২]

উপরিস্থিত একতলা আবাসবাড়ি (এতে রয়েছে ৩টি রুম, ১টি ডাইনিং রুম, ১টি কিচেন, ৪টি টয়লেট ও ১টি ব্যালকনি) সমেত সামান্য কমবেশি ৩ শতক জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা– রাজাপুর, জে এল নং ৫৪, এল আর খতিয়ান নং– এল আর ৯২৫, দাগ নং– আর এস এবং এল আর ৩৯৫, থানা– বসিরহাট, উত্তর ২৪ পরগনা। **বিল্ডিংয়ের চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা:** উত্তর– ভূস্বামীর জমি; দক্ষিণ– গোলাম কুদ্দুস মণ্ডল; পূর্ব– রজব আলি মণ্ডল; পশ্চিম– ৫ ফুট চওড়া কাঁচা রাস্তা।

সম্পত্তি নং ২: মেহবুব ওদুদ (জামিনদার ও বন্ধকদাতা)–এর স্বত্বাধীন সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ। [CERSAI অ্যাসেট আইডি: ২০০০৫৮৯৯৯০৮১]

আরসিসি কাঠামোযুক্ত একটি দোকান সমেত সামান্য কমবেশি ০.৩৪৪ ডেসিমেল জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা– রাজাপুর, জে এল নং ৫৪, এল আর খতিয়ান নং– ৪৩৭, দাগ নং– আর এস এবং এল আর ৭৪, থানা– বসিরহাট, হাল থানা– মাটিয়া, চাপাপুকুর গ্রাম পঞ্চায়েত, পরগনা– বালিয়া, মৌজা– রাজাপুর, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা। **বিল্ডিংয়ের চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা:** উত্তর– ১০ ফুট চওড়া রাস্তা; পূর্ব– ১০ ফুট চওড়া রাস্তা; দক্ষিণ– পূর্বপুরুষদের জমি; পশ্চিম– ভূস্বামীর জমি।

অস্থাবর পরিসম্পদ: মজুত পণ্যের রেহানাবন্ধন [CERSAI1 অ্যাসেট আইডি: ২০০০৫৮৯৯৬৩৬৬]

তারিখ: ৩০.১০.২০২৬ / স্থান: বসিরহাট অনুমোদিত আধিকারিক / কানাড়া ব্যাঙ্ক

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
INFORMATION WANTED



This is the photograph of **Unknown Male Dead Body,** found on 29.09.2026, at about 22.26 hrs, S.G.Hospital, Naihati, PS- Naihati, Description of this Dead body is: **Age**- 70 Yrs (Approx), **Sex:** Male, **Complexion** - Black, **Height** - 5 Feet 9 Inch, **Build** - Slim, **Hair**- White, **Wearing** - White Shirt with half nacked. Please Contact Officer in Charge, Missing Persons Bureau, C.I.D., West Bengal, Bhabani Bhaban, Kolkata-700027, Ph. No.-033-2450-6120.

ICA-D 1707(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
INFORMATION WANTED



This is the photograph of **Unknown Male Dead Body,** found on 11.10.2026, at about 19.55 hrs, Under the shade of Sheorafuli R/S, P.F. 04 at BDC end KM 22/5, Description of this Dead body is: **Age**- 65 Yrs (Approx), **Sex:** Male, **Complexion** - Shyamla, **Height** - 5 Feet 3 Inch, **Build** - Thin, **Hair**- Bald, **Wearing** - White Dhuti & Blue printed Lungi and Printed chadar. Please Contact Officer in Charge, Missing Persons Bureau, C.I.D., West Bengal, Bhabani Bhaban, Kolkata-700027, Ph. No.-033-2450-6120.

ICA-D 1697(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
INFORMATION WANTED



This is the photograph of **Sukanta Das,** Father's Name - **Late Kishori Das**, of 47/2 N.S. Dutta Road, Kadamtala, Bantra, Howrah, West Bengal - 711101, Who has been missing since 12.10.2026, at about 07.00 hrs, Residential area under Bantra PS, Description of this Missing person is: **Age** - 73 Years (Approx), **Height** - 5 Feet 9 Inch(Approx), **Complexion** - Sallow, **Wearing** - White & Black stripped t-shirt, Blue track suit, **Language** - Bengali. Please Contact Officer in Charge, Missing Persons Bureau, C.I.D., West Bengal, Bhabani Bhaban, Kolkata-700027, Phone No. 033-24506120.

ICA-D 1711(3)/2026

---

১ নম্বর দেওয়ানী আদালত আলিপুর
মানি সুট ৫০৯ অফ ২০২২ সালের
"(আন্ডার ৩৭ কোড অফ সিভিল প্রসিডিউর, ১৯০৮)"

ইউকো ব্যাংক, ঠিকানা - নিউ আলিপুর, ৭০এ, ফার্স্ট ফ্লোর, ব্লক ডি, থানা - নিউ আলিপুর, কলকাতা - ৭০০০৫৩, প্রতিনিধিত্ব করছেন রাধেশ্যাম শুক্লা, ...বাদি

-বনাম-

মেসার্স হুডা এন্টারপ্রাইস
ও
আতিয়া খাতুন
.....বিবাদী

প্রতি,

১. **মেসার্স হুডা এন্টারপ্রাইস,** ঠিকানা - ৩৭, তপসিয়া রোড, পুলিশ স্টেশন - তিলজলা, কলকাতা - ৭০০০৩৯।

২. **আতিয়া খাতুন,** স্বামীর নাম - আতাউর রহমান, বয়স ৩৩ বছর, ঠিকানা - ৪২/২এ, তপসিয়া রোড, পুলিশ স্টেশন - তিলজলা, কলকাতা - ৭০০০৩৯।

উপরোক্ত উল্লেখিত বিবাদীদের তথ্যের জন্য এটি অবহিত করা হচ্ছে যে উপরোক্ত বাদী পক্ষ ৯,৯২,৯৪০.৭২ টাকা মূল্যের একটি মানি সুট দায়ের করেছেন যার নম্বর **মানি সুট ৫০৯ অফ ২০২২,** যে মামলাটি মুলতবি আছে। যদি বিবাদীদের পক্ষের আত্মপক্ষ সমর্থনে কিছু বলার থাকে তাহলে ইংরেজি ২৫/১১/২০২৬ তারিখ সকাল ১০.৩০ মধ্যে আদালতে উপস্থিত থাকতে হবে, অন্যথায় আইন অনুসারে মামলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে যদি বিবাদী এড়িয়ে যান এবং এই নোটিশ অনুযায়ী উপস্থিত না হন তবে মামলাটি একপক্ষীয় সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এই বিজ্ঞপ্তিটি উল্লেখযোগ্য বিবাদীর জন্য প্রকাশিত হয়েছে, যে এখনো উপস্থিত হয়নি।

আদেশ দ্বারা
রুপালী ব্যানার্জি
সেরেস্তাদার
ফার্স্ট ক্লাস সি.জি. (সিনিয়র ডিভিশন), আলিপুর

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
কলকাতা পুলিশ
বিজ্ঞপ্তি

মহামান্য কলকাতা হাইকোর্টের আদেশানুসারে আসন্ন কালীপূজা, দীপাবলি, ছটপূজা, বড়দিন এবং ইংরাজি বর্ষবরণের উৎসবে শুধুমাত্র পরিবেশবান্ধব আতশবাজি **(Green Fire Crackers)** নির্দিষ্ট সময় মেনে ব্যবহার ও প্রদর্শন করা যাবে। অন্য সমস্তরকম বাজি নিষিদ্ধ বলে গণ্য হবে। নিষিদ্ধ বাজি ক্রয়, বিক্রয়, ব্যবহার এবং প্রদর্শন করলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ICA-N301(4)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

Advertisement No. 02 / DG's M.T.Pool Dated 28.10.2026

1. Applications are invited by the D.G's M.T. Pool, under SAP 2nd Bn., Barrackpore for recruitment of 04(Four) numbers of drivers on contractual basis at D.G's M.T. Pool, Barrackpore. For further details and application proforma please visit **https://wbpolice.gov.in**

2. The application along with relevant enclosures should be submitted office of the D.G's M.T. Pool, under SAP 2nd Bn., Barrackpore, Mangal Pandey Uddyan, Barrackpore, Kolkata-700120.

3. The applicants can collect **APPLICATION FORM** from the above noted address at the office hours.

4. Last date of submission of application is **14 days from the date of Publication in the News Paper.**

ICA-N302(3)/2026

পাঞ্জাব নেশনাল ব্যাঙ্ক ...भरोसे का प्रतीक ! — punjab national bank ...the name you can BANK upon!

শাখা অফিস: সিও এসএএম সার্কল অফিস নদিয়া
১/৪, পণ্ডিত এল কে মৈত্র রোড, কৃষ্ণনগর, নদিয়া–৭৪১১০১
ই–মেল: cs8286@pnb.bank.in,
ফোন: ৭০৫৯৯৫৮০১০ / ৭০৮৮১৭৭৭৭৩

ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৮(৬)–এর সংস্থানসমূহ–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে স্থাবর পরিসম্পদ বিক্রির জন্য ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)–এর জ্ঞাতার্থে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধক রাখা/ দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত বিবরণযুক্ত এবং এই ব্যাঙ্ক/ সুরক্ষিত ঋণদাতার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা গঠনমূলক/ বাস্তবিক/ প্রতীকী দখল নেওয়া নিম্নলিখিত স্থাবর সম্পত্তিগুলি সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)–এর থেকে এই ব্যাঙ্ক/সুরক্ষিত ঋণদাতার পাওনা অর্থাঙ্ক পুনরুদ্ধারের জন্য নীচে লেখা তারিখে **'যেখানে যেমন আছে', 'যা কিছু আছে' এবং 'যেভাবে আছে'** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। নীচের টেবিলে প্রতিটি সম্পত্তির নির্ধারিত সংরক্ষণ মূল্য ও বায়না জমা (ইএমডি) উল্লেখ করা হয়েছে।

সুরক্ষিত পরিসম্পদের তফসিল

ক্রম নং	শাখার নাম অ্যাকাউন্টের নাম ঋণগ্রহীতা / জামিনদারগণের নাম ও অ্যাকাউন্ট নম্বর	বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ/ স্বত্বধারকের নাম (সম্পত্তির বন্ধকদাতা)	ক) ১৩(২) নোটিসের তারিখ খ) ১৩(২) নোটিস অনুযায়ী বকেয়া অর্থাঙ্ক গ) ১৩(৪) ধারাধীনে দখলের তারিখ ঘ) দখলের প্রকৃতি (প্রতীকী/ বাস্তবিক)	ক) সংরক্ষণ মূল্য (লক্ষ টাকায়) খ) ইএমডি (ইএমডি জমার শেষ তারিখ) গ) বিড বাড়ানোর মূল্য	ই–নিলামের তারিখ ও সময়	সুরক্ষিত ঋণদাতার জানা দায় (যদি থাকে)
১.	কৃষ্ণনগর মেসার্স এ ডি অটোমোবাইল (অ্যাকাউন্ট নং: ০২১৫২৫০০০৫৫৩১) প্রোপ্রাইটর: মিঃ আদিত্যনাথ দাস, পিতা– প্রয়াত মোহিত কুমার দাস জামিনদার: মিঃ সতীনাথ দাস, পিতা– প্রয়াত মোহিত কুমার দাস উভয়ের নিবাস: স্বপ্ননীড় অ্যাপার্টমেন্ট, এল এম ঘোষ স্ট্রিট, পোঃঅঃ– কৃষ্ণনগর, থানা– কোতোয়ালি, জেলা– নদিয়া, পিন–৭৪১১০১	ফ্ল্যাট নং ২৪/এফ–এর সমবন্ধক, এটি ১০৪ বর্গফুট বিল্ট আপ এরিয়া বিসিষ্ট একটি দোকান, অবস্থান: মৌজা– গোবিন্দ সড়ক, জে এল নং ৯৪, দাগ নং– আর এস ১৯৮৩/২৪৬৩, এল আর ২১৫৩, খতিয়ান নং– আর এস ১৩১৩, এল আর ৩৯০৪, ৩৯০৫, ৩৯০৬, ৩৯০৭, ওয়ার্ড নং ২০, হোল্ডিং নং ২৪/এফ, কৃষ্ণনগর পুরসভা, বিল্ডিংয়ের নাম 'স্বপ্ননীড় অ্যাপার্টমেন্ট', এল এম ঘোষ স্ট্রিট, থানা– কোতোয়ালি, জেলা– নদিয়া, ২০০৭ সালের দলিল নং ৪২৩৩ অনুযায়ী সম্পত্তির রেজিস্টার্ড স্বত্বাধিকারী মিঃ আদিত্যনাথ দাস, পিতা– প্রয়াত মোহিত কুমার দাস। দলিল অনুযায়ী চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর– বিশ্বনাথ ঘোষের গ্যারাজ; দক্ষিণ– মদন নন্দী ও লক্ষ্মী নন্দীর জমি; পূর্ব– সিংহ বাবুর জমি ও রাস্তা; পশ্চিম– ডি এল রায় গার্লস ট্রেনিং স্কুল।	ক) ১৯.০৫.২০১৬ খ) ₹১১,২৪,৪৮৮.৩৭ তৎসহ পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ গ) ০৪.০৮.২০১৬ ঘ) প্রতীকী	ক) ₹৬,৩০,০০০.০০ খ) ₹৬৩,০০০.০০ গ) ₹১০,০০০.০০	২৬.১১.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে	ব্যাঙ্কের জানা নেই
২.	কৃষ্ণনগর (পূর্বতন ওবিসি) মিঃ অভিমন্যু বাগ (অ্যাকাউন্ট নং: ১২৮০৯০১১০০০১৩০) পিতা– মিঃ যুধিষ্ঠির বাগ মিঃ শান্তনু বাগ উভয়ের নিবাস: গ্রাম– বুশডাঙ্গা (সগুনা), পোঃঅঃ– আলুইডাঙ্গা (আলুইপাড়া), থানা– শান্তিপুর, জেলা– নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭৪১৩১৭	নিম্নোক্ত জমি ও বাড়ি নিয়ে গঠিত সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: গ্রাম– বুশডাঙ্গা (সগুনা), পোঃঅঃ– আলুইডাঙ্গা (আলুইপাড়া), মৌজা– ০৯ সগুনা, জে এল নং ০৯, প্লট নং– এল আর ৮৪০ ও ৮৪১, জমির পরিমাপ– ০.১০ শতক বা ০.০১০ একর, প্রকৃতি– ভিটা, সগুনা, থানা– শান্তিপুর, জেলা– নদিয়া, দলিল নং ৪৯৮৮/০৮ অনুযায়ী সম্পত্তির স্বত্বধারক: শ্রী অভিমন্যু বাগ, পিতা–

বিরাটের অভিধানে বয়স শুধুই সংখ্যা

অরিত্র বসু



সময় নিজের স্বাক্ষর রেখে যায় শরীরের ওপর। ক্ষিপ্রতা কমে, পেশির নমনীয়তায় ভাটা পড়ে, প্রতিক্রিয়ার ধারেও জমে বয়সের আস্তরণ। অথচ, ইডেন পার্কে বুধবার বিরাট কোহলিকে দেখে কে বলবে, পরদিনই ৩৮-এ পা দিতে চলেছেন তিনি! নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজের প্রথম ম্যাচে নাথান স্মিথের ব্যাট স্পর্শ করে দ্বিতীয় স্লিপের দিকে নিচু হয়ে উড়ে আসা বলটির দিকে যে অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতায় ঝাঁপিয়ে পড়লেন, তা যেন বয়সের বিরুদ্ধে এক শরীরী বিদ্রোহ। মাটি ছোঁয়ার কয়েক ইঞ্চি আগে মুঠোবন্দি করে সেই পরিচিত বো অ্যান্ড অ্যারো উদ্‌যাপন। এই বিরাটকে দেখলে সময়ের হিসেব মেলানো সত্যিই কঠিন।

বয়সের প্রতিবন্ধকতায় বিরাটের এই বিরুদ্ধাচরণের নেপথ্যে লুকিয়ে রয়েছে কঠোরতম আত্মশাসন। বিশ্বের অন্যতম ফিট ক্রীড়াবিদ হয়ে ওঠার উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে তিনি কখনও কেবল কথার অলঙ্কার করেননি। ভারতীয় দলের অন্দরমহলের এক ব্যক্তিত্ব বলছিলেন, বরাবর অনুশীলন শুরুর আধঘণ্টা আগেই মাঠে পৌঁছে যান তিনি। অনুশীলন মিটতেই তাঁকে আর খুঁজেই পাওয়া যায় না। কঠোর প্রশিক্ষণে নিজেকে নিংড়ে দেওয়ার পর দ্রুত চলে যান রিকভারির জন্য। এমনকী, অপ্রয়োজনীয় গল্পগুজব এড়িয়ে চলেন। তাঁর বিশ্বাস, অনর্থক কথা বলাতেও শক্তির অপচয় হয়। সেই শক্তি বরং অনুশীলন ও শরীরের পরিচর্যার জন্য সঞ্চিত রাখতেই পছন্দ করেন তিনি।

ফোনে বিরাটের ছোটবেলার কোচ রাজকুমার শর্মা বলছিলেন, ‘দেশের বাইরে রয়েছি। তবুও ওর ক্যাচটা দেখেছি। ভাষায় বোঝাতে পারব না, কতটা অসাধারণ। ৩৮-এ পা দিল। এই বয়সে পৌঁছেও ওইরকম ফ্লেক্সিবিলিটি বিরাটকে বাকিদের থেকে আলাদা করে দেয়। ওর এই ফিটনেস মন্ত্র শুধুমাত্র ক্রিকেটারদের মধ্যেই সংক্রমিত হয়নি, সারা ভারত তথা বিশ্ব জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে।’

৩৮-এ পৌঁছেও ফিটনেসের এক অনন্য মানদণ্ড হয়ে উঠেছেন বিরাট। তাঁর পরিচয় বিশ্বের সর্বকালের অন্যতম সেরা ক্রিকেটার হিসেবে সীমাবদ্ধ নয়। সব ছাপিয়ে তিনি এক অপার বিস্ময়। এমন এক মানুষ, যিনি জীবন থেকে ক্রিকেট— কোথাও কখনও অর্ধেকটা দেননি। উজাড় করে দিয়েছেন নিজের একশো শতাংশ।

হতশ্রী ক্রিকেটে ভরাডুবি বাংলার

বিশ্বজিৎ দাস

অসহায় আত্মসমর্পণে মুখ ঢাকো লজ্জায়।

অবশ্য বাংলা শিবিরে এই হারের হতাশা বা লজ্জার কোনও লেশমাত্র দেখা গেল না। ১১২ রানের পুঁজি নিয়েও বিপক্ষের একটাও উইকেট তুলে নেওয়া গেল না! জয়ের হ্যাটট্রিক করে ঘরের মাঠে নেমেছিল বাংলা। সেখানে মহারাষ্ট্রের কাছে ১০ উইকেটে লজ্জার হার।

২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারি। রনজি ট্রফিতে শেষবার ইডেন গার্ডেন্সে ম্যাচ হেরেছিল বাংলা। মুম্বইয়ের কাছে ইনিংস ও ৪ রানে। ২০২৬ সালের নভেম্বরে সেই ইডেনে ফের বাংলার ভরাডুবি। এবার মহারাষ্ট্রের কাছে। এদিন ড্যাং ড্যাং করে বোনাস-সহ ৭ পয়েন্ট নিয়ে গেলেন পৃথ্বী শ-রা। নিছকই কাকতালীয়, ২০২৪ সালে মুম্বইয়ের হয়ে ইনিংস ওপেন করেছিলেন পৃথ্বী। এবার তিনি মহারাষ্ট্র অধিনায়ক। আড়াই বছরের ব্যবধানে ইডেনে বাংলার দুই লজ্জার হারের সাক্ষী। বৃহস্পতিবারের জয়ের সুবাদে ৪ ম্যাচে ১৯ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ সি-র শীর্ষে মহারাষ্ট্র। বাংলা দু’নম্বরে।

দ্বিতীয় ইনিংসে আবারও ব্যাটিং বিপর্যয়ের চেনা ছবি। আগের দিনের ৭৬/৪ হাতে খেলতে নেমে ১৮৬ রানে অলআউট বাংলা। কিছুটা লড়াই করলেন অভিষেক পোড়েল (৬৫), সুমন্ত গুপ্ত (৫৯)। কিন্তু তাঁদের লড়াইও আঁধারে ঢাকা পড়ল। ১১২ রানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ব্যাট করতে নেমে মাত্র ১৯.৪ ওভারে রান তুলে দেয় পৃথ্বী শ-শচীন ধাসের ওপেনিং জুটি। ম্যাচ শেষে বঙ্গ অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরন স্বীকার করলেন, ‘শেষ দুই ম্যাচে পিচের মান অনুযায়ী ব্যাট করেছি। কিন্তু এখানে বড় ইনিংস প্রয়োজন ছিল। যা আমরা পারিনি।’ একই সুর কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লার গলায়, ‘আমরা খারাপ খেলেছি। প্রথম তিন ম্যাচ জিতে এভাবে হার মেনে নেওয়া যায় না।’ সঙ্গে যোগ করেন, ‘যদিও এখনই নিরাশ হওয়ার কিছু নেই। ছেলেরা ঘুরে দাঁড়াবে।’

সংক্ষিপ্ত স্কোর

বাংলা: ১৪৩ ও ১৮৬ (অভিষেক ৬৫, সুমন্ত ৫৯, প্রদীপ ৪/৪৮, হিতেশ ৪/৫৩)। মহারাষ্ট্র: ২১৮ ও ১১৪/০ (শচীন অপরাজিত ৬১, পৃথ্বী অপরাজিত ৫৩)

■ মহারাষ্ট্র ১০ উইকেটে জয়ী

ভালভার্দে জেতালেন রিয়েলকে

আজকালের প্রতিবেদন

অল্পের জন্য বেঁচে গেল রিয়েল মাদ্রিদ। বুধবার উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগে এথেন্স এফসি-র বিরুদ্ধে শেষ মুহূর্তের গোলে ৩-২ জিতল স্প্যানিশ ক্লাবটি। এদিন অ্যাওয়ে ম্যাচে দু’বার পিছিয়ে পড়েও রিয়েল খেলায় ফিরে এসে বুঝিয়ে দিয়েছে, কেন তারা প্রতিযোগিতার ইতিহাসে অন্যতম সেরা দল হিসেবে বিবেচিত হয়। ১২ মিনিটে প্রথম গোল হজম করে মাদ্রিদ। ৩২ মিনিটে সমতা ফেরান জুড বেলিংহ্যাম। এরপর দ্বিতীয়ার্ধের ৭৫ মিনিটের মাথায় এথেন্স আবার গোল করে। এবারও লিড ধরে রাখতে পারেনি তারা। কয়েক মিনিটের মধ্যে দুর্দান্ত গোলে ২-২ করেন কিলিয়ান এমবাপে। ৯০ মিনিটের মাথায় এক ফুটবলার লাল কার্ড দেখায় এথেন্স ১০ জন হয়ে যায়। এরপরই আসে রিয়েলের জয়সূচক গোলটি। সংযুক্তি সময়ে অধিনায়ক ফেডেরিকো ভালভার্দের গোল রিয়েলের জয়ের ধারা অব্যাহত রাখতে সাহায্য করে।

অন্য ম্যাচে, লিপজিগের বিরুদ্ধে ৩-২ ফলে জিতেছে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। ইপিএলের এই দলটি দু’বার এগিয়েও গোল ধরে রাখতে পারেনি। প্রথম গোলটি অবশ্য আত্মঘাতী ছিল। দ্বিতীয়টি এনজো ফার্নান্ডেজের করা। শেষ পর্যন্ত সিটির ত্রাতা হন আর্লিং হালান্ড। ৭৮ মিনিটে তাঁর গোলেই জয়ের দেখা পায় ম্যান সিটি। স্লাভিয়া প্রাহার বিরুদ্ধে ২-১ জয়ী আর্সেনাল। গোল দুটি করেছেন ননি ম্যাদুয়েকে এবং ভিক্টর গিওকোরেস। তবে ফেনারবাখের কাছে ২-৩ ব্যবধানে হেরেছে লিভারপুল। দু’বার এগিয়েও তারা জিততে পারেনি।

৫৩ লাল কার্ড! রেকর্ড



আজকালের প্রতিবেদন: ব্রাজিলে একটি অনূর্ধ্ব ২০ ম্যাচে রেফারি দেখালেন ৫৩টি লাল কার্ড! অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি। অনূর্ধ্ব ২০ চ্যাম্পিয়নশিপে সেমিফাইনালের প্রথম লেগে মুখোমুখি হয়েছিল উবেরলান্দিয়া এবং মামোর। দ্বিতীয় দল ৩-১ এগিয়ে যাওয়ার পর তাদের এক ফুটবলার বিপক্ষের রিজার্ভ বেঞ্চের সামনে গিয়ে সেলিব্রেশনে মেতে উঠতেই গণ্ডগোল শুরু। তুমুল মারামারির পাশাপাশি শুরু হয় ভাঙচুর। পরিস্থিতি ক্রমশ রণক্ষেত্রের চেহারা নেয়। সেনা নামাতে হয়। তারপর দুই দলের মোট ৪৩ ফুটবলার, ৮ কোচিং স্টাফ এবং উবেরলান্দিয়ার দুই বোর্ড মেম্বারকে লাল কার্ড দেখান রেফারি। এটা বিশ্বরেকর্ড। আগের রেকর্ড ছিল ২০১১-তে আর্জেন্টিনার পঞ্চম ডিভিশনের একটি ম্যাচে রেফারির দেখানো ৩৬ লাল কার্ড।

The Burdwan Central Co-operative Bank Ltd.
Regd. H.O. : 64 G.T. Road, P.O. Burdwan, Dist. Purba Bardhaman, West Bengal, PIN : 713101
Ph: 8373077701 (Manager)

e-Tenders are invited from reputed vendors for interior decoration for the following locations:- Nadanghat Branch, Purba Bardhaman, PIN- 713515. The last date for submission of quotation is **20.11.2026** (Friday) up to 10.00 a.m. For details, please view the bank's website **www.burdwanccb.bank.in**.

Sd/- Chief Executive Officer

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক pnb punjab national bank
...भरोसे का प्रतीक ! ...the name you can BANK upon !

সি.ও.: কলকাতা (দ), ইউনাইটেড টাওয়ার, ১০ম তলা, ১১ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১
ইমেইল: cokolsouthgad@pnb.co.in

প্রেমিসেস প্রয়োজন

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে ইজারা/ভাড়ার ভিত্তিতে এটিএম-এর জায়গাসহ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে একতলায় ১৬০০-২০০০ বর্গফুট কার্পেট এরিয়ার একটি উপযুক্ত, তৈরি ও সুনির্মিত হল টাইপ ভবন প্রয়োজন।

শাখার নাম	পছন্দসই স্থান	প্রয়োজনীয় কার্পেট এলাকা (এটিএম সহ)
টালিগঞ্জ ট্রাম ডিপো	নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু রোড কলকাতা ৭০০৪০০	১৪০০-২০০০ বর্গফুট

প্রস্তাবিত প্রেমিসেস-এর বিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষ থেকে সকল ছাড়পত্র থাকতে হবে। কাঙ্ক্ষিত এলাকায় অবস্থিত এই ধরনের প্রেমিসেস-এর আগ্রহী মালিক/নির্বন্ধিত পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি ধারকগণ, যারা তাদের প্রস্তুত প্রেমিসেস দীর্ঘমেয়াদী ইজারা ভিত্তিতে, বিশেষত ১৫ বছর বা তার বেশি সময়ের জন্য ইজারা দিতে প্রস্তুত, তারা অফিস চলাকালীন সময়ে উপরোক্ত ঠিকানায় উপলব্ধ নির্ধারিত বয়ানে তাদের প্রস্তাব পাঠাতে পারেন। যথাযথভাবে সিলমোহর ও স্বাক্ষরিত সম্পূর্ণ প্রস্তাবটি অবশ্যই ২২.১১.২০২৬ তারিখ বিকাল ৪.০০টার মধ্যে উপরোক্ত ঠিকানায় নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছে পৌঁছতে হবে। ব্যাঙ্ক কোনও দালালি দেবে না। ব্যাঙ্ক কোনও প্রকার কারণ দর্শানো ছাড়াই তার নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে যেকোনও বা সমস্ত প্রস্তাব গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার রাখে।

০৬.১১.২০২৬ স্বা/- সার্কল হেড

বঁক ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

ইংলিশ বাজার শাখা
৫১৪/৮০এ, এস এম পল্লী, এনএইচ ৩৪, রথবাড়ি,
জেলা মালদা, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩২১০১

ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

অ্যানেক্সার-A

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি 'পরিশিষ্ট IV-A [রুল ৮(৬) ও/বা ৯(১)-এর সংস্থানসমূহ দ্রষ্টব্য]

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল রুল ৮(৬) ও/বা ৯(১)-এর সংস্থানসমূহ-সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্দ্বারা বিশেষত নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ), বন্ধকদাতা(গণ) ও জামিনদার(গণ) এবং জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, নিম্নলিখিত অ্যাকাউন্টের প্রেক্ষিতে ব্যাঙ্কের পাওনা পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে সুরক্ষিত ঋণদাতা রূপে ব্যাঙ্ক অফ বরোদার কাছে বন্ধক রাখা/দায়বদ্ধ এবং সুরক্ষিত ঋণদাতা রূপে ব্যাঙ্কের অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা দখল নেওয়া নিম্নবর্ণিত স্থাবর সম্পত্তিগুলি **'যেখানে আছে', 'যা কিছু আছে' এবং 'যেমন আছে'** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। ঋণগ্রহীতা(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/ সুরক্ষিত পরিসম্পদ(গুলি)-এর বিবরণ/ বকেয়া অর্থাঙ্ক/ সংরক্ষণ মূল্য/ ই-নিলামের তারিখ ও সময়, বায়না জমা (ইএমডি) এবং বিড বাড়ানোর অর্থাঙ্ক (বিড গুণক) ইত্যাদি তথ্যাবলি এখানে নীচে উল্লেখ করা হয়েছে:

ক্রম/ লট নং	ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ)-এর নাম ও ঠিকানা	জানা দায় (যদি থাকে) সমেত স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ	মোট বকেয়া	ই-নিলামের তারিখ ও সময়	সংরক্ষণ মূল্য / ইএমডি অর্থাঙ্ক / বিড বাড়ানোর মূল্য	দখলের প্রকৃতি (প্রতীকী/ বাস্তবিক)	সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ ও সময়
১.	**১.** মেসার্স স্কাইলার্ক মোটরস প্রেমিসেস নং ৬৮/২৫এ/৫৪, রবীন্দ্র ভবন, গোদরেলপল্লী, গৌর কন্যা বাস স্ট্যান্ডের বিপরীতে, এনএইচ-৩৪, জেলা- মালদা, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩২১০৩ **২.** মিঃ আসিফ হোসেন, প্রযত্নে- আলিমুল হোসেন, ওয়ার্ড নং ১৯, হাউস নং ৯৬/২৩এ/৯৫, দালালজি মসজিদের নিকটে, মিরচক, জেলা- মালদা, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩২১০১ **৩.** মিঃ মোজাম্মেল হোসেন, প্রযত্নে- আলিমুল হোসেন, ওয়ার্ড নং ১৯, হাউস নং ৯৬/২৩এ/৯৫, দালালজি মসজিদের নিকটে, মিরচক, জেলা- মালদা, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩২১০১ **৪.** মিঃ আলিমুল হোসেন (জামিনদার), ওয়ার্ড নং ১৯, হাউস নং ৯৬/২৩এ/৯৫, দালালজি মসজিদের নিকটে, মিরচক, জেলা- মালদা, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩২১০১	দোতলা আবাসবাড়ি সমেত ৩.৩০ ডেসিমেল বাস্তু জমি বিশিষ্ট সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণের সমবন্ধক যার স্থিতি ও বিবরণ: প্লট নং- এল আর ১৩৩৫, খতিয়ান নং- এল আর ২১৪০, জে এল নং ৬৪, মৌজা- কুতুবপুর, থানা- ইংলিশ বাজার, জেলা- মালদা, পশ্চিমবঙ্গ, ওয়ার্ড নং ১৯, হোল্ডিং নং ৯৬/২৩এ/৯৫, দালালজি মসজিদের নিকটে, মিরচক, ইংলিশ বাজার পুরসভার এলাকাধীন। দলিল নং I-১১৩৭৬, I-১২৭৯৮ অনুযায়ী সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী: আলিমুল হোসেন। সম্পত্তির চৌহদ্দি: উত্তর- মেহেদি হোসেনের বাড়ি; দক্ষিণ- আনেশের বাড়ি; পূর্ব- ৬ ফুট চওড়া পরিসর; পশ্চিম- ইশা হকের বাড়ি। **দখল: প্রতীকী**	₹ ৩৩,৮৫,৫০৯.৩৪ ৩১.১০.২০২৬ তারিখ অনুসারে + অপ্রযুক্ত সুদ + অপরিষেবিত সুদ + অন্যান্য মাশুল (* দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানের পর প্রদান করা অর্থাঙ্ক বাদে)	২৫.১১.২০২৬ দুপুর ২টো থেকে সন্ধে ৬টা	₹৪৯,৭৯,০০০.০০/- ₹৪,৯৭,৯০০.০০/- ₹১০,০০০.০০/-	প্রতীকী	১৯.১১.২০২৬ দুপুর ২টো থেকে বিকেল ৪টা মোবাইল: ৯৫০৩৯১৭২৩৫ (আগাম যোগাযোগ করে আসবেন)

বিক্রির বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য অনুগ্রহপূর্বক https://www.bankofbaroda.bank.in/e-auction.htm এবং অনলাইন নিলাম পোর্টাল https://baanknet.com-তে দেওয়া লিঙ্ক দেখুন। সম্ভাব্য বিডাররা দরকারে অনুমোদিত আধিকারিকের সঙ্গেও এই নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন: ৯৫০৩৯১৭২৩৫।

১. এই বিক্রি সুরক্ষিত ঋণদাতা ব্যাঙ্কের অনুমোদন সাপেক্ষ হবে।
২. সম্পত্তিটি প্রতীকী দখলে রয়েছে এবং বিডাররা প্রতীকী দখলে থাকা এই সম্পত্তি নিজের দায় ও ঝুঁকিতে ক্রয় করছেন।
৩. ব্যাঙ্ক উক্ত সম্পত্তির কেবলমাত্র প্রতীকী দখল হস্তান্তর করবে এবং নিলামে সফল বিডার বা ক্রেতা ব্যাঙ্কের থেকে এই সম্পত্তির বাস্তবিক দখলের জন্য দাবি জানাতে পারবেন না।
৪. সম্পত্তির বাস্তবিক দখল দিতে ব্যাঙ্ক কোনওভাবেই দায়ী বা কর্তব্যপরায়ণ থাকবে না।
৫. জমাকৃত অর্থাঙ্ক ফেরতের ক্ষেত্রে নিলামে সফল ক্রেতা কোনও সুদ পাওয়ার জন্য দাবি জানাতে পারবেন না।
৬. ই-নিলামের অব্যবহিত পরেই নিলামে সফল ক্রেতাকে উপরিলিখিত শর্ত ও নিয়মাবলি নিশ্চিতকরণের ঘোষণাপত্র তথা প্রতিশ্রুতি জমা দিতে হবে।
৭. বিক্রির পরে সফল বিডার ঘোষণাপত্র তথা প্রতিশ্রুতি জমা দিতে ব্যর্থ হলে তাঁর তরফে জমাকৃত বিডের ইএমডি অর্থাঙ্ক বাজেয়াপ্ত করা হবে।

তারিখ: ০৫.১১.২০২৬ অনুমোদিত আধিকারিক
স্থান: মালদা ব্যাঙ্ক অফ বরোদা

বঁক ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

শিলিগুড়ি আঞ্চলিক কার্যালয়
হোমল্যান্ড বিজনেস সেন্টার
৫ম তলা, তৃতীয় মাইল সেবক রোড, শিলিগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩৪০০৮

ইসলামপুর শাখা, ক্ষুদিরামপল্লী, ইসলামপুর, উত্তর দিনাজপুর, পব- ৭৩৩২০২

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

[সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর ৮(১) ধারার সাথে পঠিত পরিশিষ্ট IV অনুযায়ী]

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী, **ব্যাঙ্ক অফ বরোদা, ইসলামপুর শাখা, মুর্শিদাবাদের** অনুমোদিত অফিসার হিসাবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (৩ অফ ২০০২)-এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর বিধি ৯-এর সাথে পঠিত ধারা ১৩(২)-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, ঋণগ্রহীতা **শ্রী স্বরূপ মণ্ডল, পিতা শ্যামপদ মণ্ডল, ঠিকানা ৫৪, নীলমণি গাঙ্গুলি লেন, খাগড়া, বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪২১০৩**-কে উক্ত নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করার জন্য ২৭-০৪-২০২৬ তারিখে একটি দাবি নোটিশ জারি করেন **১২,৭৮,৪৩১.০০ (বারো লক্ষ আটাত্তর হাজার চারশ একত্রিশ টাকা মাত্র)** ও অপ্রযুক্ত সুদ, অপরিশোধিত সুদ, চক্রবৃদ্ধি সুদ ও তৎসংক্রান্ত অন্যান্য আইনানুগ খরচ, যা **২৭.০৪.২০২৬ তারিখ থেকে** কার্যকর হবে, এবং উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে চুক্তিভিত্তিক হারে এর উপর অতিরিক্ত সুদসহ পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত খরচ, চার্জ এবং ব্যয় পরিশোধ করতে হবে।

ঋণগ্রহীতা অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, ঋণগ্রহীতা এবং সর্বসাধারণকে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ধারা ১৩(৪) এবং উক্ত বিধিমালার বিধি ৯ অনুসারে তাকে/তাকে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, **০৫ নভেম্বর ২০২৬** তারিখে নিচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।

বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণ জনগণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, উক্ত সম্পত্তি নিয়ে কোনো প্রকার লেনদেন করবেন না এবং উক্ত সম্পত্তি সংক্রান্ত যেকোনো লেনদেনের ক্ষেত্রে **ব্যাঙ্ক অফ বরোদা, ইসলামপুর শাখা, মুর্শিদাবাদ কর্তৃক ১২,৭৮,৪৩১.০০ টাকা** + অপ্রযুক্ত সুদ + প্রয়োগকৃত সুদ + অপরিশোধিত সুদ + চক্রবৃদ্ধি সুদ + অন্যান্য আইনি খরচ এবং তৎসংক্রান্ত অন্যান্য চার্জ প্রযোজ্য হবে, যা **২৭-০৪-২০২৬** তারিখ থেকে কার্যকর হবে এবং চুক্তিভিত্তিক হারে অতিরিক্ত সুদ এবং পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত খরচ, চার্জ ও ব্যয়সমূহ যুক্ত হবে।

জামানতকৃত সম্পদসমূহ উপলব্ধ সময়ের সাপেক্ষে খালাস করার জন্য ধারা ১৩ এর উপধারা (৮) এর বিধানের প্রতি ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ:

মুর্শিদাবাদ জেলা, খাগড়া মৌজা, জে.এল. নং ৯৭, তৌজি নং ১৬, থানা ও এসআরও বহরমপুর, খতিয়ান নং সাবেক ১৩২, আর.এস. ১৫৩৯, এল.আর. ৯৯২৩, সি.এস. প্লট নং ১৩৬৮-এ অবস্থিত শ্রী স্বরূপ মণ্ডলের নামে থাকা "চতুর্থী" নামক জি+৫ তলা ভবনের ৬ষ্ঠ তলে ৫ডি নং ফ্ল্যাটের (যার কার্পেট এরিয়া ৫৩৯.২৫ বর্গফুট এবং সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৭১৯ বর্গফুট) এবং ২৮ বর্গফুটের একটি দুই-চাকার গাড়ি পার্কিংয়ের সুবিধাসহ জমি ও সাধারণ অংশে অবিভক্ত, অবিভাজ্য আনুপাতিক অংশের সমবন্ধক। বর্তমান এল.আর. খতিয়ান ১১২৯১, প্লট আর.এস. ১৩৬৮/২২৯৩, শ্রেণী ভিটি, এলাকা ০.০৭৭৫ একর, এল.আর.১৮১২. হোল্ডিং নং ৭৭/৩, নিমাইছয় ভাই লেন, বহরমপুর পৌরসভার ১৪ নং ওয়ার্ড, যার সীমানা: উত্তরে অন্যের সম্পত্তি, দক্ষিণে ১০ ফুট রাস্তা, পূর্বে অন্যের সম্পত্তি, পশ্চিম: অন্যের সম্পত্তি।

১৪.১০.২০২৬ তারিখে জারি করা পূর্ববর্তী দখল বিজ্ঞপ্তিটি প্রত্যাহার করা হল।

তারিখ: ০৫.১১.২০২৬ চিফ ম্যানেজার/অনুমোদিত অফিসার
স্থান: খাগড়া, মুর্শিদাবাদ ব্যাঙ্ক অফ বরোদা

দ্রষ্টব্য: ঋণগ্রহীতা মেসার্স এলএইচসি ডায়াগনস্টিক কেমোথেরাপি অ্যান্ড পলিক্লিনিকের নিম্ন উল্লিখিত দখল বিজ্ঞপ্তিটি এই সংবাদপত্রে ০৫.১১.২০২৬ তারিখে প্রকাশিত হয়েছিল। সম্পত্তির বিবরণ ছাড়া ঋণগ্রহীতাগণের নাম, বকেয়া অর্থাঙ্ক ও অন্যান্য বিশদ তথ্যে কিছু ভুল থাকায় এটি পুনরায় প্রকাশিত হচ্ছে।

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক punjab national bank
...भरोसे का प्रतीक ! ...the name you can BANK upon !

সার্কল অফিস, কলকাতা নর্থ
অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ [এআরএমবি] ডিডি-১১, সেক্টর-১, সল্ট লেক, কলকাতা-৭০০০৬৪ ই-মেল: cs8266@pnb.bank.in

পরিশিষ্ট-IV, রুল ৮(১) দখল বিজ্ঞপ্তি

যেহেতু, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক-এর অনুমোদিত আধিকারিক রূপে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর ১৩ নং ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে **ঋণগ্রহীতা মেসার্স এলএইচসি ডায়াগনস্টিক কেমোথেরাপি অ্যান্ড পলিক্লিনিক, শ্রী সুমন্ত কুমার রায় (প্রোপ্রাইটর), পিতা সুবোধ কুমার রায়, শ্রীমতী পদ্মাবতী রায় (জামিনদার), স্বামী সুবোধ কুমার রায় এবং প্রিয়জন হসপিটাল অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার প্রাইভেট লিমিটেড-এর ডিরেক্টরগণ (শ্রী সুমন্ত কুমার রায় ও শ্রীমতী পদ্মাবতী রায়)**-এর প্রতি ২০.০৮.২০২৬ তারিখ সংবলিত দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন যার মাধ্যমে উক্ত বিজ্ঞপ্তির/ বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ওই বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অর্থাঙ্ক ৩১.০৭.২০২৬ তারিখের ভিত্তিতে **₹৪,০১,০৬,০৮৫.৫৪ (চার কোটি এক লক্ষ ছয় হাজার পঁচাশি টাকা এবং চুয়ান্ন পয়সা মাত্র) (অ্যাকাউন্ট নম্বর 008320IS00000018, 008320EG00000045 এবং 008320RF00000027) তৎসহ সম্পূর্ণ প্রদান পর্যন্ত পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ, চার্জ ও আনুষঙ্গিক খরচ, মাশুল (এখানে পরে সুরক্ষিত ঋণ হিসাবে উল্লিখিত)** আদায় দেওয়ার জন্য তাঁদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল।

উক্ত ঋণগ্রহীতা/গণ ওই বিজ্ঞপ্তিতে দাবিকৃত অর্থাঙ্ক আদায় দিতে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্বারা বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতা/গণ এবং জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলস, ২০০২ এর রুল নং ৮-সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩ ধারার (৪) নং উপধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে **২ নভেম্বর, ২০২৬** তারিখে নিম্নবর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।

সুরক্ষিত পরিসম্পদ ছাড়িয়ে নিতে প্রাপ্য সময়সীমা সম্পর্কিত বিষয়ে উক্ত অ্যাক্টের ১৩ নং ধারার (৮) নং উপধারার সংস্থানগুলির প্রতি সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদারগণ/ বন্ধকদাতাগণের মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে।

বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতা এবং জনসাধারণকে এতদ্বারা উক্ত সম্পত্তি নিয়ে কোনওরূপ লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং উক্ত সম্পত্তি নিয়ে যে কোনও প্রকার লেনদেন **৩১.০৭.২০২৬ তারিখের ভিত্তিতে ₹৪,০১,০৬,০৮৫.৫৪ (চার কোটি এক লক্ষ ছয় হাজার পঁচাশি টাকা এবং চুয়ান্ন পয়সা মাত্র) (অ্যাকাউন্ট নম্বর 008320IS00000018, 008320EG00000045 এবং 008320RF00000027) তৎসহ পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ, চার্জ ও আনুষঙ্গিক খরচ, মাশুল সমেত পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক**-এর প্রতি দায় সাপেক্ষ হবে।

ক. স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ:

সামান্য কমবেশি ১ কাঠা ৮ ছটাক ২০ বর্গফুট মাপের জমি, তৎসহ পাঁচতলা ভবনের (সিঁড়ি এবং লিফ্‌টের স্থান-সহ কভার্ড এরিয়ার মোট আয়তন ৫২৯২.২১ বর্গফুট, যার মধ্যে গ্রাউন্ড ফ্লোরের মাপ ১১১০.৭৫ বর্গফুট, ফার্স্ট ফ্লোর ১০৮২.২৫ বর্গফুট, ২ নং ফ্লোর ১০৮২.২৫ বর্গফুট, ৩

অবসর গ্রহে রোনাল্ডো

আজকালের প্রতিবেদন

যে অনিবার্য ঘোষণার আশঙ্কায় এ-গ্রহের অর্ধেক ফুটবলপ্রেমী বিগত কয়েক সপ্তাহ চরম উৎকণ্ঠায় কাটাচ্ছিলেন, সময়ের নিয়ম মেনে ৫ নভেম্বর নেমে এল তাঁদের জীবনে। আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে চিরতরে বিদায় নিলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। একটি ভিডিওবার্তার মাধ্যমে ২৩ বছরের বর্ণময় কেরিয়ারে যবনিকা টানলেন কিংবদন্তি। সব মহাকাব্যেরই একটি শেষ পৃষ্ঠা থাকে, যে-পৃষ্ঠা সবসময় সুন্দরভাবে বন্ধ হয় না। কখনও তা চোখের জলে ভেজাও থাকে। তাঁর জীবনও তো মহাকাব্যই! সেই বইয়ে রয়েছে গৌরব, বিতর্ক, ক্ষত আর এক অসমাপ্ত স্বপ্নের দীর্ঘশ্বাস।

রোনাল্ডোর বিদায়ী বক্তব্যে বারবার ফুটে উঠেছে আত্মসম্মান, কৃতজ্ঞতা ও এক দীর্ঘ যাত্রার স্বীকৃতি। তিনি বলেন, 'আজ পর্তুগালের জাতীয় দলের ৭ নম্বর জার্সি ফিরিয়ে দেওয়ার দিন। আমি কখনও মনে করিনি এটি শুধু আমার। কিন্তু ২৩ বছর ধরে এই জার্সি পরা, জার্সির সম্মান রক্ষা করার সৌভাগ্য ও দায়িত্ব পেয়েছি।'

২০০৩ সালে আগস্টে মাদেইরার কিশোর প্রথমবার পর্তুগালের জার্সিতে মাঠে নামেন। বয়স মাত্র ১৮। কে জানত, পর্তুগালের সীমানা পেরিয়ে সেই কিশোর একদিন বিশ্বফুটবলের সর্বকালের অন্যতম সেরা মহাতারকা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবেন? ইউসেবিও কিংবা ফিগোর জাতীয় গণ্ডি পেরিয়ে তাঁর নাম আজ উচ্চারিত হয় গ্রহের সর্বকালের সেরা ফুটবলারদের অভিজাত বৃত্তে। গোলের পর শূন্যে ভেসে তাঁর 'সিউউউ' উচ্চারণ হয়ে উঠেছে বিশ্বের সহস্র কোটি মানুষের আবেগের ভাষা।

ছ'টি বিশ্বকাপ ও ছ'টি ইওরোপীয় চ্যাম্পিয়নশিপে পর্তুগালের প্রতিনিধিত্ব, দুটি নেশনস লিগ শিরোপা—এই দীর্ঘ পথচলায় তিনি ছিলেন দেশের সবচেয়ে উজ্জ্বল মুখ। ২০১৬ সালের ইওরো জয় তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ মুহূর্ত হলেও, সেই ফাইনালে ক্ষতবিক্ষত হয়ে সাইডলাইন থেকে সঙ্গীদের নির্দেশ দেওয়ার দৃশ্য ফুটবল ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবে।

সময়ের কাছে আজ তিনি পরাজিত। সদ্যসমাপ্ত বিশ্বকাপে স্পেনের বিরুদ্ধে পর্তুগালের হারের রাতে রোনাল্ডোর চোখে জল ছিল। সেই কান্না পরাজয়ের নয়। তা ছিল বিশ্বকাপ জয়ের অসমাপ্ত স্বপ্নের চিরবিদায়ের। ২০০৬ সালের সেমিফাইনালই হয়ে রইল তাঁর সেরা বিশ্বকাপ যাত্রা।

এই বিদায়ের নেপথ্যে রয়েছে এক কঠিন ও বেদনাদায়ক অধ্যায়। নতুন কোচ হোর্হে জেসুসের অধীনে নরওয়ের বিরুদ্ধে ম্যাচে তাঁকে বেঞ্চে বসিয়ে রাখা হলে রোনাল্ডোর মনে তীব্র অপমানবোধ দানা বাঁধে। প্রতিশ্রুতিভঙ্গের অভিযোগ তুলে তিনি ম্যাচের মাঝে মাঠ ছাড়েন এবং পরপর তিনটি ট্রেনিং সেশনে অনুপস্থিত থাকেন। ফেডারেশন তাঁকে জরিমানা করে ও এক মাসের জন্য নির্বাসনের শাস্তি দেয়। এভাবেই কিংবদন্তির আন্তর্জাতিক অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটল বিতর্কের ধূসর আবরণে।

তাঁর কাছে ফুটবলের শেষ সত্যটি ছিল—'গোল হারিয়ে যায়, ট্রফি যাদুঘরে থাকে, রেকর্ড ভাঙা হয়। কিন্তু মানুষের হৃদয়ে আমরা যে স্থান দখল করি, সময় কখনও মুছতে পারে না।'

তবে ক্লাব ফুটবলে এখনও তাঁর পথচলা বাকি। আল নাসেরের হয়ে ১০০০ গোলের স্বপ্ন সত্যি করার খুব কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছেন। কিন্তু পর্তুগালের জাতীয় সঙ্গীতের মাঝে আর দেখা যাবে না সেই অতিপরিচিত মুখ। নতুন কেউ গায়ে চাপাবেন ৭ নম্বর জার্সি। শুধু পর্তুগালের ফুটবলপ্রেমীদের মনে থেকে যাবে এক দীর্ঘ অভ্যাসের শূন্যতা। কারণ, একটা প্রজন্মের কাছে পর্তুগাল মানেই ছিল রোনাল্ডো।



দেশের জার্সিতে রোনাল্ডো

আন্তর্জাতিক ম্যাচ	আন্তর্জাতিক গোল
২৩৪	১৪৬

খেতাব

ইওরো কাপ (২০১৬) ♦ নেশন্স লিগ (২০১৯ ও ২০২৫)

বিশ্বকাপে খেলা	ব্যালন ডি'ওর জয়
৬ বার	৫

যুবভারতীতে টানটান জয়, বাগানে আগাম দীপাবলি

৩ মোহনবাগান — দ্রাজিচ ২, আরউইন

২ ওড়িশা এফসি — মাহমুদ, এভার্টন

রাজর্ষি গাঙ্গুলি

দীপাবলির প্রাক্কালে আলোকোজ্জ্বল মোহনবাগান। টানটান ম্যাচে ওড়িশা এফসিকে ৩-২ হারাল। জোড়া গোল দেজান দ্রাজিচের। একটি লি আরউইনের। ওড়িশার গোলদাতা মাহমুদ ইদ এবং এভার্টন। এদিন মোহনবাগানকে লাগল মোহনবাগানের মতোই। মাঠে দর্শক টানতে ওড়িশার বিরুদ্ধে দীপাবলির উপহার হিসেবে সমর্থকদের ফ্রি টিকিট দিয়েছিলেন মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট কর্ণধার সঞ্জীব গোয়েঙ্কা। গ্যালারি তাতে কিছুটা বেশি ভরলেও, আগের কয়েক মরশুমের বাগান গ্যালারির মতো নয়। বৃহস্পতিবার ওড়িশার বিরুদ্ধে মোহনবাগানের প্রথমার্ধের খেলাটা দেখতে বেশ লাগছিল। মাঝমাঠ থেকে একের পর এক আক্রমণ, তেল খাওয়া মেশিনের মতো খেললেন দেজান দ্রাজিচ। কেন তিনি এ বছর বাগানের সেরা রিক্রুট, প্রমাণ করছেন প্রতিদিন। তবে এই অর্ধে বাগানের গোল না পাওয়ার সিংহভাগ কৃতিত্ব ওড়িশা গোলরক্ষক ঋত্বিক তেওয়ারির। নিশ্চিত তিনটি গোল বাঁচালেন। তবে ১৯ সেকেন্ডের মাথায় কয়েক হাত দূর থেকে আরউইন ঋত্বিকের হাতে না মারলে তখনই মোহনবাগান এগিয়ে যায়। একা ঋত্বিককে পেয়ে বাইরে মারলেন মনবীর সিংও। লিস্টনের শট লাগল পোস্টে। একটি অনবদ্য সেভ করেন বিশাল কাইথও। প্রথমার্ধে একটি ন্যায্য পেনাল্টি থেকে বঞ্চিত হয় মোহনবাগান।

তারপরেও দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই গোল করে ফেললেন দ্রাজিচ। ৪৭ মিনিটে ডান দিক থেকে বল নিয়ে ঢুকে শরীরের দোলায় বোকা বানালেন স্টিফেন ইজেকে। তারপর বাঁ পায়ের দর্শনীয় শটে পরাস্ত করলেন ঋত্বিককে। বাগান গ্যালারিতে তখন দীপাবলির উচ্ছ্বাস। তবে সেই উৎসব স্থায়ী হয়নি বেশিক্ষণ। পাঁচ মিনিটের মধ্যে ওড়িশাকে সমতায় ফেরান মাহমুদ ইদ। মোহনবাগান আবার এগিয়ে গেল ৭৪ মিনিটে। ডান দিক থেকে ছাংতের বাড়ানো বল ফাঁকা গোলে ঠেললেন সেই দ্রাজিচ। আবার উৎসব। আর এবারও সেই উৎসবের স্থায়িত্ব ৫ মিনিট। মোহনবাগান রক্ষণে লুজ বল ধরে ২-২ করলেন ব্রাজিলিয়ান স্ট্রাইকার এভার্টন। ৮৭ মিনিটে জয়সূচক গোল এনে দিলেন সেই আরউইন। বাড়তি প্রাপ্তি, চোট কাটিয়ে ফিরলেন জেমি ম্যাকলারেন। ৫ ম্যাচে ১২ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে জাঁকিয়ে বসছে বাগান। এদিন বিকেলের ম্যাচে ঘরের মাঠে নর্থইস্ট ইউনাইটেডের কাছে ০-২ হেরেছে চার্চিল ব্রাদার্স।

মোহনবাগান: বিশাল, অভিষেক, মেহতাব, আলবার্তো, শুভাশিস, লিস্টন (ছাংতে), অনিরুদ্ধ, সামির (দীপক), দ্রাজিচ, মনবীর (জেমি), আরউইন



গোল করে নাচ দেজান দ্রাজিচের। বৃহস্পতিবার যুবভারতীতে। ছবি: অভিষেক চক্রবর্তী

ঈশ্বরনই নেতা

মুস্তাক আলি টি২০ ক্রিকেটে বাংলার নেতৃত্বে অভিমন্যু ঈশ্বরনই। মহম্মদ সামি এবং মুকেশ কুমার গোটা প্রতিযোগিতায় খেললেও রাইজিং স্টার্স এশিয়া কাপে যাওয়ার কারণে শাহবাজ আহমেদকে শুধু প্রথম ম্যাচে পাবে বাংলা। গ্রুপে তাদের সব খেলা মুম্বইয়ে। প্রথম খেলা ১৪ নভেম্বর।

আমির ১১১

সিলেটে শুরু হল দ্বিতীয় টেস্ট। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে টস জিতে আগে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। প্রথম দিনের শেষে তাদের সংগ্রহ ২৩৫/৪। আমির জাঙ্গু অপরাজিত আছেন ১১১ রানে। কেভিন উইকহ্যামের ৬১। তাসকিন আমেদ, হাসান মাহমুদের ২টি করে উইকেট।

নামছে মহমেডান

আজ, শুক্রবার ইন্ডিয়ান ফুটবল লিগের (আইএফএল) দ্বিতীয় ম্যাচে নামছে মহমেডান স্পোর্টিং। প্রতিপক্ষ বেঙ্গালুরু ইউনাইটেড। বিকেল ৪টে থেকে খেলা প্রতিপক্ষের মাঠে। কল্যাণীতে প্রথম ম্যাচে হারের পর আজ জয়ের রাস্তায় ফিরতে মরিয়া সাদা-কালো ব্রিগেড।

পাকিস্তানকে সাফে হারাল ভারত

আজকালের প্রতিবেদন

নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে দুটি আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচের জন্য সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে প্রথম সারির দল পাঠায়নি ভারত। তবে নৌশাদ মুসার তত্ত্বাবধানে ভারতের তরুণ ব্রিগেড যে তৈরি, সাফের প্রথম ম্যাচেই বুঝিয়ে দিল। পাকিস্তানকে ৩-২ ব্যবধানে হারাল ভারত। জোড়া গোল সুহেল ভাটের। একটি গোল কিপগেনের। জিতলেও শেষ মুহূর্তে দুটি গোল হজম চিন্তায় রাখবে কোচ নৌশাদ মুসাকে।

পরপর আক্রমণ তুলে ১৩ মিনিটে এগিয়ে যায় ভারত। দুই সুহেলের যুগলবন্দিতে গোল। মহম্মদ সুহেলের পাস থেকে ডান পায়ের শটে গোল করেন সুহেল ভাট। ১৯ মিনিটে অভিষেক সূর্যবংশীর নিখুঁত পাস থেকে ২-০ করেন সুহেল ভাটই। ৩২ মিনিটে ৩-০ করেন কিপগেন। ৩৪ মিনিটে পেনাল্টি নষ্ট করে পাকিস্তান। দ্বিতীয়ার্ধেও ভারতের দাপট ছিল। ম্যাচের সংযুক্তি সময়ে চূড়ান্ত নাটক। জুনেদ শাহর সেন্টার থেকে হেডে ব্যবধান কমান নাজিব উল্লাহ। মিনিট তিনেক পরেই ২-৩ করেন আলমগির গাজি। তারপরই আবদুল্লার শট দারুণ তৎপরতায় আটকে ভারতের জয় নিশ্চিত করেন গোলকিপার আরশ।



S24 PAGS	116
N24 PAGS	116
RANAGHAT	116
ARAMBAGH	116
BURDWAN	113
BOLPUR	112
MIDNAPUR	115
BANKURA	115
SILIGURI	112
MALDA / BALURGHAT	112
FALAKATA	111
ALIPURDUAR	113

CONTACT-80160 91101

চ্যাম্পিয়ন ভারত

এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি হকিতে টানা তিনবার, মোট ছ'বার চ্যাম্পিয়ন হল ভারত। বৃহস্পতিবার মোহালিতে ফাইনালে হরমনপ্রীত সিংয়ের দল শুরুর ৪ মিনিটে গোল হজম করে। কিন্তু তৃতীয় কোয়ার্টার অবধি পিছিয়ে থেকেও শেষ ১৮ মিনিটে পাল্টা ৪ গোল করে ৪-১ হারাল জাপানকে। গ্রুপেও জাপানকে শেষ ৮ মিনিটে ৩ গোল করে হারিয়েছিল ভারতীয়রা। এদিন শিলানন্দ লাকরা সমতা ফেরানোর পর শেষ কোয়ার্টারে ভারতের পক্ষে আরও ৩টি গোল করেন দিলপ্রীত সিং, পেনাল্টি কর্নার থেকে যুগরাজ সিং এবং বিবেক সাগর প্রসাদ। জাপানের গোলদাতা মাতসুমোতো। এই ম্যাচটি একইসঙ্গে ছিল ভারতীয় হকি তারকা হার্দিক সিংয়ের ২০০তম আন্তর্জাতিক ম্যাচ এবং জাতীয় দলের জার্সিতে নীলকান্ত শর্মার বিদায়ী ম্যাচও।



মনোবাঞ্ছা পূরণের দিন-ধনতেরাস...

তমাল মুখোপাধ্যায়

আজকের দিনটা আরো উজ্জ্বল, আরও রঙিন, কারণ আজ ধনতেরস। বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসবের আমেজ কাটতে না কাটতেই আবার এসে গেল আরও একটি উৎসব। দীপাবলি ও কালীপুজোর আগে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উৎসব এই ধনতেরস। আর আজকের দিনে সোনা, রুপো ও বাসনপত্র-সহ বিভিন্ন সামগ্রী কেনার রীতি বহুদিন থেকেই চলে আসছে। প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী, নিষ্ঠা ভরে ও সঠিক নিয়ম মেনে পুজো ও কেনাকাটা করলে সংসারের সুখ-সমৃদ্ধি ও সৌভাগ্যের উন্মেষ ঘটে।

শুধু সাধারণ মানুষের মধ্যেই নয়, ব্যবসায়ী মহলেও মহা ধুমধাম সহকারে এই উৎসব উদ্‌যাপন করা হয়। লক্ষ্মীর পাশাপাশি সোনা বা রুপোর মতো মূল্যবান ধাতু কিনে পুজো করেন অনেকে। তবে আজকের এই ধনতেরসের শুরু নিয়ে দুটি মত প্রচলিত আছে, একটি মত অনুযায়ী মা লক্ষ্মীর কথা, আর অন্য মতের সঙ্গে জড়িয়ে আছে এক আশ্চর্য গল্প।

সাধারণত দীপাবলি বা কালীপুজোর দু'দিন আগে পালিত হয় এই ধনতেরস। এই উৎসবের আরেকটি নাম হল ধন-ত্রয়োদশী। কার্তিক মাসের কৃষ্ণপক্ষের ১৩তম দিনে পালিত হয় এই ধনতেরস উৎসব।



পঞ্জিকা অনুসারে কার্তিক মাসের কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশী তিথিতে ধনতেরস বা ধন- ত্রয়োদশী পালিত হয়। আর তাই এ বছরও একই দিনেই পালিত হচ্ছে ধনতেরস উৎসব। ত্রয়োদশীর তিথি আজ সকাল ৯:৩০ মিনিট থেকে শুরু হবে এবং আগামিকাল সকাল ১১:৪৫ মিনিট পর্যন্ত থাকবে। তিথি ও নক্ষত্র অনুযায়ী সর্বত্র তাই আজকের দিনেই পালিত হচ্ছে এই ধনতেরস উৎসব।

ঠিক দীপাবলির আগে এই ধনতেরস উৎসবের জন্য প্রতি বছরই অপেক্ষা করে থাকেন বহু মানুষ। তাই এই দিনে সোনা, রুপো কিংবা বাসনপত্র কেনাকে অত্যন্ত শুভ বলে মনে করেন তারা।

স্মরণে থাকতে পারে, কয়েক বছর আগেও বাঙালিদের মধ্যে এই ধনতেরস নিয়ে তেমন একটা উন্মাদনা ছিল না। কিন্তু এখন দিন বদলেছে, পরিস্থিতিও বদলেছে। তাই অন্য রাজ্যের মতো এখন পশ্চিমবঙ্গ তথা কলকাতাতেও মহা সমারোহে পালিত হয়ে আসছে এই উৎসব। শুধু তাই নয়, শহরে অবাঙালি মানুষের পাশাপাশি বাঙালি মানুষেরাও বেশ আনন্দ সহকারে এই উৎসব পালন করেন। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই সানন্দে এই কেনাকাটার উৎসবে শামিল হন।

অপেক্ষার অবসান। অবশেষে এসে গেল সেই কাঙ্ক্ষিত দিন- 'ধনতেরস'। পুজোর রেশ কাটতে না কাটতেই মানুষ দিন গুণতে শুরু করে, কবে আসবে এই ধনতেরস। সাধারণ মানুষের পাশাপাশি ব্যবসায়ী মহলেও মহা ধুমধাম সহকারে এই উৎসব উদ্‌যাপন করা হয়। কেউ কেউ সোনার মতো মূল্যবান ধাতু কিনে পুজো করেন। কিন্তু সবটাই অবশ্য নিজের আর্থিক সামর্থ্য অনুযায়ী।

পুরাণ অনুযায়ী সমুদ্র মন্থনের সময় আজকের এই তিথিতে হাতে অমৃত কলস নিয়ে ধন্বন্তরি প্রকট হন। কথিত আছে, ইন্দ্রের অভদ্র আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে মহর্ষি দুর্বাসা ত্রিলোককে শ্রীহীন হওয়ার অভিশাপ দেন। এর ফলে পৃথিবী থেকে নিজের লোকে গমন করেন অষ্টলক্ষ্মী। আর সংসারে শ্রী প্রতিষ্ঠার জন্য সমুদ্র মন্থনের পরামর্শ দেন স্বয়ং মহাদেব। আর এই সমুদ্র মন্থন-এর ফলে ১৪টি প্রমূর্ত রত্নের উৎপত্তি হয়, এই চতুর্দশ রত্ন হিসেবে স্বয়ং অমৃত কলস নিয়ে ধন্বন্তরি প্রকট হন। আর ঠিক দু'দিন পরেই প্রকট হন লক্ষ্মী, তাই ধনতেরসের দু'দিন পরে দীপাবলিতে মা লক্ষ্মীর পুজোও করা হয়।

এটা আমরা প্রায় সকলেই জানি যে, এই ধনতেরস দীপাবলি উৎসবের ঠিক দু'দিন আগে হিন্দু ক্যালেন্ডারের কার্তিক মাসের কৃষ্ণপক্ষের তিথিতে পালিত হয়। আর একে ধনত্রয়োদশী বা ধন্বন্তরি প্রদেশীয় ত্রয়োদশী বলে থাকেন অনেকে। এর পেছনে বেশ কিছু জনপ্রিয় পৌরাণিক ইতিহাস ও কাহিনিও লুকিয়ে রয়েছে।

হিন্দু পুরাণ অনুযায়ী সমুদ্র-মন্থনের সময় দেববৈদ্য ভগবান ধন্বন্তরি একহাতে অমৃতের কলস এবং অন্য হাতে আয়ুর্বেদ গ্রন্থ নিয়ে আবির্ভূত হন। তাই এই দিনটিকে সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ুর প্রতীক হিসেবে ধরা হয়।

অন্যদিকে প্রাচীন এক কিংবদন্তি অনুসারে, রাজা হিম বা হিমার ছেলের কুণ্ডলীতে ছিল যে, বিয়ের চতুর্থ দিনে সাপের কামড়ে তার মৃত্যু হবে। খবরটা জেনে তার নতুন স্ত্রী রাজপুত্রকে ঘুমোতে না দিয়ে দরজায় সোনা-রুপোর গয়নার স্তূপ করে, অনেক প্রদীপ জ্বালিয়ে গল্প- গানের মধ্যে তারা সারারাত কাটিয়ে দেন। আর পরের দিন যমরাজ সাপের বেশে সেখানে এসে প্রদীপের আলোয় ও গয়নার উজ্জ্বলতায় অন্ধ হয়ে যান এবং সারারাত গানের সুর শুনে সকালে খালি হাতে ফিরে যান। এর ফলে রাজপুত্রের জীবন রক্ষা পায়। এই রীতি স্মরণে দরজায় প্রদীপ জ্বালানোর প্রথা চালু হয়। ধন শব্দের অর্থ সম্পদ এবং তেরস-এর অর্থ ত্রয়োদশী। বিশ্বাস করা হয়, এই দিনে সোনা-রুপো ও নতুন বাসনপত্র কিনলে ঘরের লক্ষ্মী ও কুবেরের কৃপা বজায় থাকে এবং ধন-সম্পত্তি বৃদ্ধি পায়।

পৌরাণিক সমুদ্র মন্থনের সময় এই তিথিতেই আয়ুর্বেদের জনক ও দেবতাদের চিকিৎসক ভগবান ধন্বন্তরি অমৃতের কলস হাতে সমুদ্রগর্ভ থেকে আবির্ভূত হন। তাই সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনায় আজকের দিনে ধন্বন্তরি দেবীর আরাধনা করা হয়। আজকের এই দিনে দেবী লক্ষ্মী এবং ধনদেবতা কুবেরের পূজাও করা হয়। বিশ্বাস করা হয়, এই দিন ভক্তি ভরে পুজো করলে ঘরে মা লক্ষ্মীর কৃপা বজায় থাকে এবং দারিদ্র্য দূর হয়।

প্রতিবছর কার্তিক মাসের কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশী তিথিতে ধনতেরস উৎসব পালিত হয় দেশ জুড়ে। তিন দেবদেবী— আয়ুর্বেদিক ওষুধের জনক ধন্বন্তরি, লক্ষ্মী ও কুবেরের পুজো করা হয় মহা সমারোহে। শাস্ত্র অনুযায়ী ধন্বন্তরি আরাধনা করলে মানুষের শরীর-স্বাস্থ্য অনেক ভাল থাকে। আর আলোর উৎসব দীপাবলি এখন দ্বারপ্রান্তে। সারা ভারতে এই দীপাবলি উৎসব পাঁচদিন ধরে চলে। আর এই ধনতেরস থেকেই শুরু হয়ে যায় এই আলোর উৎসব, যা শেষ হয় ভাইফোঁটায়।







শুভ ধনতেরাস

ধনতেরাস আজ বাঙালির চোদ্দো পার্বণ...

তমাল মুখোপাধ্যায়

কথায় বলে বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ। তবে আজ এই ধনতেরাস যেন হয়ে উঠেছে বাঙালির ১৪ পার্বণ। ব্যবসায়ী মহলে মহা ধুমধাম সহকারে এই উৎসব পালন করা হয়। লক্ষ্মীর পাশাপাশি সোনার মতো মূল্যবান ধাতু কিনে পুজো করেন অনেকে। তবে এই ধনতেরাসের শুরু নিয়ে দুটি মত প্রচলিত আছে। একটি মত অনুযায়ী মা লক্ষ্মীর কথা। আর অন্য মতের সঙ্গে জড়িয়ে আছে এক আশ্চর্য গল্প। পুরাণ অনুযায়ী, সমুদ্রমন্থনের এই তিথিতে হাতে অমৃত কলস নিয়ে ধন্বন্তরি প্রকট হন। কথিত আছে ইন্দ্রের অভদ্র আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে মহর্ষি দুর্বাসা ত্রিলোককে শ্রীহীন হওয়ার অভিশাপ দেন। এরপরে পৃথিবী থেকে নিজের লোকে গমন করেন অষ্টলক্ষ্মী। সংসারে শ্রীপ্রতিষ্ঠার জন্য সমুদ্রমন্থনের পরামর্শ দেন মহাদেব।

এবার একটু এই উৎসব নিয়ে আলোচনা করা যাক। ধনতেরাসের রাতে লক্ষ্মী ও ধন্বন্তরির সম্মানে সারারাত প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখা হয়। হিন্দুরা এই দিনটিকে নতুন কেনাকাটা (বিশেষ করে সোনা বা রুপোর জিনিসপত্র ও নতুন পাত্র) করার জন্য শুভদিন বলে মনে করেন। বিশ্বাস করা হয়, নতুন ধন বা মূল্যবান ধাতু দিয়ে তৈরি জিনিস সৌভাগ্যের লক্ষণসূচক।

ধনতেরাস হল ধন্বন্তরির পুজো। ধন্বন্তরি হিন্দু ঐতিহ্য অনুসারে সমুদ্রমন্থনের সময় আবির্ভূত হন। এক হাতে অমৃত এবং অন্য হাতে আয়ুর্বেদ সম্পর্কিত পবিত্র পাঠ ধারণ করেন। তিনি দেবগণের চিকিৎসক হিসেবে বিবেচিত হন। ধন্বন্তরিকেও বিষ্ণুর অবতার বলে মনে করা হয়।

এই দিনে দেবী ধন্বন্তরি, লক্ষ্মী–গণেশ এবং কুবেরের পুজো করা হয়। পৌরাণিক বিশ্বাস অনুসারে ধনতেরাসের দিনে নতুন জিনিস কেনা অত্যন্ত শুভ বলে মনে করা হয়। ঠিক এই কারণেই ধনতেরাসের দিনে লোকেরা বাসনপত্র, যানবাহন, সোনা, রুপো ইত্যাদি সাধ্যমতো ক্রয় করেন। সাধারণ মানুষের বিশ্বাস যে, এই দিনে কিছু জিনিস ক্রয় করলে সৌভাগ্যের সূচনা ত্বরান্বিত হয়। তাই এইসময় বিভিন্ন দোকানে উপচে পড়া ভিড় লক্ষ করা যায়।

ধনতেরাসের দিনে যানবাহন এবং পোশাকের মতো নতুন জিনিস কেনা একটি নতুন এবং সুন্দর সূচনার প্রতীক হিসেবে দেখা হয়। কথিত আছে এই দিনে নতুন ঝাঁটা কিনলে সকল ঋণ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। একইসঙ্গে এই দিনে কেনাকাটা করলে ভবিষ্যতে তা অনেক গুণ বৃদ্ধি পায় বলে মনে করা হয়।

জিনিস কেনার ক্ষেত্রে কিছু অপকারিতাও রয়েছে। এই দিনে যাতে কোনও ভুল জিনিস কেনা না হয়, সেদিকে বিশেষ লক্ষ রাখা উচিত। যেমন লোহা বা প্লাস্টিক এই দিনে কেনা অত্যন্ত অশুভ বলে মনে করা হয়। আর একটা দিতেও বিশেষভাবে নজর রাখা উচিত। সেটি হল ধার করা। এই দিনে অন্য কাউকে ধার দেওয়া উচিত নয়। কারণ এটি সৌভাগ্যকে অন্যের কাছে স্থানান্তর করতে পারে।

এই দিনে কিছু মানুষ ধনতেরাসে বেশি জিনিসপত্র কিনতে গিয়ে আর্থিক চাপে পড়তে পারেন। যা তাঁদের জন্য অত্যন্ত খারাপ হিসেবে চিহ্নিত হবে। এইসব কারণগুলোর জন্য ধনতেরাসের সময় কেনাকাটা করার আগে অবশ্যই কিছু জিনিস মাথায় রাখা উচিত। তবে সব মিলিয়ে ভাল–মন্দে মিশিয়ে দিনটি য়ে অত্যন্ত শুভ, তা আর বলে দেওয়ার অপেক্ষা রাখে না। তাই বিগত বছরগুলোর মতো এ এবছরও দিনটিকে ভালভাবে পালন করার জন্য উন্মুখ হয়ে রয়েছেন সকলে।



ধনতেরাস আলোর উৎসব

আমাদের ছেলেবেলার মফসসল শহরে বেশ কিছুটা নম্র-লাজুক হয়ে শরৎ আসত। দীর্ঘ বর্ষণ, বন্যা মাড়িয়ে, নতুন শস্যের সম্ভাবনা জাগিয়ে, নিখুঁত নীল আকাশে ভোঁকাট্টা ঘুড়ির মতো সাদা মেঘ ভাসিয়ে, নদীর চরে কাশের ছুটোছুটি দেখতে দেখতে শিশির মাখা শিউলি ঝরিয়ে সে আসত।আসত শরৎ-হেমন্তের দুর্গা-লক্ষ্মী-কালী; পরপর আরও অনেকগুলো পুজো,উৎসব নিয়ে ।ঢাকে-ঢোলে সে-সব পুজোও ছিল প্রকৃতির মতোই।নম্র-লাজুক।অনেক পরে পুজোয় থিমের ছোঁয়া লাগল।

আর এর মধ্যে কখন যেন ঢুকে পড়ল অন্য এক পুজো,অন্য এক উৎসব। এই পুজো, এই উৎসবও থিমের পুজোর মতোই নগর- কলকাতা ছাড়িয়ে মফসসল শহর,মফসসল শহর ছাড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ল ছোট-বড় অজস্র জনপদের অন্তরে- বাইরে ক্রমশ বদলে যাওয়া বিপুল সম্ভাবনার বিপণি-বিতানে।

এই পুজো, এই উৎসবের নাম ধনতেরাস। ভিন্ন নামে ধন ত্রয়োদশী।কালীপুজো বা দীপাবলির প্রথম দিন,কার্তিক মাসের কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশী তিথিতে এই পুজোর আয়োজন।যে পুজোয় ভগবান ধন্বন্তরির সঙ্গে লক্ষ্মী দেবী-কুবের দেবতাও পূজিত হন।

ধনতেরাস নিয়ে নানান গল্পের জন্ম দিয়েছে কিংবদন্তি-পুরাণ। রাজা হিমের ষোল বছরের ছেলের বিয়ের চতুর্থ দিনে ছিল সর্পদংশনে মৃত্যুর বিধান।শয়নকক্ষে সেইমতো ছিল নাগরূপী মৃত্যুদূত যমের উপস্থিতিও। কিন্তু সে অভিশপ্ত বিধান খণ্ডাতে সোনা-রুপোর গয়নার স্তূপে অজস্র প্রদীপের আলোর বিচ্ছুরণ ঘটিয়ে নববধূ ঝলসে দিয়েছিল সর্পরূপী মৃত্যুর দুই চোখ।

আবার সমুদ্র মন্থনে অমৃত কলস নিয়ে ভগবান ধন্বন্তরির প্রকট হবার কথাও ধনতেরাসের পুজোর প্রেক্ষিতে ফুটে ওঠে । এ পুজোর দিনক্ষণ, পুজো প্রকরণ, আচার আয়োজন,সোনা-রুপোর অলংকার, বাসনপত্র, যানবাহন প্রভৃতির কেনাকাটায় অমৃত কালের উল্লেখ আসলে যেন ধন্বন্তরি, লক্ষ্মী ও কুবেরের পুজোর প্রতীকে ধনতেরাস পালনের প্রকৃতি বন্দন ।

ধন্বন্তরি নীরোগ, সুস্বাস্থ্যের ; লক্ষ্মী দেবী শ্রী,মঙ্গল,সৌভাগ্যর আর কুবের ভূপৃষ্ঠ ও ভূগর্ভের অনন্ত সম্পদ মানুষের মঙ্গলে ব্যবহারের প্রতীকী প্রয়াস।

আবহমানের পুরাণ,কিংবদন্তিকে নিয়ে বর্তমানের বহমানতায় ধনতেরাস আমাদের ধর্মীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে এক বিপুল অবদান রেখে চলেছে।সূত্রের মতে,এখন প্রতিবছর ধনতেরাসকে ঘিরে প্রায় ষাট হাজার কোটি টাকার আর্থিক আবর্তন দেশের শ্রী,সমৃদ্ধি ও মঙ্গলও বহন করে আনছে।

ধনীরাই শুধু নন,সমস্ত শ্রেণির মানুষের কাছেই সম্পদ সংগ্রহ আর ভবিষ্যতে সেই সম্পদের ব্যবহারের মঙ্গলময় আলোকিত দিকটিই বর্তমানে ধনতেরাসের সবচেয়ে বড় থিম,সবচেয়ে বড় পুজো আর সবচেয়ে বড় উৎসব।

দীপাবলির আগে প্রকৃতই যেন এক স্বর্ণালি আলোর উৎসব।



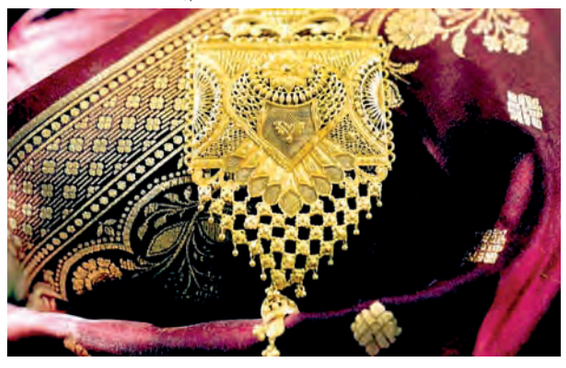


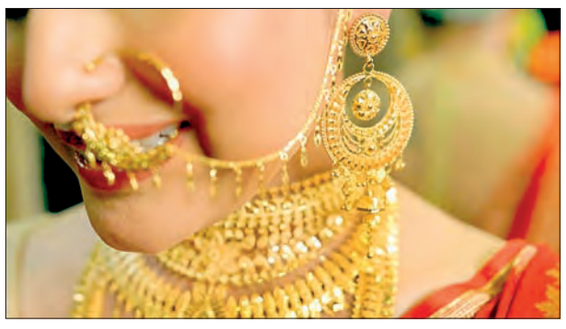
রক্ষিত এন্ড কোম্পানি জুয়েলার্স



রক্ষিত এন্ড কোম্পানি জুয়েলার্স, সবার সাথে সবার মাঝে, দেখতে দেখতে ৮৬ বছর ধরে আপনাদের সাথে। আছে ট্রেন্ডি ও হালকা ডিজাইন গয়নার ইউনিক কালেকশন, ধনতেরস উপলক্ষে মেগা অফার... প্রতি গ্রাম সোনার দামে ১৫০ টাকা ছাড়, গয়নার মজুরি মাত্র ৪.৯৯ শতাংশ (পাঁচ গ্রাম সোনার গয়নায় মজুরির ওপর) এছাড়া ডায়মন্ড ও কস্টিউম জুয়েলার্সে ফ্ল্যাট ৫০ শতাংশ ছাড়, পুরনো গয়নার পরিবর্তনের সুযোগ রয়েছে।

রক্ষিত এন্ড কোম্পানি জুয়েলার্স, বউবাজার









শুভ ধনতেরাস
আজকাল ৫
কলকাতা শুক্রবার ৬ নভেম্বর ২০২৬

everlite™
FINE JEWELLERY FOR EVERYDAY
₹9,999* থেকে শুরু
9 ক্যারেট, 14 ক্যারেট,
18 ক্যারেট - এর গহনা উপলব্ধ।
*নিয়ম ও শর্ত প্রযোজ্য।

AHAM
মেন্'স জুয়েলারি
সোনা, হিরে, প্ল্যাটিনাম,
টাইটানিয়াম ও রুপোর
কারুকার্যে নির্মিত।

SENCO™
GOLD & DIAMONDS
ESTD 1938
ধনতেরাস শগুন
আনন্দের উৎসব,
প্রাপ্তির উৎসব
এই ধনতেরাসে মনের মতো গয়না,
পছন্দের হাজারো ডিজাইন আর সঙ্গে দুর্দান্ত অফার
শুধুমাত্র সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডস-এ।
সোনার গহনা
পর্যন্ত
₹14,000 ছাড়* / 10 গ্রামে
হীরের মূল্যে
পর্যন্ত
36% ছাড়*
লাকি ড্র পুরস্কার*
₹1.20 কোটি মূল্যের সোনা
iPhone 18 Pro
পুরোনো সোনা বিনিময়ে
0% Deduction*
প্রতিটি কেনাকাটায়
নিশ্চিত উপহার*
*নিয়ম ও শর্তাবলি প্রযোজ্য (প্রতি 10 গ্রামে ন্যূনতম ₹4,000 থেকে সর্বোচ্চ ₹14,000 পর্যন্ত ছাড়)
ধনতেরাস 6 নভেম্বর এবং 7 নভেম্বর 2026

GOSSIP™
SILVER & FASHION JEWELLERY
BY
SENCO GOLD & DIAMONDS
ফ্ল্যাট
15% ছাড়*
92.5% রুপোর গহনা উপলব্ধ।
*নিয়ম ও শর্ত প্রযোজ্য।

স্মার্ট জুয়েলারী পারচেজ প্ল্যান
Swarna Labh 6 Months Jewellery Purchase Plan
Swarna Yojana 11 Months Jewellery Purchase Plan
SWARNA SAUBHAGYA 11 Months Gold Protection Plan
Swarna Vriddhi 18 Months Jewellery Purchase Plan
Marigold SMART ADVANCE PLANS
Flexi Advance

100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু | সার্টিফায়েড ন্যাচারাল ডায়মন্ডস্ | লাইফটাইম মেন্টেন্যান্স | বাইব্যাক সুবিধা | ফ্রি বীমা | 1.5 লাখেরও বেশি ডিজাইন মন ভালো করা দামে।

আপনাদের সেনকো এখন আপনাদের আরও কাছে
আন্দুল (House of Senco)
আন্দুল বাস স্ট্যান্ডের কাছে,
হাওড়া, Ph.: 9330371900
শুভ উদ্বোধন: ৬ই নভেম্বর, ২০২৬
মেটিয়াবুরুজ
P-27, গার্ডেন রিচ রোড,
Ph.: 7044452053 / 54
শুভ উদ্বোধন: ৬ই নভেম্বর, ২০২৬

SBI CARNIVAL Earn up to 6X Reward Points using your SBI Debit Card Offer valid till 31st Dec 2026
TRA'S BRAND TRUST REPORT 2025 Power of Trust SGL Peace of mind. Assured.
Like & Follow us at
200+ স্টোর্স
UP TO ₹7,500 INSTANT DISCOUNT* SBI card
#Min. Trxn.: ₹50,000; Max. Discount: ₹7,500 per card; Validity: 01 Nov - 07 Nov 2026. T&C Apply.
89815 30033 1800 103 0017 sencogoldanddiamonds.com | FRANCHISEE ENQUIRY: 9874453366

Scan here to find your nearest Senco Store!

আজকের ধনতেরাস বাঙালির কাছে লক্ষ্মীলাভের



চার্বাক দর্শন বলছে ঋণ করেও ঘি খাওয়া যায়। এবং সেটাই নাকি উচিত। শুধু কি উচিত? ঋণ করে ঘি পোলাও চর্বয়চোষ্য না খাওয়াই নাকি মানব জন্মের সবচেয়ে বড় বোকামি।

কিছু মানুষ এই সারবুঝটা বুঝে ফেলেছে অনেক আগেই। তাই চার্বাকের দর্শনকেই তারা জীবনের মহামন্ত্র হিসেবে গ্রহণ করে মানব জন্মটিকে সার্থক করে ফেলেছে। তারা বলে, আড়ে বহরে জীবনটা খুব বেশি নয়। অতএব যা পারো লুটে নাও, ভেবেচিন্তে কাজ নেই অত।

কোন একজন যেন বলেছিলেন, গড়পড়তা বাঙালি আসলে চার্বাক দর্শনকেই জীবনের মোডাস অপারেন্ডি হিসেবে ধরে নিয়েছে। তারা অতীত নিয়ে আদৌ ভাবিত নয়; ভবিষ্যৎ নিয়েও তাদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রায় ঝাপসা। কোনও কিছুতেই তাদের তেমন কিছু যায় আসে না। তবে হ্যাঁ, বাঙালি, খেলা-মেলা-উৎসবে একদম দেড় পায়ে খাড়া। নিজেদের তো এমনিতেই বারো মাসে তেরো পার্বণ। তার ওপর এর ওর কাছ থেকে উৎসব ডেকে নিয়ে আসে হিন্দু বাঙালি।

তাই মহারাষ্ট্রের গণেশ চতুর্থী থেকে উত্তর ভারতের ধন ত্রয়োদশী হিন্দু বাঙালির পঞ্জিকা এবং ক্যালেন্ডারে রেড লেটার ডে হয়ে গিয়েছে। আজকের ধনতেরাস বাঙালির কাছে ঠিক ততটাই গুরুত্বপূর্ণ যতটা তাৎপর্যপূর্ণ অবাঙ্গালীদের কাছে। বিশ্বাস, ধন ত্রয়োদশীতে অবশ্যই কিছু না কিছু ধাতব জিনিসপত্র কিনতেই হয়। বাংলায় লক্ষ্মী পুজো বলতে 'দোল পূর্ণিমা নিশি নির্মল আকাশ/ মৃদু মৃদু বহিতেছে মলয় বাতাস'। বৃহস্পতিবার। কোজাগরি পূর্ণিমা। পৌষ পূর্ণিমা। এসো এসো পৌষ লক্ষী এসো আমার ঘরে।

কিন্তু গত আড়াই প্রজন্মের শহুরে বাঙালি ধনতেরাসের দিনে ধাতুতে তৈরি জিনিসপত্র কিনে লক্ষ্মী ঠাকুরের জন্য একটি সেফ প্যাসেজ তৈরি করে দিয়েছে এবং লক্ষ্মী লাভ সুনিশ্চিত করে ফেলেছে।

ধনতেরাস অর্থাৎ সম্পদ ত্রয়োদশী নিয়ে প্রচুর কাহিনী, আখ্যান, উপাখ্যান ইত্যাদি বাজারে রয়েছে। সেসব নিয়ে প্রচুর লেখালেখিও হয়। সারা বছর না হোক, বছরের এই দু' একটা দিন খবরের কাগজ ধনতেরাসময় হয়ে ওঠে। সোনার বাজার যতই গরম হয়ে থাক খদ্দেররা বিশেষ করে শাঁসালো খদ্দেররা ধনতেরাসে কোনও দরাদরির লাইনে যান না। সেই সব খদ্দেররা নজর রাখেন খবরের কাগজে, টেলিভিশনের পর্দায় রংবেরঙের বিজ্ঞাপনে এবং আজকাল সোশ্যাল মিডিয়ার বিভিন্ন গাল গল্পে। এতসব বিজ্ঞাপন দেখলে বিত্তহীন মানুষ বা উরু কাতু মদনার দল ভাবতেই পারে, কোথায় অভাব রে বাবা? বেগুনের কিলো ৮০ টাকা না ৯০ টাকা, কিংবা সর্ষের তেল লিটার পিছু ২০০র ঘর ছুঁই ছুঁই, যা চালাতে মাসের শেষে প্রায় নুন আনতে পান্তা ফুরোয় অবস্থা, তখন সোনা তো পুরো বাপরে বাপ হয়ে দাঁড়ায়। কে পারবে ধনতেরাসের বাজারে বডি ফেলে দিতে?

বিয়ের বাজারে সোনার দর বাড়ুক না বাড়ুক, সোনা তো কিনতেই হয়। যতই লাভ ম্যারেজ কিংবা প্রায় ১০ বছর লিভ টুগেদারের পর বিয়ের পিঁড়ির অ্যারেঞ্জমেন্ট করা হোক না কেন, যদিদং তদিদং মানেই খানিকটা সোনার গয়না দিতেই হবে। নইলে নাকি বিয়েটাই অপূর্ণ রয়ে যায়। মেয়ের বাবারা মায়েদের সরল যুক্তি, সোনা না দিলে মেয়েকে ঠিকঠাক আশীর্বাদই করা হল না। তাই সোনা যতই মহার্ঘ্য বা দুর্মূল্য হয়ে যাক না কেন, তার কদর কমার বা চাহিদা কমার কোনও প্রশ্নই ওঠেনা।

আমরা সকলেই শুনেছি বা বড়দের কাছে শুনে থাকি, ৭০ বা ৮০ সালে নাকি সোনার ভরি ছিল ৫০০ টাকা। এর আগে সোনার দাম ছিল আরও কম। স্বাধীনতার সময় ভারতে ৪০-৫০ টাকায় সোনা বিক্রি হত। তবে সে আমলে বাজারের সেরা চালের দাম বস্তা পিছু ছিল নাকি মাত্র এক আনা। তখন এক জোড়া ইলিশ, যাদের ওজন কম করে দেড় কিলো করে, সেগুলোই পাওয়া যেত দু আনায়। সব মিলিয়ে হিসেব করলে দেখা যেত, মাসে জনা পাঁচেকের সংসার চালাতে খরচ হত বড়জোর দুই থেকে তিন টাকা। সেই সময়ে সোনার দাম ৪০-৫০ টাকা নেহাতই সস্তা নয়। সোনা বিষয়ক তালেবররা বলেই থাকেন, হলুদ ধাতু বরাবরই দামী, সে কারণেই নাকি এর গগনচুম্বী কদর।

অতএব লাখ টাকা পেরিয়ে গেলেও সোনা থাকে সোনাতেই। তার কদর এবং চাহিদা কমবে না, কমতে পারে না। সে কারণেই ধনতেরাস প্রতিবছর হিট হয়ে যায় উত্তর ভারত জুড়ে।

ধনতেরাস মানে আসলে লক্ষীর আহ্বান। যে লক্ষ্মীকে নাকি ঘরবন্দী করে ফেলেছিলেন কোন এক ধনকুবের জগৎশেঠ। দিল্লিতে রয়েছে তাঁর বিশাল প্রাসাদ। অবশ্য গল্প অনুযায়ী সেই প্রাসাদ নাকি আগে এমনটা ছিল না, যখন তিনি বৈভব লক্ষ্মীর অনুগ্রহ পাননি। বলা হয়, জগৎশেঠের কোন এক দুরন্ত কাজের জন্য দিল্লির বাদশা আকবর খুব খুশি হয়েছিলেন। সেকালের রাজা মহারাজা বা বাদশারা খুশি হলেই তাদের প্রজাদেরকে বিভিন্নভাবে উপহার দিতেন এবং পুরস্কৃত করতেন। জগৎশেঠও সেই রকম অনুগ্রহ পেয়ে বাদশার ভাল ছেলের তালিকায় উঠে গিয়েছিল। কিন্তু রীতিমত চালাক জগৎশেঠ সেই মুহূর্তেই ওই বাদশার কাছ থেকে উপহার বা ভেট চাননি। কোনও বাঙালি হলে নিশ্চয়ই সেই মুহূর্তে নির্ঘাত কিছু সে আদায় করে বসত। কিন্তু জগৎশেঠ বাঙালির মতো নিরেট বুদ্ধি সম্পন্ন ছিলেন না। গড়পড়তা বাঙালির মতো ধর তক্তা মার পেরেকের পলিসি তিনি জানতেন না। ভেবেচিন্তে তিনি উপহার চাইবেন বলে বাদশাহকে সালাম জানিয়ে বাড়ি চলে যান। এবং বাড়িতে গিয়ে নিজের মাকে সবটা খুলে বলেন। জগৎশেঠের মা ছিলেন বেশ জাঁদরেল মহিলা। রীতিমতো সংসারী এবং কী করে বড়লোক হওয়া যায় তার কায়দাকানুন তিনিও বেশ জানতেন। জগৎশেঠকে বললেন, বেশ করেছিস। দাঁড়া, আমি যেদিন বলবো, চাইবি সেদিন উপহার। এরকম করে বেশ কিছুদিন কেটে গেল। একদা দুর্গাপুজোর পরেই এই সময়টাতে জগতের মা বললেন জগৎ, এবারে তুই বাদশার কাছে যা। গিয়ে বলবি, তুই কোজাগরি পুজোর দিন যেন রাজধানীর দিল্লিতে রাতে কোনও প্রদীপ বা কোনও আলো না জ্বলে। সুদের কারবারি জগৎশেঠ ভাবতে বসেন, এই কথা কি বাদশা আদৌ শুনবে?

জগতের মা বললেন, শুনবে কি শুনবে না, সেটা পরের কথা; আগে তো গিয়ে তোকে বলতে হবে যে আপনি আমাকে যে পুরস্কার দেবার কথা বলেছিলেন আমি এই পুরস্কার টাই চাইছি যে- ওই দিন রাতে যেন দিল্লির কোন ঘরে বা রাস্তায় কোনও আলো না জ্বলে। সেটাই হবে আমার কাঙ্খিত পুরস্কার।

খানিকটা নার্ভাস হয়েও জগৎশেঠ মোটামুটি নিজেকে সামলে নিয়ে এবং বাদশাহর সামনে একটু গলা খাঁকারি দিয়ে মায়ের বলা কথাগুলো আউড়ে গেলেন। বাদশা তখন সবেমাত্র বিরিয়ানি আর কাবাব খেয়ে ঢেঁকুর তুলছিলেন। কিন্তু জগৎশেঠের কথা শুনে তার বিরিয়ানি মাথায় উঠল। তিনি বললেন সেকি জগৎ? এ আবার তোমার কেমন চাওয়া হে?

জগৎ বলল, দেখুন জাহাপনা, আমার কোনও অপরাধ নেবেন না, এটি আমার মা চেয়েছেন। সেকালে চোর ছ্যাঁচোর কম ছিল। আলো নিভে গেলেই সমাজবিরোধীরা এই সময়ের মতো লম্ফঝম্প জুড়ে দেবে এমন সম্ভাবনাও খুব কম ছিল। তার কারণ কথায় কথায় কোতল এবং শিরশ্ছেদ তখন অনিবার্য ছিল। বাদশা সুলতানদের ভয়ে তাই চোর বাহিনীরাও রাজধানীর বাইরে গিয়েই তাদের কাজকম্মো চালিয়ে যেত। তাই শহর ছিল অনেকটাই নিরাপদ। সবটা ভেবেচিন্তে আকবর বাদশা বলে দিলেন, ঠিক আছে আমার রোগ লোক ঢেঁড়া পিটিয়ে দেবে, অমুক রাত্রিবেলায় যাতে কেউ আলো বা প্রদীপ দিল্লিতে না জ্বালায়।

বাদশার আদেশ রাজধানী জুড়ে রটে গেল এবং ওই রাতে দিল্লি রাজধানী পুরো নিষ্প্রদীপ হয়ে গেল। কিন্তু নিয়মমাফিক মা লক্ষ্মীকে এই মর্তে তো আসতেই হয়। তিনি আবার অন্ধকার সহ্য করতে পারেন না। কারণ তিনি স্বয়ং বিষ্ণুপত্নী। অনন্ত ক্ষীর সাগরে তিনি বিষ্ণুর পদসেবায় সারা বছর নিয়োজিত থাকেন। কিন্তু একটা দিন মর্ত্যবাসীদের কল্যাণে তাকে নেমে আসতে হয়। সেখানে আলো না থাকলে তিনি আসবেন কি করে? অন্ধকারে তো অলক্ষীর বাস। এখানে তো লক্ষীদেবী অধিষ্ঠান করতে পারেন না। জগৎশেঠের বুদ্ধিমতী মা সে কথা জানতেন এবং সেজন্যই তিনি নিষ্পদীপ দিল্লি শহরে শুধুমাত্র নিজের বাড়িতে জ্বালিয়ে রাখলেন আলো। জ্বলল প্রদীপ, জ্বলল আলোর রোশনাই। পুরো রাজধানী ঘুরে ক্লান্ত মা লক্ষ্মী এখানেই একমাত্র আলো দেখে চলে এলেন তাড়াতাড়ি। সামনের দুয়ার আটকে সেখানেই তখন বসে আছেন জগৎশেঠের মা। বৈভব লক্ষ্মী বললেন, কে গো তুমি এখানে বসে আছো? আমাকে একটু ভেতরে ঢুকতে দাও তো। জগৎশেঠের মা জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে গো জননী?

জননী বললেন, আমাকে চিনতে পারলে না? আমি তো বিষ্ণুর ঘরণি গো! লক্ষী! আজকের দিনে আমি পৃথিবীতে চলে আসি। তবে তোমাদের এই শহরে দেখলাম কোথাও আলো জ্বলছে না। শুধু তোমারই বাড়িতেই দেখছি আলো। তাই তড়িঘড়ি আমি এখানেই চলে এলাম। আমাকে একটু ভেতরে ঢুকতে দাও তো। আমি একটু বিশ্রাম নেব।

জগৎশেঠের মা এমনটাই পরিকল্পনা করেছিলেন। তিনি সবিনয়ে বললেন, তা ভাল করেছেন মা; তবে আপনাকে আমি ভেতরে ঢুকতে দিতে পারি একটাই শর্তে।

লক্ষী দেবী বললেন, কী শর্ত?

জগৎশেঠের মা বললেন, শর্ত তেমন কিছু কঠিন নয় মা। আমি তো স্নান করতে যাব, কিন্তু আপনাকে মা যেটা করতে হবে তা হল, আমি যতক্ষণ ফিরে না আসি আপনি কিন্তু ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে পারবেন না!

লক্ষ্মী দেবী হেসে বললেন, সে আবার এমন কি কথা, যাও তুমি স্নান করে ফিরে এসো; ততক্ষণ না হয় আমি তোমার ঘরেই বসে থাকবো।

শেঠের মা বললেন, তুমি কিন্তু আমাকে কথা দিলে, আমি না ফিরে এলে তুমি মোটেও আমার ঘর থেকে বের হতে পারবে না।

বৈভব লক্ষ্মী মাথা নাড়লেন। কথা দিলেন, তিনি থাকবেন।

এবার ছেলেকে বলে শেঠের মা বেরিয়ে পড়লেন কলসি আর গামছা নিয়ে। বলে গেলেন, তোর ঘরে মা লক্ষ্মী রইল। আমি চললাম।

কোথায় গেলেন মা?

গেলেন যমুনায় স্নান করতে। প্রায় হিমেল রাত। শরৎ শেষে হেমন্ত সবে পৃথিবীতে নেমেছে। বাতাসে শিরশির ভাব। কোথাও সামান্য কুয়াশা। মা নামলেন যমুনায়।

ওদিকে লক্ষ্মীদেবী ভাবছেন, কখন ফিরবেন বৃদ্ধা? তিনি না ফিরলে তো বেরিয়েও পড়া যাবে না। কারণ তিনি কথা দিয়েছেন বৃদ্ধাকে।

ওদিকে জগৎশেঠের মা একটুও ভাবলেন না। ছেলের জন্য সঙ্গে আনা কলসি গামছা দিয়ে বেঁধে নিজের গলায় আটকে দিলেন। তারপর ডুব। কলসি দড়ি গলায় বেঁধে নিজের প্রাণ দিয়ে জগৎশেঠের ঘরে লক্ষ্মীকে করে গেলেন অচলা।

ধনতেরাস তারই প্রলম্বিত পার্বণ। ঘরে রাখা লক্ষ্মীকে তুষ্ট করতে সোনা কেনা, রূপো কেনা। না পারলে তামা কাঁসা পেতল- যা খুশী! সবারই চাওয়া একটাই, লক্ষ্মীলাভ।

যাতে আরও ঝকমকে হয়ে ওঠে আলোর রোশনাই।



ধনতেরাস উৎসবও বাঙালির অঙ্গ হয়ে উঠেছে

তমাল মুখোপাধ্যায়

আজ ধনতেরাস। কিন্তু কেন এই ধনতেরাস পালিত হয় তা নিয়ে মূলত দুটি মত রয়েছে। এটা কি সত্যিই সৌভাগ্য ফেরানোর দিন, না এর পিছনে অন্য কোন ইতিহাস লুকিয়ে রয়েছে। প্রথম মতে, 'ধনদা' মা লক্ষ্মীকেই বোঝানো হলেও দ্বিতীয় মতটা একটু ভিন্ন। ধনতেরাস মূলত অ-বাঙালিদের উৎসব হিসেবে পরিচিত। তবে আজ দিন বদলের সঙ্গে সঙ্গে এই ধনতেরাস উৎসবও বাঙালির অঙ্গ হয়ে উঠেছে। এখন বাঙালিরাও জাঁকজমকভাবে এই উৎসব পালন করে থাকেন।

দীপাবলি ঠিক দু'দিন আগে পালিত হয় এই উৎসব। আমরা প্রায় সকলেই জানি এই উৎসবের আরেক নাম ধনত্রয়োদশী। সহজ ভাষায় বললে বলা যেতে পারে, 'ধনোবর্তী ত্রয়োদশী।' ধন শব্দের অর্থ সম্পত্তি আর ত্রয়োদশী শব্দের অর্থ ১৩তম দিন আর তাই হিসেব মতো কার্তিক মাসের কৃষ্ণপক্ষের ১৩তম দিনেই পালিত হয় এই ধনতেরাস উৎসব।

ধনতেরাস মানেই বাড়িতে নতুন সোনার গয়না কেনা। কথিত আছে, এই দিনে ভক্তের বাড়ি যান মা লক্ষ্মী। এদিন ভক্তদের ইচ্ছা পূরণের দিন। ব্যবসায়ী মহলেও আজকের দিনটা ধুমধাম করে পালিত হয়। মূল্যবান ধাতু কিনে এই দিন ধনদেবতা কুবেরেরও পুজো করেন অনেকে। তবে কেন এই ধনতেরাস পালিত হয়, তা নিয়েও যথারীতি মতভেদ রয়েছে। রয়েছে দুটি মতও। প্রথমটিতে মা লক্ষ্মীকে বোঝালেও, দ্বিতীয় মতটা পুরোপুরি ভিন্ন।

এই দ্বিতীয় মত অনুসারে ধনতেরাসের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে রাজা হিমুর ছেলে। তার ওপর অভিশাপ ছিল। অবশেষে কেটে যায় এই অভিশাপও। আর প্রাণে রক্ষা পান হিমুর ছেলে। আর সেই আনন্দেই পরের দিন ধনতেরাস উৎসব শুরু করেন রাজা হিমু। এদিন পুজো হয় সিদ্ধিদাতা গণেশেরও।

সব মিলিয়ে বিশ্বাসের উপর ভর করে সর্বত্র পালিত হয়ে আসছে এই ধনতেরাস উৎসব, যা আজ বাঙালির কাছে হয়ে উঠেছে একেবারে চৌদ্দ পার্বণের এক পার্বণ।

ধনতেরাস মানেই বাড়িতে নতুন সোনার গয়না কেনা। কথিত আছে, এই দিনে ভক্তের বাড়ি যান মা লক্ষ্মী। এদিন ভক্তদের ইচ্ছা পূরণের দিন। ব্যবসায়ী মহলেও আজকের দিনটা ধুমধাম করে পালিত হয়।



এইচ কে দত্তের ধনতেরাস ধমাকা

এবারের ধনতেরাসে গ্রাহক ও ক্রেতাদের জন্য বড় মাপের কিছু অফার পেশ করছে এইচ কে দত্ত জুয়েলার্স। আকর্ষণীয় নকশার অলঙ্কারের পাশাপাশি ২২ ক্যারাট হলমার্ক সোনার গয়নায় ১ গ্রামের বেশি কেনাকাটা করলেই ক্রেতা পেয়ে যাবেন মজুরির ওপর বিশাল ছাড় (মজুরি পড়বে মাত্র ৮.৪%)। হীরের মূল্যের ওপর পাওয়া যাবে ফ্ল্যাট ২০% ছাড়। যে কোনও দোকানের হলমার্ক সোনার গয়নার বিনিময়ে নতুন গয়না কেনার সময় ১০০% এক্সচেঞ্জ মূল্য পাবেন এখানেই। এছাড়া গ্রহরত্ন, রুপোর গয়না ও ৯ ক্যারাট হলমার্ক গয়নার মজুরির ওপর থাকছে ফ্ল্যাট ২০% ছাড়। বৌবাজার, গড়িয়া ও বেহালা, এইচ কে দত্ত জুয়েলার্সের প্রতিটি শোরুমেই এই অফারগুলি পাওয়া যাবে ৮ নভেম্বর পর্যন্ত।



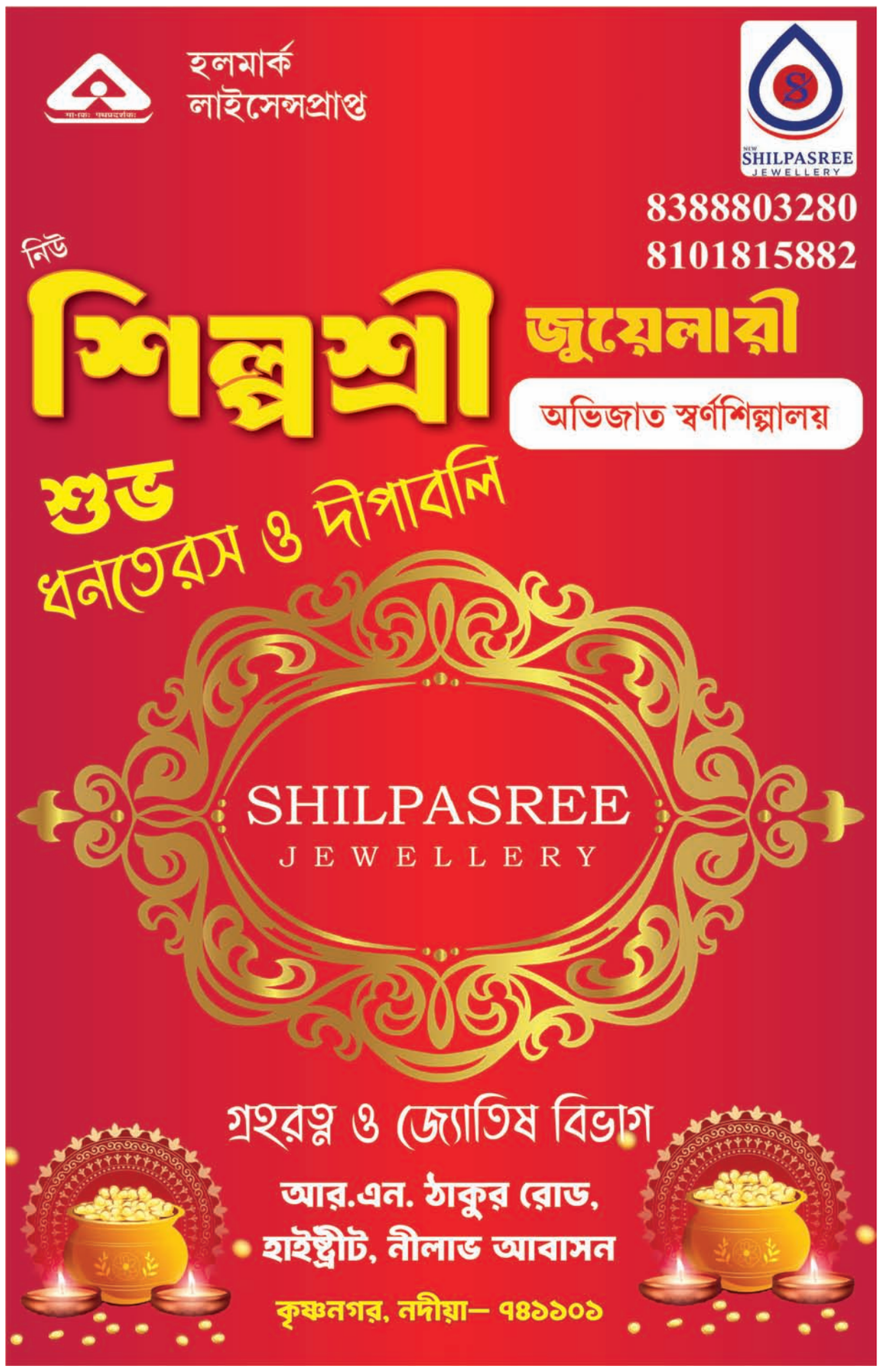
আজ শুভ ধনতেরাস

বৈদ্যরাজ ধন্বন্তরীর জন্ম তিথিকে প্রাচীন যুগ থেকে ধন ত্রয়োদশী হিসেবে পালন করা হয়। কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষের ত্রয়োদশী তিথিটি ধন ত্রয়োদশী বা ধন্বন্তরি জয়ন্তী বা ধনতেরাস নামে পরিচিত।

এই সময়টা মানুষের আত্মিক বিকাশ, স্বাস্থ্য, সম্পদ সব কিছুর জন্য অত্যন্ত শুভ। পরলোকগত পূর্বপুরুষরা এই সময় যেমন আশীর্বাদ করেন, তেমনই সুস্বাস্থ্য কামনায় ওষধি গুণাগুণযুক্ত চোদ্দশাক খাওয়া হয় চতুর্দশীতে।

অমাবস্যায় কালীপুজোর দিনে লক্ষ্মী-গণেশের পুজো হয়। তবে ধনতেরাসের দিনে লক্ষ্মীপুজো করলে, লক্ষ্মীর সঙ্গে পুজো পান গণেশ-কুবেরও। ধন-সম্পত্তি যাঁরা চান, তাঁরা এদিন পুজো করতে পারেন।

ধনতেরাসের দিনে গৃহে সোনা-রুপো কিনে আনার মাধ্যমে বাড়িতে লক্ষ্মীকে আনা অত্যন্ত শুভ।







সৌভাগ্যের বার্তা বহন করে ধনতেরাস.....

তমাল মুখোপাধ্যায়

অপেক্ষার অবসান। অবশেষে আজ এসে গেল সেই কাঙ্ক্ষিত দিন- "ধনতেরাস"। পুজোর রেশ কাটতে না কাটতেই মানুষ দিন গুণতে শুরু করে কবে আসবে এই ধনতেরাস। সাধারণ মানুষের পাশাপাশি ব্যবসায়ী মহলেও মহা ধুমধাম সহকারে এই উৎসব উদ্‌যাপন করা হয়। সোনার মতো মূল্যবান ধাতু কিনে পুজো করেন অনেকে। কিন্তু সবটাই নিজের আর্থিক ক্ষমতা অনুযায়ী।

পুরাণ অনুযায়ী সমুদ্র মন্থনের সময় আজকের এই তিথিতে হাতে অমৃত কলস নিয়ে ধন্বন্তরি প্রকট হন। কথিত আছে, ইন্দ্রের অভদ্র আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে মহর্ষি দুর্বাসা ত্রিলোককে শ্রীহীন হওয়ার অভিশাপ দেন। এর ফলে পৃথিবী থেকে নিজের লোকে গমন করেন অষ্টলক্ষ্মী আর সংসারে শ্রী প্রতিষ্ঠার জন্য সমুদ্র মন্থনের পরামর্শ দেন স্বয়ং মহাদেব। আর এই সমুদ্র মন্থনের ফলে ১৪ টি প্রমুক্ত রত্নের উৎপত্তি হয়, এই চতুর্দশ রত্ন হিসেবে স্বয়ং অমৃত কলস নিয়ে ধন্বন্তরি প্রকট হন। তার ঠিক দু'দিন পরেই প্রকট হন লক্ষ্মী। তাই ধনতেরাসের দু'দিন পরে দীপাবলিতে লক্ষ্মী পুজোও করা হয়।

এটা আমরা প্রায় সকলেই জানি যে, এই ধনতেরাস দীপাবলি উৎসবের ঠিক দু'দিন আগে হিন্দু ক্যালেন্ডারের কার্তিক মাসের কৃষ্ণপক্ষের তিথিতে পালিত হয়। আর একে ধনত্রয়োদশী বা ধন্বন্তরি প্রদেশীয় ত্রয়োদশী বলে থাকেন। এর পেছনে বেশ কিছু জনপ্রিয় পৌরাণিক ইতিহাস ও কাহিনিও লুকিয়ে রয়েছে।

হিন্দু পুরাণ অনুযায়ী সমুদ্র-মন্ত্রনের সময় এই দিনে দেববৈদ্য ভগবান ধন্বন্তরি একহাতে অমৃতের কলস এবং অন্য হাতে আয়ুর্বেদ গ্রন্থ নিয়ে আবির্ভূত হন। তাই এই দিনটিকে সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ুর প্রতীক হিসেবে ধরা হয়।

অন্যদিকে প্রাচীন এক কিংবদন্তি অনুসারে, রাজা হিমার ছেলের কুণ্ডলীতে ছিল যে, বিয়ের চতুর্থ দিনে সাপের কামড়ে তার মৃত্যু হবে। খবরটা জেনে তার নতুন স্ত্রী রাজপুত্রকে ঘুমোতে না দিয়ে দরজায় সোনারুপো ও গয়নার স্তূপ করে অনেক প্রদীপ জ্বালিয়ে গল্প- গানের মধ্যে তারা সারা রাত কাটিয়ে দেন।

আর পরের দিন যমরাজ সাপের বেশে সেখানে এসে প্রদীপের আলোয় ও গয়নার উজ্জ্বলতায় অন্ধ হয়ে যান এবং সারারাত গানের সুর শুনে সকালে খালি হাতে ফিরে যান। এর ফলে রাজপুত্রের জীবন রক্ষা পায়। এর স্মরণে দরজায় প্রদীপ জ্বালানোর প্রথা চালু হয়। ধন শব্দের অর্থ সম্পদ এবং তেরস–এর অর্থ ত্রয়োদশী। বিশ্বাস করা হয়, এই দিনে সোনা–রুপো ও নতুন বাসন কিনলে ঘরের লক্ষ্মী ও কুবেরের কৃপা বজায় থাকে এবং ধন সম্পত্তি অনেক বৃদ্ধি পায়।

পৌরাণিক সমুদ্র মন্থনের সময় এই তিথিতেই আয়ুর্বেদের জনক ও দেবতাদের চিকিৎসক ভগবান ধন্বন্তরি অমৃতের কলস হাতে সমুদ্রগর্ভ আবির্ভূত হন। তাই সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনায় আজকের দিনে ধন্বন্তরি দেবীর আরাধনা করা হয়। আজকের এই দিনে দেবী লক্ষ্মী এবং ধনদেবতা কুবেরের পূজাও করা হয়। বিশ্বাস করা হয় এই দিন ভক্তি ভরে পুজো করলে ঘরে মা লক্ষ্মীর কৃপা বজায় থাকে এবং দারিদ্র্য দূর হয়।

প্রতিবছর কার্তিক মাসের কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশী তিথিতে ধনতেরাস উৎসব পালিত হয় দেশ জুড়ে। তিন দেবদেবী— আয়ুর্বেদিক ওষুধের জনক ধন্বন্তরি, লক্ষ্মী ও কুবেরের পুজো করা হয় মহা সমারোহে। শাস্ত্র অনুযায়ী ধন্বন্তরির আরাধনা করলে মানুষের স্বাস্থ্যও অনেক ভালো থাকে। আর আলোর উৎসব দীপাবলি এখন দ্বারপ্রান্তে। সারা ভারতে এই দীপাবলি উৎসব পাঁচদিন ধরে চলে। আর এই ধনতেরাস থেকেই শুরু হয়ে যায় এই আলোর উৎসব, যা শেষ হয় ভাইফোঁটায়।







